

# گھر سے ماہرہ شیخہ

## النور الیوم

نسیم عرفات



مؤسسة المدی الإسلامية

۱۲۱۹ - ۴۰۳/ایہ، کھیل غاؤ، داکا -

[www.islamijndegi.com](http://www.islamijndegi.com)

সহজে নাহব শিখব

النَّحْوُ الْبُرْسِيَّةُ

نسیم عرفات

পরিচালক, আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা- ১২১৯

[www.islamijindegi.com](http://www.islamijindegi.com)

সহজে নাহব শিখব

النَّوْبِ السَّابِعُ

নাসীম আরাফাত

প্রকাশনায়

পরিচালক, আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা

ঢাকা-১২১৯

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর : ২০০২

শাওয়াল : ১৪২৩

সর্বস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ৮০/= (আশি) টাকা মাত্র

---

Sahaja Nahaba Shekhba. by Nasim Arafat  
Published by - Director, Al Huda Islamic  
Foundation. 403/A khilgaon, Dhaka- 1219.

Price : Tk. 80/= (Eighty taka only)

[www.islamijindegi.com](http://www.islamijindegi.com)

যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, উস্তায়ুল আসাতিয়া, জামিয়া  
শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা এর স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম  
হযরত মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ (দাঃ বাঃ)-এর

## অভিমত ও দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

আরবী ভাষা আমাদের ধর্মীয় ভাষা। এ ভাষা ছাড়া আমরা ইসলামকে তার মূল উৎস থেকে বুঝতে পারব না। কুরআন ও হাদীসে বুৎপত্তি অর্জন করতে পারব না। প্রজ্ঞাবান দূরদর্শী আলেমে দ্বীন হতে পারব না। আর এ ভাষাকে আয়ত্তে আনতে হলে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের নাহব ও ছরফে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে।

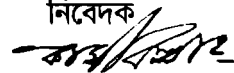
আমাদের দ্বিনী মাদরাসাগুলোতে প্রাথমিক ছাত্রদের দীর্ঘকাল যাবৎ নাহবমীর নামক কিতাবটি পড়ানো হচ্ছে। তার ভাষা ফারসী। লিখন পদ্ধতি সেকেলে। ফলে ছাত্রদের তা বুঝতে ও রপ্ত করতে বেশ কষ্ট হয়। নানা সমস্যার তারা সম্মুখীন হয়।

তাই মাতৃভাষায় সহজ সরল পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ও অনুশীলনী সহকারে প্রাথমিক ছাত্রদের মেধার সামঞ্জস্যশীল একটি নাহব এর কিতাবের তীব্র অভাব বেশ কিছুদিন থেকেই অনুভব করে আসছি।

জামিয়া শারইয়্যাহর সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা নাসীম আরাফাত এ অভাবটি পূরণ করার আশ্রয় চেষ্টা করেছেন। তার ফসলও আমাদের হাতে এসে গেছে। আমি এ কিতাবটি বিভিন্ন স্থান হতে পড়ে দেখেছি। উদ্দেশ্য সফলে কিতাবটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। আল্লাহ তার মেহনতকে কবুল করুন।

আমি মনে করি, নাহবমীর কিতাবের স্থানে এ কিতাবটি পড়ালে ছাত্রদের খুব উপকার হবে এবং আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনে তাদের যথেষ্ট সহায়ক হবে। আর এ আশাও করি যে, আমাদের মাদরাসাসমূহের মুহতামিম ও পরিচালকগণ তা পাঠ্যপুস্তক রূপে কবুল করে নিলেই লেখকের দীর্ঘ শ্রম স্বার্থক হবে।

নিবেদক



জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

ঢাকা-১২১৭

## কৈফিয়ত

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

স্থান-কাল ও সময় ভেদে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবর্তন নেমে আসে। এক সময় যা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকে, অন্য সময় তা অজ্ঞাত অবহেলিত। কাল প্রবাহের স্রোতধারায় অনায়াসে পাণ্টে যায় অনেক কিছু। যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ-বর্জনের এ নীতি ও ধারাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক। এটাই কালের ধর্ম। মানব জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রটিও এর অন্তর্ভুক্ত।

এক সময় যারা আত্মশুদ্ধির জন্য শায়খদের দরবারে যেতেন তাদের প্রথম সবক হত অল্লাহার, অল্লকথা, একাকী নির্জন বাস, বিন্দ্রি যাপন করে ইবাদতে বিভোর হয়ে থাকা, একের পর এক সিয়াম সাধনা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের মেহনত মুজাহাদার অনেক বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা তাসাউফের কিতাবের পাতায় পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু এখন আর কোন শায়খ এ ধরনের সবক দেন না। এ ধরনের মেহনত মুজাহাদার কথা বলেন না। কারণ মানুষ এখন অনেক দুর্বল। সেই মেহনত মুজাহাদা এ যুগের মানুষের শরীরে সহিবে না। তাই যুগোপযোগী সহজসাধ্য সাধনার সবকই তারা এখন দিয়ে থাকেন।

এমনিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। মানতেক ফালসাফার অনেক কিতাব এখন কুতুবখানার তাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ক্ষীণ কণ্ঠে নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা করলেও কেউ তা অধ্যয়ন করে না। অথচ এক সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত উস্তাদরা তা পাঠদান করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তা পড়ার জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে ছুটে আসত। এখনো শরহেজামী, শরহে তাহযীব ও এ ধরনের কিছু কিতাব অস্তিত্বের সংগ্রামে কোথাও কোথাও টিকে থাকলেও শীঘ্রই যে যবনিকাপাত ঘটবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যে মাদারে ইলমী দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠাসূচীতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে।

তবে আমাদের দেশে এখনো কিছু বিস্ময়কর বিষয় বহাল তবিয়েতেই আছে। যেমন নাহবমীর নামক কিতাবটি। গ্রন্থকার মীর সাইয়েদ শরীফ (রহ. ৭৪০-৮১০ হিজরী) ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তার মাতৃভাষা ছিল ফারসী। ফারসী ভাষাভাষী ছাত্রদের জন্যই তিনি মাতৃভাষায় তা লিখেছিলেন। পরবর্তীতে মোগল সম্রাটদের কারণে ভারতবর্ষে ফারসী ভাষার প্রচলন ঘটলে তা ভারতবর্ষের ছাত্রদেরও পড়ানো হত।

কিন্তু সে যুগ অনেক আগেই তিরোহিত হয়ে গেছে। আমাদের মাতৃভাষা এখন বাংলা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি। মনের ভাব আদান-প্রদান করি। তাই আমাদের মাদরাসাগুলোতে প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবগুলো বাংলা ভাষায় রচিত হওয়া চাই। অথচ নাহবমীর কিতাবটি তেমন নয়। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটি প্রাথমিক কিতাব। ফারসী ভাষায় লিখিত। উর্দু ভাষায় তরজমা করা হয়। আর বাংলা ভাষায় তার ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠ দানের এই অদ্ভুত শৈলীর কারণে ফারসী আর উর্দু ভাষার চড়াই-উৎরাই আর বন্ধুর পথ মাড়িয়ে আরবী ভাষার নাগালে পৌঁছতে পৌঁছতেই কোমলমতি নবীন ছাত্রদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। শিক্ষা জীবনের শুরুতেই আরবী ভাষা সম্পর্কে একটা ভীতি মনের গভীরে এমন বাসা বাঁধে যে, আট দশ বৎসর লেখাপড়ার পরও আরবী ভাষা আর আয়ত্বে আনা সহজ হয় না।

কেউ হয়ত দ্বিমত পোষণ করে প্রতিবাদী কণ্ঠে বলতে পারেন, আমরা তো এ কিতাব পড়েই আলেম হয়েছি। আমরা কি কোন ক্ষেত্রে কম? এর উত্তরে বিনীত কণ্ঠে আরয় করব, হ্যাঁ, কথা ঠিক। তবে সময়ের ব্যবধান, বয়স ও মেধার ব্যবধান, হিম্মত ও মেহনত-মুজাহাদার ব্যবধানও তো বিবেচ্য বিষয়। একথাও ভেবে দেখা দরকার।

যাক, ত্রি-ভাষার এ অদ্ভুত মারপ্যাচের বিষয়টি অনেকের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। অনেককে করেছে বেদনার্ত, চিন্তিত। তাই তারা নাহবমীর কিতাবটির হুবহু বঙ্গানুবাদ করেছেন। প্রকাশকরা তা বাজারজাতও করেছেন। বিভিন্ন মাদরাসায় তা পড়ানোও হচ্ছে। কেউ কেউ আবার তা আরবী করারও চেষ্টা করেছেন। সবার মেহনতকে আমি আন্তরিকভাবে মুবারকবাদ জানাই।

কিন্তু আমি আমার ছাত্র জীবনের এ চিন্তাকে বেঘোর মরতে দেই নি। আলো-বাতাস আর পুষ্টি দিয়ে তাকে জীবিত রেখেছি এবং শিক্ষক জীবনে

তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি লিখে সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। তবে প্রশ্নমালা ও অনুশীলনী তখনো সংযোগ করি নি। তখন এ অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখে নিখুঁত ও নির্ভুল করতে চেষ্টা করেছিলেন মাদরাসা-ই নূরীয়ার প্রাক্তন স্বনামধন্য শিক্ষক হযরত মাওলানা শরাফতুল্লাহ সাহেব (রহঃ)। তিনি আমাকে দেখলেই সহাস্য বদনে স্বাগত জানাতেন। আজও তাঁর মিষ্টি মধুর সেই হাসি বিজড়িত ওষ্ঠাধরের স্মৃতি বার বার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। আমাদেরকেও তাঁর সাথে জান্নাতের সঙ্গী হওয়ার তাওফীক দান করুন।

২০০০ সালের কথা। রমযানের পর মালিবাগ জামিয়ার উস্তাদদের মজলিসে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পর নাহবমীর কিতাবটি বাংলা ভাষায় পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমি তখন আমার পাণ্ডুলিপিটি উপস্থাপিত করলে তা আরো পরিমার্জিত করে প্রশ্নমালা ও ব্যাপক গঠনমূলক অনুশীলনীর মাধ্যমে সুসজ্জিত করার পরামর্শ দেয়া হয় এবং তারপর পাঠ্যসূচীতে তালিকাভুক্ত করা হবে বলে আশ্বাসও দেয়া হয়।

তারপরের দীর্ঘ মেহনত ও মুজাহাদার ফসল পরিমার্জিত এই “সহজে নাহব শিখব, বা النحو الميسر গ্রন্থটি। সহজ-সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও গঠনমূলক অনুশীলনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজন শক্তিকে শাণিত করার চেষ্টা করেছি। সুপ্ত মেধার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছি। আমার আশা ও বিশ্বাস, প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য এ গ্রন্থটি বেশ উপকারী হবে। সহজেই তারা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

ভুলকে কেন্দ্র করেই এ নিখিল বিশ্বে মানব আগমনের সূচনা। তাই আমার এ প্রচেষ্টায়ও ভুল থাকা স্বাভাবিক। ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী মুদ্রণে তা শুদ্ধ করে দেয়ার সকৃতজ্ঞ প্রতিশ্রুতি রইল। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন। ছুয়া আমীন।

নাসীম আরাফাত

শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

ঢাকা-১২১৭

# محتويات الكتاب

الرقم	الدروس	الموضوعات	الصفحات
١	الدرس الأول	فى اللفظ المفرد وأقسامه	٩
٢	الدرس الثانى	فى الجملة الخبرية وأقسامه	١٤
٣	الدرس الثالث	فى المعرب والمبنى	٢١
٤	الدرس الرابع	فى المعرفة والتكرة وأقسام المعرفة	٢٩
٥	الدرس الخامس	فى المفرد والمثنى والجمع وأقسام الجمع	٣٣
٦	الدرس السادس	فى إعراب الإسم	٣٧
٧	الدرس السابع	فى إعراب الفعل المضارع	٤٤
٨	الدرس الثامن	فى عوامل الإعراب	٤٧
٩	الدرس التاسع	فى الحروف العاملة فى الفعل	٥٤
١٠	الدرس العاشر	فى الحروف الجازمة للفعل المضارع	٦١
١١	الدرس الحادى عشر	فى الأفعال العاملة	٦٤
١٢	الدرس الثانى عشر	فى أقسام الفاعل	٧٠
١٣	الدرس الثالث عشر	فى الأفعال الناقصة	٧٦
١٤	الدرس الرابع عشر	فى أفعال الرجاء والمقاربة والشروع	٨٠
١٥	الدرس الخامس عشر	فى أفعال المدح والذم	٨٤
١٦	الدرس السادس عشر	فى فعلى التعجب	٨٨
١٧	الدرس السابع عشر	فى الأسماء العاملة	٩١
١٨	الدرس الثامن عشر	فى العوامل المعنوية	١٠١
١٩	الدرس التاسع عشر	فى التوابع	١٠٤
٢٠	الدرس العشرون	فى المنصرف وغير المنصرف	١١١
٢١	الدرس الحادى والعشرون	فى الحروف الغير العاملة	١١٥
٢٢	الدرس الثانى والعشرون	فى المستثنى	١٣٣
٢٣	مراجع الكتاب		١٢٨



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي  
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا  
قَوْلِي - رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ

عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

## الدرس الأول

### علم النحو

عِلْمُ النَّحْوِ : আরবী ভাষার বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার  
নিয়মাবলী জানাকে علم النحو বলে।

غَرَضُ عِلْمِ النَّحْوِ : নির্ভুল বাক্য গঠন করা।

مَوْضُوعُ عِلْمِ النَّحْوِ : কালিমা ও কালাম।

### اللفظ المفرد وأقسامه

لَفْظٌ : মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে লَفْظٌ বলে। আরবী  
ভাষায় লفظ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: لَفْظٌ مُفْرَدٌ ও لَفْظٌ مُرَكَّبٌ

اللفظ المفرد : একক লفظ একক অর্থ প্রকাশ করলে তাকে  
মফরদ লفظ বলে। كَلِمَةٌ কে لَفْظٌ مُفْرَدٌ।

حَرْفٌ وَفِعْلٌ، اِسْمٌ : যথা: حَرْفٌ وَفِعْلٌ، اِسْمٌ তিন ভাগে বিভক্ত।

### الاسم وعلاماته

الاسم : যে কালিমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং সে অর্থটি কোন  
কাল ধারণ করে না, তাকে اسم বলে।

مَدْرَسَةٌ - كُرَّاسَةٌ - رَجُلٌ - رَاشِدٌ -

## ১১টি আলামত এর اسم : علامات الاسم

১. কালিমার শুরুতে هُوَ و لَمْ هওয়া। যেমন- أَلْقَمُ - أَلِكِتَابُ
২. কালিমার শুরুতে هُوَ حَرْفُ الْجَرِّ هওয়া। যেমন- فِي الْبَيْتِ - إِلَى الْمَدِينَةِ
৩. কালিমার শেষে هُوَ تَنْوِينٌ হওয়া। যেমন- كُرْسِيِّ - زَيْدٌ
৪. هُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ হওয়া। যেমন- ذَهَبَ رَاشِدٌ - هُوَ
৫. هُوَ مُضَافٌ হওয়া। যেমন- وَ لَدَا فَاطِمَةَ يَلْمِيزُ - هُوَ
- ۬. هُوَ مُصَغَّرٌ হওয়া। যেমন- قُرَيْشٌ - كُتَيْبٌ
৭. هُوَ مَنَسُوبٌ হওয়া। যেমন- بَغْدَادِيٌّ - عَرَبِيٌّ
৮. هُوَ مَثْنِيٌّ হওয়া। যেমন- قَلَمَانٍ - رَجُلَانِ
৯. هُوَ مُجْمُوعٌ হওয়া। যেমন- أَقْلَامٌ - رِجَالٌ
১০. هُوَ مَوْصُوفٌ হওয়া। যেমন- مَنظَرٌ خَلَابٌ - رَجُلٌ شَرِيفٌ
১১. কালিমার শেষে هُوَ الْمُتَحَرِّكَةُ হওয়া। যেমন- نَائِمَةٌ - ضَارِبَةٌ

## الفعل وعلاماته

الفعل : যে কালিমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং সে অর্থটি কোন কাল ধারণ করে, তাকে فعل বলে। যেমন- أَكَلَ - يَكْتُبُ - ذَهَبَ

## ৮টি আলামত এর فعل : علامات الفعل

১. কালিমার শুরুতে قَدْ هওয়া। যেমন- قَدْ صَرَبَ
২. কালিমার শুরুতে س هওয়া। যেমন- سَيَذْهَبُ

৩. যদিও দেখতে ফেলেন মثنী ও جمع হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ই মثنী ও جمع হয়। তবে বাহ্যিক হিসাবে فعل কেই মثنী ও جمع বলা হয়। খলাব - চিন্তাকর্ষী, মনোমুগ্ধকর।

৩. কালিমার শুরুতে سَوْفَ হওয়া। যেমন- يَذْهَبُ
৪. কালিমার শুরুতে حَرْفُ الْجَزْمِ হওয়া। যেমন- لَمْ يَذْهَبْ
৫. কালিমার শেষে صَرْبٌ হওয়া। যেমন- صَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ
৬. কালিমার শেষে السَّائِئَةُ হওয়া। যেমন- صَرَبْتُ
৭. اذْهَبْ অর্থাৎ নির্দেশমূলক হওয়া। যেমন- اذْهَبْ
৮. لَا تَذْهَبْ অর্থাৎ নিষেধমূলক হওয়া। যেমন- لَا تَذْهَبْ

### الحرف وعلامته

الحرف : যে কালিমা অন্য শব্দের সংযুক্তি ব্যতীত স্পষ্টভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করে না, তাকে حَرْفٌ বলে। যেমন- إلى - من - و - ثم

### علامة الحرف : হরফের আলামত ১টি

১. اسم ও فعل এর আলামত মুক্ত হওয়া।

### اللفظ المركب وأقسامه

اللفظ المركب : একাধিক كلمة দ্বারা গঠিত লفظ কে لفظ المركب বলে। দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ

مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيدٍ وَ مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ

المركب المفيد : যে مرکب পূর্ণ কথা প্রকাশ করে এবং কোন খবর<sup>১</sup> বা তলব<sup>২</sup> বুঝায়, তাকে مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ বা كَلَامٌ বা جُمْلَةٌ বলে। তবে جُمْلَةٌ নামেই অধিক প্রসিদ্ধ।

১. খবরঃ ঐ পূর্ণাঙ্গ مرکب কে বলে যা দ্বারা বক্তা শ্রোতাকে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে সংঘটিত কোন ঘটনার সংবাদ দেয়।

২. তলবঃ ঐ পূর্ণাঙ্গ مرکب কে বলে যা দ্বারা বক্তা শ্রোতার নিকট কিছু চায়।

## প্রশ্নমালা

১. علم النحو কাকে বলে?
২. علم النحو এর غرض ও موضوع কি বর্ণনা কর।
৩. যে নিয়মাবলীর মাধ্যমে আরবী ভাষার বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার পন্থা জানা যায় তাকে কি বলে?
৪. বাক্য ও বাক্যস্থ শব্দের শেষ অবস্থা জানা কোন ইলমের আলোচ্য বিষয়?
৫. নির্ভুল বাক্য গঠন করা কোন ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য?
৬. لفظ কাকে বলে? لفظ কত প্রকার ও কি কি?
৭. اللفظ المفرد কাকে বলে? اللفظ المفرد এর অপর নাম কি?
৮. اللفظ المفرد কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি?
৯. كلمة কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি?
১০. اسم কাকে বলে? اسم এর আলামত কি কি?
১১. فعل কাকে বলে? فعل এর আলামত কি কি?
১২. حرف কাকে বলে? حرف এর আলামত কি?
১৩. اللفظ المركب কাকে বলে ও তা কত ভাগে বিভক্ত?
১৪. المركب المفيد কাকে বলে? المركب المفيد এর কয়টি নাম এবং কোন নামে তা অধিক প্রসিদ্ধ?

## অনুশীলনী

১. নীচের কালিমাগুলোর মাঝে কোনটি ইসম, কোনটি ফেয়েল ও কোনটি হরফ তা নির্ণয় কর এবং তার আলামত বর্ণনা কর।

خَرَجَ - زُفْرَةٌ - عَلَى - كَتَبَ - لَا تَذْهَبُ - مِرْوَحَتَانِ - بَيْتٌ جَمِيلٌ  
 مِنْ - إِلَى - لَا يَنْصُرُ - مُنْذُ - الْمَمْسُوحَةُ - جَامِعَتَانِ - خَلَا  
 عَنْ - قَدْ اشْتَرَى - حَتَّى - كِتَابٌ مَشْهُورٌ - قُلْنَ - سَوْفَ يَنَامُ  
 رَجُلٌ عَرَبِيٌّ - شَرِبْتُ - أَكْتُبُ - صَائِمَةٌ - خَرَجَتْ  
 لَمْ يَأْكُلْ - عَقْدٌ جَمِيلٌ - لَعِبَ - أَدْرُسُ

২. নীচের ইসম ও ফেয়েলগুলোতে কয়টি করে আলামত পাওয়া গেছে তা বর্ণনা কর।

سَفِينَةٌ جَدِيدَةٌ - لَا تَحْزَنُ - سَوْفَ أَدْرُسُ - أَكَلْتُ - قَدْ كَتَبَ  
 قَدْ يَعْلَمُ اللهُ - شَاكِرَةٌ - حَفِظْتُ - سُرِقَ قَلَمَانِ - النَّافِذَةُ  
 الْمَفْتُوحَةُ - مُعَلِّمُونَ - نِسَاءٌ - مَاتَتْ - أَلْعَبَ - فَاطِمَةٌ  
 غَضِبَ حَامِدٌ - الْقَلَمُ جَدِيدٌ - الْكِتَابُ الْبِرَّاسِيُّ - كَلْبٌ صَغِيرٌ  
 الرَّحْمَةُ نَازِلَةٌ - وَجْهٌ بِأَيْسَمٍ - دَارُ الْمَطَالَعَةِ - هُمْ لَعِبُوا  
 أَنْتُمْ تَذْهَبُونَ إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ

হাস্যোচ্ছল - وَجْهٌ بِأَيْسَمٍ - পাঠ্যপুস্তক - الْكِتَابُ الْبِرَّاسِيُّ - পাগোশ - مَمْسُوحَةٌ  
 চেহারা - دَارُ الْمَطَالَعَةِ - গ্রন্থাগার :

## الدرس الثانی

### الجملة الخبرية وأقسامها

جُمْلَةٌ إِنشَائِيَّةٌ وَ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ : যথা : الجملة

الجملة الخبرية : যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়, তাকে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বলে।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ وَ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ : যথা : جملة خبرية

الجملة الاسمية : যে جملة এর প্রথম অংশ اسم হয়, তাকে جملة اسمية বলে।

رَاشِدٌ تَلْمِيذٌ - أَوْلَادٌ شَرِيفٌ - وَوَلَدٌ رَاشِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ - يَمَن

الجملة الفعلية : যে جملة এর প্রথম অংশ فعل হয়, তাকে جملة فعلية বলে। যেমন ذَهَبَ خَالِدٌ

### النسبة وأقسامها

النسبة : একাধিক কালিমার মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে نِسْبَةٌ বলে।

نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ ۲. نِسْبَةٌ تَامَّةٌ ۱. : দুই প্রকার

النسبة التامة : এর মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে نِسْبَةٌ تَامَّةٌ বা اِسْنَادٌ বলা হয়।

النسبة الناقصة : এর মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ বলে।

المسند : যে কথা বলে হুকুম লাগানো হয়, তাকে مُسْنَدٌ বলে।

مُسْنَدٌ إِلَيْهِ : যার সম্পর্কে হুকুম লাগানো হয়, তাকে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ বলে। যেমন: رَاشِدٌ نَائِمٌ وَ نَامَ رَاشِدٌ

এখানে প্রথম জুমলায় نَامَ ফেয়েলটি মুসনাদ আর رَاشِدٌ ইসিমটি মুসনাদূন ইলাইহি। আর দ্বিতীয় জুমলায় رَاشِدٌ ইসিমটি মুসনাদূন ইলাইহি আর نَائِمٌ ইসিমটি মুসনাদ। সুতরাং বুঝা গেল যে, সর্বত্র فِعْلٌ وَ خَبْرٌ ও مُسْنَدٌ মুসনাদ হয় আর مُبْتَدَأٌ وَ فَاعِلٌ মুসনাদ ইলাইহি হয়।

আরো বুঝা গেল যে, ইসম مسند إليه ও مسند উভয়টি হতে পারে। আর فعل শুধু مسند হতে পারে। আর مسند إليه হতে পারে না। আর হরফ مسند إليه ও مسند কিছুই হতে পারে না।

## الجملة الإنشائية وأقسامها

الجملة الإنشائية : যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় না, তাকে جملة انشائية বলে।

### الجملة الإنشائية ১০ প্রকার

১. اضْرِبْ (আদেশ মূলক বাক্য) যেমন- الأَمْرُ
২. لَأَتَضَرَّبَ (নিষেধমূলক বাক্য) যেমন- النَّهْيُ
৩. هَلْ ضَرَبْتَ زَيْدًا (প্রশ্নবোধক বাক্য) যেমন- الأِسْتِيفَاءُ
৪. لَيْتَ زَيْدًا عَالِمٌ (আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক বাক্য) যেমন- التَّمَنَّى
৫. لَعَلَّ عَمْرًا غَائِبٌ (সম্ভাবনা প্রকাশক বাক্য) যেমন- التَّرَجَّى
৬. بَعَثْتُ - اشْتَرَيْتُ (সন্ধি বা চুক্তিমূলক বাক্য) যেমন- العُقُودُ



৯. يَا رَاشِدُ (আহবানমূলক বাক্য) যেমন-

৮. أَلَا تَسَافِرُ مَعَنَا (আবেদনমূলক বাক্য) যেমন-

৯. وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ مَعَكَ (শপথ মূলক বাক্য) যেমন :

১০. أَلَتَعَجَّبُ (বিস্ময় প্রকাশক বাক্য)

أَحْسِنَ بِكَلَامِهِ - مَا أَحْسَنَ كَلَامَهُ - যেমন-

## مُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ وَ أَقْسَامُهُ

مُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ : যে মরক্ব পূর্ণ কথা প্রকাশ করে না

তাকে মُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ বলে।

مُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ ছয় প্রকার।

الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ، الْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ، مُرَكَّبٌ مَنَعَ الصَّرْفِ  
الْمُرَكَّبُ التَّوَصِّيفِيُّ، الْمُرَكَّبُ الصَّرْتِيُّ، الْمُرَكَّبُ الْإِسْنَادِيُّ

الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ : মূসফ ও মূসফ ইলহে ও মূসফ মিলে যে মরক্ব হয়,

তাকে الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ বলে। যেমন- قَلَمٌ رَاشِدٌ - حَدِيثَةُ الْمُدْرَسَةِ -

الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ এর প্রথম অংশকে مُضَافٌ এবং দ্বিতীয় অংশকে  
إِلَيْهِ বলে। مُضَافٌ إِيَّاهُ সর্বদা মূসফ হয়।

الْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ : তিন অর্থ প্রকাশক দু'টি ইসমকে একাকার করে

একটি ইসম বানানোর পর দ্বিতীয় ইসমটি কোন হরফ এর অর্থ ধারণ

করলে, তাকে الْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ বলে। الْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ এর উভয় ইসমটি

فتحة এর উপর মূসফ হয়। যেমন-

أَحَدٌ عَشَرَ - سَبْعٌ عَشَرَ - لَيْلٌ نَهَارٌ - صَبَاحٌ مَسَاءٌ

صَبَاحٌ وَ - لَيْلٌ وَنَهَارٌ - سَبْعٌ وَ عَشْرٌ - أَحَدٌ وَ عَشْرٌ এ ইসমগুলো  
 ছিল। কিন্তু বর্তমানে أَحَدٌ দ্বারা এগারো এবং عَشْرٌ দ্বারা  
 সতের আর لَيْلٌ وَنَهَارٌ দ্বারা দিন-রাত মোট চব্বিশ ঘন্টা এবং  
 صَبَاحٌ مَسَاءً দ্বারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট বার ঘন্টা বুঝায়।

مُرْكَبٌ مِّنْعِ الصَّرْفِ : ভিন্ন অর্থ প্রকাশক দু'টি ইসমকে একাকার  
 করে একটি ইসম বানানোর পর দ্বিতীয় ইসমটি কোন হরফের অর্থ ধারন না  
 করলে, তাকে مِرْكَبٌ مِّنْعِ الصَّرْفِ বলে। যেমন: بَعْلَبِكُ - حَضْرٌ مِّنْ  
 ইসম দুইটি بَعْلٌ وَ مِّنْ ছিল। এ ধরনের মِرْكَبٌ কে  
 مِرْكَبٌ اِمْتِزَاجِيٌّ বা مِرْكَبٌ مَزْجِيٌّ বলে।

مُرْكَبٌ التَّوْصِيفِي : صِفَةٌ ও مَوْصُوفٌ মিলে যে মِرْكَبٌ হয়,  
 তাকে مِرْكَبٌ التَّوْصِيفِي বলে। যেমন: قَرِيْبَةٌ صَغِيْرَةٌ - حَدِيْقَةٌ جَمِيْلَةٌ

مُرْكَبٌ الصَّوْتِي : জীবজন্তু বা জড় পদার্থের দু'টি শব্দের  
 সমষ্টিগত আওয়াজ যাকে মানুষ অনুকরণ করে উচ্চারণ করে, তাকে  
 مِرْكَبٌ الصَّوْتِي বলে। যেমন: غَاقٍ غَاقٍ - কাকের ডাক  
 অনুকরণের আওয়াজ। طَاقٍ طَاقٍ - দুই পাথরের পারস্পরিক আঘাতের শব্দ  
 অনুকরণের আওয়াজ।

مُرْكَبٌ اِلْسَانِي : যদি جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বা جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ কে নাম  
 হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে مِرْكَبٌ اِلْسَانِي বলে।

جَاءَ "اَلْخَيْرُ نَازِلٌ" - যেমন جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

فَتَحَ اللّٰهُ "رَجُلٌ نَشِيْطٌ" - যেমন جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

## প্রশ্নমালা

১. الجملة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?
২. الجملة الخبرية কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?
৩. الجملة الفعلية ও الجملة الاسمية সংজ্ঞা বর্ণনা কর। প্রত্যেক প্রকারের দু'টি করে উদাহরণ দাও।
৪. النسبة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
৫. الإسناد এর অপর নাম কি?
৬. المسند إليه ও المسند কাকে বলে? মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।
৭. الجملة الإنشائية কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?
১০. مُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ এর পরিচয় বর্ণনা কর এবং তার প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।
১১. المركب البنائي ও المركب المنع الصرف এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর এবং মিছাল দিয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।

### অনুশীলনী

১. নীচের مرکب গুলোর মাঝে কোনগুলো مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ আর কোনগুলো مُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ তা চিহ্নিত কর।

ذَلِكَ بَيْتٌ - أَنَا تَلْمِيزٌ - إِلَى الْقَرْيَةِ - كِتَابٌ مَفْتُوحٌ - الْوَلَدُ شَرِيفٌ - وَلَدٌ خَالِدٍ - أَكَلْتُ فَاطِمَةَ - بَعْتُ - غُرْفَةٌ رَاشِدٍ وَاسِعَةٌ - الْكَعْبَةُ بَيْتُ اللَّهِ - هَذِهِ كِرَاسَةٌ صَغِيرَةٌ - سَاعَةُ الْجِدَارِ

২. নীচের جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ الْخَبَرِيَّةٌ গুলোর মাঝে কোনগুলো আর কোনগুলো جُمْلَةٌ اِفْعَالِيَّةٌ الْخَبَرِيَّةٌ তা বর্ণনা কর।

رَاشِدٌ تَلْمِيزٌ مُتَوَاضِعٌ - هُوَ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَا يَلْعَبُ فِيهَا - شَرِبْتُ عَائِشَةَ مَاءً بَارِدًا - الْقُرْآنُ كِتَابُ اللَّهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - هُوَ وَلَدٌ غَيْبِيٌّ - يَسْقُطُ فِي الْإِمْتِحَانِ دَائِمًا - أَضَلُّقُ دَائِمًا وَلَا أَكْذِبُ - طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَانْتَشَرَ ضَوْؤُهَا - الْمُسْلِمُ يَعْبُدُ اللَّهَ وَالْكَافِرُ يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللَّهِ

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোনটা কোন প্রকার الجملة الإنشائية তা বর্ণনা কর।

يَا خَالِدُ! لَا تَنْتَقِمْ مِنْ أَحَدٍ - اِرْحَمِ الصَّغِيرَ وَلَا تَضْرِبْهُ - هَلْ ذَهَبَ رَاشِدٌ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ - لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ - نَكَحْتُ - أَلَا تَلْعَبُ فِي الْمَلْعَبِ - لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُكَ - بَعْتُ هَذَا الْفَرَسَ - وَاللَّهِ! لَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ - مَا أَحْسَنَ كَلَامَ الْخَطِيبِ - أَجْمَلُ بِزَهْرَةَ الْحَدِيقَةِ - طَلَّقْتُ - بِمَلَاذَا تَكْتَبُ أَيُّهَا التِّلْمِيزُ!

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর বাক্যগুলোতে কোন কোন প্রকার **مُرْكَبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ** আছে তা চিহ্নিত কর।

عَاشَ الْإِمَامُ سَيِّبُوهُ فِي الْبَصْرَةِ - ضَرَبْتُ الْبَقْرَةَ فَصَلَحَتْ مَا... مَا ...  
 بِنْتُ فَاطِمَةَ تَلْمِيذَةٌ ذَكِيَّةٌ - "رِجَالٌ حَوْلَ الرَّسُولِ" كِتَابٌ  
 جَمِيلٌ جِدًّا - هِيَ تَقْرَأُ وَتَكْتُبُ صَبَاحًا وَمَسَاءً - جَاءَ قِطُّ صَغِيرٌ  
 وَقَالَ مَيْو... مَيْو... - أَنَا أَسَافِرُ مِنْ حَضْرَمَوْتِ إِلَى بَعْلَبَكِّ - اِشْتَرَى  
 هَذَا التِّلْمِيذُ مِنَ الدُّكَّانِ أَحَدَ عَشَرَ كِتَابًا - اِرْتَفَعَ صَوْتُ الطَّبَلَةِ  
 بَم... بَم... - فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ تِسْعَةُ عَشَرَ مَسْجِدًا - كَانَ الْأَمْبْرَاطُورُ  
 شَيْرَاشَ يُحِبُّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ - تَنْزِلُ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي شَهْرِ  
 رَمَضَانَ لَيْلَ نَهَارٍ - نِيُورُوكُ مَدِينَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي أَمْرِيكََا - كَانَ  
 الْإِمَامُ نِفْطُوْبِهِ نَحْوِيًّا مَشْهُورًا - وَكَانَ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ سَيِّبُوْبِهِ  
 سَمِعَ الْوَلَدَ الصَّغِيرُ صَوْتَ كَلْبٍ هُو... هُو... فَخَافَ وَبَكَى  
 نِيُودْهَلِي عَاصِمَةَ الْهِنْدِ - "شَابَ قَرْنَاهَا" امْرَأَةٌ شَرِيْفَةٌ

মরকব মনং সর্ব শব্দগুলো, وَوَيْهِ ও سَيْبٌ অংশ দুটি শব্দটির সইবো  
 মরকব মনং নয়। حَضْرَمَوْتُ শব্দটিকে বর্তমানে আরবরা সহজে উচ্চারণের  
 জন্য حَضْرَمَوْتُ পাড়ে ও লিখে। এখানেই হযরত সালেহ (আঃ) এর মৃত্যু উপস্থিত  
 হয়েছিল। امْبْرَاطُور - সম্রাট। نَحْوِيٌّ - নাহব বিশারদ।

## الدرس الثالث

### المعرب والمبني

শব্দের শেষ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত কালিমা দুই প্রকার। যথা: مَبْنِيٌّ ও مُعْرَبٌ

المعرب : عامل এর পরিবর্তনে যে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয়, তাকে مُعْرَبٌ বলে। যেমন- مَرَزْتُ بِزَيْدٍ - رَأَيْتُ زَيْدًا - جَاءَ زَيْدٌ - এখানে عامل অর্থাৎ جَاءَ - رَأَيْتُ - مَرَزْتُ এর পরিবর্তনের কারণে زيد শব্দটির শেষে পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং زَيْدٌ শব্দটি مُعْرَبٌ। আর إعرابٌ হল كَسْرَةٌ - فَتْحَةٌ - ضَمَّةٌ। আর عاملٌ হল بَ ও رَأَيْتُ - جَاءَ এবং زيد শব্দের শেষ হরফ دال হল مَحَلُّ الإِعْرَابِ অর্থাৎ এরাব দেয়ার স্থান।

المبني : عامل এর পরিবর্তনে যে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয় না, তাকে مَبْنِيٌّ বলে। যেমন- مَرَزْتُ بِهَوْلَاءٍ - رَأَيْتُ هَوْلَاءٍ - جَاءَ هَوْلَاءٍ - এখানে عاملٌ অর্থাৎ جَاءَ - رَأَيْتُ - مَرَزْتُ এর পরিবর্তন সত্ত্বেও هولا, শব্দটিতে কোন পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং هولا শব্দটি مَبْنِيٌّ হয়েছে।

### أقسام المعرب

আরবী ভাষায় معرب দুই প্রকার। যথা:

১. مضارع نون মুক্ত এর أَنْجَمَ الْمُؤَنَّثُ এবং نَوْنُ التَّأَكِيدِ যুক্ত এর বারটি ছিগা।

২. اسمٌ مُتَمَكِّنٌ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

الإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ : যে ইসম الْمَبْنِيُّ الْأَصْلِيُّ এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না, তাকে إِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ বলে। আরবী ভাষায় এই দুই প্রকার معرب ছাড়া আর কোন معرب নেই। বাকী সব مبنی।

## أقسام المبنى

مبنى তিন প্রকার। যথাঃ

المَبْنِيُّ الْأَصْلِيُّ، المَبْنِيُّ الْعَارِضِيُّ، المَبْنِيُّ الْمُشَابِهُ بِأَصْلِ المَبْنِيِّ

مبنى তিন প্রকার। যথাঃ

الأَمْرُ الحَاضِرُ المَعْرُوفُ، الفِعْلُ المَاضِي، جَمِيعُ الحُرُوفِ

مبنى العارضى তিন প্রকার। যথাঃ

১. إِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ যখন বাক্যে ব্যবহৃত না হয়।

২. جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ এর নূন এবং তাকীদের

নূন যুক্ত হয়।

৩. مَعْرِفَةٌ ও مُفْرَدٌ যখন منادى হয়।

## أقسام الإِسْمِ الغَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ

যে ইসম الْمَبْنِيُّ الْأَصْلِيُّ এর সাথে সাদৃশ্য রাখে, তাকে المَبْنِيُّ الْمُشَابِهُ বলে। إِسْمٌ غَيْرٌ مُتَمَكِّنٌ কে المَبْنِيُّ الْمُشَابِهُ বলা হয়।

اسم غير متمكن আট প্রকার। যথাঃ

المُضْمَرَاتُ، أَسْمَاءُ الإِشَارَاتِ، الأَسْمَاءُ المَوْصُولَاتُ

أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ، أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ، أَسْمَاءُ الأَصْوَاتِ

أَسْمَاءُ الكِنَايَاتِ، المَرْكَبَاتُ البِنَائِيَّةُ

الْمُضْمَرَاتُ : নামের পরিবর্তে যে اسم কে ব্যবহার করা হয়,

তাকে ضمير বলে। ضمير পাঁচ প্রকার। যথা:

ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ , ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ  
ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ . ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ  
ضَمِيرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ

১. ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ : যে যমীর রافع عامل এর সাথে মিলিত

হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير مرفوع متصل বলে।

ضمير مرفوع متصل এর ১৪টি ছিগা। যথা-

ضربت - ضربنا - ضربت - ضربتما - ضربتم - ضربت  
ضربتما - ضربتن - ضرب - ضربا - ضربوا - ضربت  
ضربنا - ضربت

২. ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ : যে যমীর রافع عامل থেকে পৃথক

হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير مرفوع منفصل বলে।

ضمير مرفوع منفصل এর ১৪টি ছিগা। যথা-

أنا - نحن - أنت - أنتما - أنتم - أنت - أنتما - أنتن  
هو - هما - هم - هي - هما - هن

৩. ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ : যে যমীর ناصب عامل এর সাথে

মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير منصوب متصل বলে।

ضمير منصوب متصل এর ১৪টি ছিগা। যথা-

ضربنى - ضربنا - ضربك - ضربكما - ضربكم - ضربك  
ضربكما - ضربكن - ضربه - ضربهما - ضربهم - ضربها  
ضربهما - ضربهن



8. ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ : যে যমীর নاصব থেকে পৃথক হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير منصوب منفصل বলে।

ضمير منصوب منفصل এর ১৪টি ছিগা। যথা-

إِبْرَأَى - إِبْرَأَنَا - إِبْرَأَكَ - إِبْرَأَكُمَا - إِبْرَأَكِ - إِبْرَأَكُمَا  
إِبْرَأَكُنَّ - إِبْرَأَهُ - إِبْرَأَهُمَا - إِبْرَأَهُمَا - إِبْرَأَهُنَّ

৫. ضَمِيرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ : যে যমীর জার অর্থাৎ মضاف বা ضمير مجرور متصل এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضمير مجرور متصل বলে।

ضمير مجرور متصل এর ১৪টি ছিগা। যথা-

لِي - لَنَا - لَكَ - لَكُمْ - لِكُمْ - لَكُمْ - لَكُمْ - لَكُمْ  
لَهُ - لَهُمَا - لَهُمْ - لَهَا - لَهُمَا - لَهُنَّ

أَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ : যে ইসম দ্বারা কোন কিছুর দিকে ইঙ্গিত বা ইশারা করা হয়, তাকে اسم الإشارة বলে। اسم الإشارة তেরটি। যথা-

ذَٰلِكَ + ذَٰلِكَ + ذَٰلِكَ - تَٰذَا - تَٰذَا - تَٰذَا - تَٰذَا - تَٰذَا - تَٰذَا - تَٰذَا - تَٰذَا  
تَٰئِذِ - تَٰئِذِ - تَٰئِذِ - تَٰئِذِ - تَٰئِذِ - تَٰئِذِ - تَٰئِذِ - تَٰئِذِ

الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَاتُ : যে ইসম صِلَةٌ ও عَائِدٌ ছাড়া বাক্যের পরিপূর্ণ অংশ হতে পারে না, তাকে الإسم الموصول বলে। الإسم الموصول এরপর ব্যবহৃত جُمْلَةٌ خَيْرِيَّةٌ কে صلة বলা হয়। আর صلة এর মাঝে বিদ্যমান ضمير যা الأسْم الموصول এর দিকে ফিরে, তাকে عَائِدٌ বলা হয়। যেমন-

أَبُوهُ صَلَةٌ آَار صَلَةٌ اَنَشْطُوْكَ أَبُوهُ عَالِمٌ ا وَ جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي أَبُوهُ عَالِمٌ

ও صَلَةٌ آَار إِسْمَٹِي الَّذِي آَائِءُ ءَمِيَرِٹِي "ه" বিদমান

হতে পারবে না । صَفَةٌ অর্থাৎ অংশ পরিপূর্ণ বাক্যের পূর্ববর্তী

পনেরটি । يَاسْمُ الْمَوْصُولُ যথা-

الَّذِي - الَّذَانِ - الَّذِينَ - الَّذِينَ - الَّتِي - الَّتَانِ - اللَّتَيْنِ -  
الَّتَيْنِ - اللَّوَاتِي - مَا - مَنْ - أَيُّ - آَيْةٌ - الْأَلْفُ وَاللَّامُ بِمَعْنَى  
الَّذِي - ذُو بِمَعْنَى الَّذِي

أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ : যে ইসম ফেল না হয়েও ফেল এর অর্থ দান করে,

তাকে إِسْمُ الْفِعْلِ বলে । اسم الفعل দুই প্রকার ।

১. اسم الفعل الدانকারী الامر الحاضر - যেমন-

اَسُو - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ

اَسُو - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ

২. اسم الفعل الدانকারী الفعل الماضي - যেমন-

اَسُو - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ

اَسُو - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ

أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ : যে ইসম অর্থপূর্ণ নয়, তবে তা দ্বারা বিভিন্ন ভাব

প্রকাশ করা হয়, তাকে إِسْمُ الصَّوْتِ বলে । যেমন-

اَسُو - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ - آَيْهَلٌ

আক্ষেপের বা বেদনার ভাব প্রকাশক আওয়াজ । آَيْهَلٌ - আনন্দ ও স্কৃতির ভাব

প্রকাশক আওয়াজ। نَحَّ - উট বসানোর ভাব প্রকাশক আওয়াজ। نَحَّاقٌ -

কাকের কণ্ঠস্বরের অনুকরণের ভাব প্রকাশক আওয়াজ।

اسْمُ الظَّرْفِ : যে اسم স্থান বা কাল বুঝায়, তাকে اسْمُ الظَّرْفِ

বলে।

ظرف المكان ও ظرف الزمان দুই প্রকার। যথা:

ظرف الزمان : যে ইসম কাল বুঝায়, তাকে ظرف الزمان বলে।

যেমন-

إِذْ - إِذَا - مَتَى - كَيْفَ - أَيَّانَ - أَمْسٍ - مَدٌ - مُنْذُ  
قَطٌّ - عَوْضٌ - قَبْلٌ - بَعْدُ

إِذْ مُضَافٌ إِلَيْهِ হবে এবং مُضَافٌ হবে যখন তা مَبْنِيٌّ وَ قَبْلٌ  
مَخْذُوفٌ مِنْهُ হবে। যেমন-

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ - جَاءَ زَيْدٌ قَبْلُ (أَيُّ قَبْلُ رَاشِدٌ مَثَلًا)

ظرف المكان : যে ইসম স্থান বুঝায়, তাকে ظرف المكان বলে।

যেমন- فَوْقٌ - تَحْتٌ - حَيْثُ - قُدَّامٌ

فَوْقٌ এই শব্দ তিনটি মাবনী হবে যখন مُضَافٌ হবে  
এবং مَخْذُوفٌ مِنْهُ হবে। যেমন-

رَاشِدٌ فَوْقُ (أَيُّ فَوْقُ السَّقْفِ مَثَلًا) - رَاشِدٌ تَحْتُ (أَيُّ تَحْتُ الرُّوحَةِ مَثَلًا)

اسْمُ الْكِنَايَاتِ : ইঙ্গিত মূলক শব্দকে اسْمُ الْكِنَايَاتِ বলে।

اسْمُ الْكِنَايَةِ দুই প্রকার-

১. সংখ্যার ইঙ্গিতের জন্য। যেমন-

اِشْتَرَيْتُ كَذَا كَذَا سَمَكًا - كَمْ كَمْ صَرَنْتُ

২. কথার ইঙ্গিতের জন্য। যেমন-

قَالَ رَاشِدٌ كَيْتَ كَيْتَ - قَالَتْ فَاطِمَةُ ذَيْتَ ذَيْتَ

যেমন- الْمُرَكَّبَاتُ الْبِنَائِيَّةُ

تِسْعَ عَشَرَ - أَحَدَ عَشَرَ - لَيْلَ تَهَارَ - صَبَاحَ مَسَاءَ

## প্রশ্নমালা

১. معرب ও مبنی এর পরিচয় উদাহরণসহ বুঝিয়ে বর্ণনা কর।
২. المبنى العارضى এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।
৩. المبنى المشابه কাকে বলে? তার অপর নাম কি এবং উহা কত প্রকার? প্রকারগুলোর নাম বর্ণনা কর।
৪. ضمير مرفوع متصل কাকে বলে? এর কয়টি ছিগা? ছিগাগুলো বর্ণনা কর।
৫. ضمير منصوب منفصل কাকে বলে? এর কয়টি ছিগা? ছিগাগুলো বর্ণনা কর।
৬. পাঁচ প্রকার যমীরে মোট কতটি ছিগা হয়? সবগুলো ছিগা বর্ণনা কর।
৬. اسم الفعل কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ দাও।
৭. اسم الصوت কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৮. قبل - بعد - فوق - تحت কি কি? কত প্রকার ও اسماء الظروف এই নাম গুলো কখন মبنی হবে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৯. اسم الكناية কাকে বলে। উহা কত প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং উপরে দাগ দেয়া কোন ইসমগুলো معرب

এবং কোন ইসমগুলো مبنى এবং কেন তা বর্ণনা কর।

جَاءَ جَدَّنَا وَجَلَسَ عَلَى الْكُرْسِيِّ - نَحْنُ سَلَّمْنَا عَلَى جَدِّنَا  
وَجَلَسْنَا أَمَامَهُ - نَحْنُ نَحْتَرِمُ جَدَّنَا - هُوَ إِعْلَمَاءُ - أَنَا دَعَوْتُ  
هُوَ إِلى بَيْتِي - وَأَعَدَدْتُ لَهُوَ إِطْعَامًا

২. নীচের বাক্যগুলো পড়, অর্থ বল এবং উপরে দাগ দেয়া কোন فعل গুলো

مُعْرَبٌ এবং কোন فعل গুলো مَبْنِيٌّ এবং কেন তা বর্ণনা কর।

أَنَا أَنْصُرُ الصَّالِحَ دَائِمًا - وَلَمْ أَنْصُرِ الْفَاسِقَ قَطُّ - وَلَنْ أَنْصُرَ  
الْفَاسِقَ أَبَدًا - لِأَنْصُرَنَّ الصَّالِحَ دَائِمًا - أَيَّتْهَا الْمُسْلِمَاتُ! لِمَ  
لَا تَسْمَعْنَ كَلَامَ الرَّسُولِ وَلَا تَقْعُدْنَ فِي الْبُيُوتِ - أَرْجُو أَنْ تَسْمَعْنَ  
كَلَامَ الرَّسُولِ - إِنْ تَسْمَعْنَ كَلَامَ الرَّسُولِ لَتَسْعَدْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

৩. নীচের বাক্যগুলো পড়, এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া শব্দ গুলো

কোন প্রকারের مبنى তা বর্ণনা কর।

خَرَجَ رَاشِدٌ مِنَ الْبَيْتِ وَذَهَبَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ - هُوَ ذَهَبَ إِلَيْهَا  
لِلْقِرَاءَةِ - يَا فَاطِمَةُ! أَيْنَ صَدِيقَاتِكَ؟ هَلْ تَذْهَبِينَ الْيَوْمَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ  
قُلْتُ لِهَذَا الْوَلَدِ: وَاللَّهِ دُونَكَ كِتَابَ اللَّهِ فَاقْرَأْهُ - وَعَلَيْكَ بِالْعَمَلِ  
فِي حُكْمِ اللَّهِ - فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْعَمَلِ وَغَيْرِ الْعَمَلِ - قَالَ الْمُؤَدِّنُ:  
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - هُوَ إِعْلَمَاءُ يَلْعَبُونَ صَبَاحَ مَسَاءً  
وَنَحْنُ نَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ - نَزَلَ الْمَطْرُ بَعْدَ - فَقَالَ أَبِي بَعْ بَعْ! هَذِهِ  
نِعْمَةٌ لِلَّهِ تَنْزِلُ عَلَيْنَا - أَلنِّسَاءُ اللَّاتِي فِي الْبُيُوتِ صَالِحَاتٌ.

## الدرس الرابع

### المعرفة والنكرة وأقسام المعرفة

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে اسم দুই প্রকার। যথা: معرفة ও نكرة

المَعْرِفَةُ وَأَقْسَامُهَا : যে ইসম নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে

معرفة বলে। যথা- معرفة সাত প্রকার।

1. أَنَا تَلْمِيزٌ - هُوَ يَخَافُ اللَّهَ - أَنْتَ مُؤَدَّبٌ : যেমন: الضَّمَانِ

2. رَاشِدٌ تَلْمِيزٌ - فَاطِمَةُ بِنْتُ مُؤَدَّبَةٍ : যেমন: الأَعْلَامُ

3. ذَلِكَ بَيْتٌ وَاسِعٌ - تِلْكَ شَجَرَةٌ - : যেমন: الأَشَارَاتِ  
هَذِهِ مَدِينَةٌ نَظِيفَةٌ

4. أَحِبُّ الَّذِي يُحِبُّنِي - أَنْصُرُ مَنْ نَصَرَكَ : যেমন: الأَسْمَاءُ النُّصُولَاتُ

5. أَقْرَأُ الْكِتَابَ، لَعِبْتُ بِالْكُرَّةِ : যেমন: المَعْرِفُ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ

6. : যেমন: المَعْرِفُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْخُمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ

كِتَابُ خَالِدٍ جَمِيلٌ - أَيْنَ سَيَّارَتِكَ

7. يَا خَالِدُ - يَا عَائِشَةَ : যেমন: المَعْرِفُ بِالنِّدَاءِ

النُّكْرَةُ : যে ইসম অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে

اشْتَرَيْتُ قَلَمًا - سَرَقَ سَارِقٌ ثَوْبًا - ذَهَبَ تَلْمِيزٌ إِلَى السُّوقِ : যেমন:

### المذكر والمؤنث وأقسام المؤنث

المُذَكَّرُ : যে ইসমে مؤন্থ এর কোন আলামত নেই, তাকে

مذكر বলে।

الْمُوْنُثُ : যে ইসমে মুন্ঠ এর কোন আলামত আছে, তাকে  
مُوْنُثُ বলে।

মুন্ঠ এর আলামত তিনটি।

১. امْرَأَةٌ - سَيَّارَةٌ - فَاطِمَةٌ - যেমন (গোল তা) ة

الدُّنْيَا فَانِيَةٌ - لَيْلَى طِفْلَةٌ صَغِيرَةٌ - যেমন اَلِفٌ مَّقْصُورَةٌ

هَذِهِ وَرْدَةٌ حُمْرَاءُ - اَلْسَّمَاءُ زُرْقَاءُ - যেমন اَلِفٌ مَمْدُودَةٌ

الْمُوْنُثُ السَّمَاعِيُّ : যে اسم এর শেষে মুন্ঠ এর কোন  
আলামত নেই অথচ আরবরা مُوْنُثُ রূপে ব্যবহার করে, তাকে  
المُوْنُثُ السَّمَاعِيُّ বলে। যেমন-

طَلَعَتِ الشَّمْسُ - اَلْأَرْضُ وَاِسِعَةٌ - هَذِهِ عَيْنٌ جَارِيَةٌ

## أقسام المُوْنُثُ

مُوْنُثُ দুই প্রকার। যথাঃ

مُوْنُثٌ لَفْظِيٌّ ও مُوْنُثٌ حَقِيقِيٌّ

প্রাণীবাচক মুন্ঠ কে মুন্ঠ حَقِيقِيٌّ বলে। যেমন-

عَائِشَةُ امْرَأَةٌ شَرِيفَةٌ - أَكَلْتُ لَحْمَ الدَّجَاجَةِ

অপ্রাণীবাচক মুন্ঠ কে মুন্ঠ لَفْظِيٌّ বলে। যেমন-

ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ - خَرَجْتُ فَاطِمَةٌ مِنَ الْحُجْرَةِ

## প্রশ্নমালা

১. নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে اسم কত প্রকার ও কি কি?
২. معرفة কাকে বলে? معرفة কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৩. نكرة কাকে বলে। উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৪. مذكر ও مؤنث এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর এবং مؤنث এর আলামত কয়টি ও কি কি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫. المؤنث السماعی কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোন শব্দটি معرفة ও কোন শব্দটি نكرة তা নির্ণয় কর।

مَاتَ رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ - أَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ وَدَعَوْتُ لَهُ - إِشْتَرَى  
 خَالِدٌ لَوْلَدِهِ قَلْبًا وَكُرَاسَةً - حَفِظْتُ الْيَوْمَ صَفْحَةً مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  
 - أَنْتَ مُعَلِّمٌ وَأَنَا تَلْمِيزٌ - سَقَطْتُ فَاكِهَةً مِنَ الشَّجَرَةِ - غَرَبَتِ  
 الشَّمْسُ وَظَهَرَ الْقَمَرُ - يَوْمٌ فِي عَمَلٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمٍ فِي لَعِبٍ - أَمَامَ  
 الْمَدْرَسَةِ مَسْجِدٌ كَبِيرٌ - أَنْتَ وَلَدٌ نَجِيبٌ - تِلْكَ مَدْرَسَةٌ أَهْلِيَّةٌ

‘ - سبْحَانُ - نَجِيبٌ ج نَجَبًا’  
 একটি কওমী মাদরাসা। مَدْرَسَةٌ أَهْلِيَّةٌ



২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া শব্দগুলো কোন প্রকারের معرفة তা বর্ণনা কর।

مَحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم) رَسُولُ اللَّهِ - أَنْتَ صَدِيقِي وَأَنَا  
 صَدِيقُكَ - هَلْ سَافَرْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ - لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ  
 أَعْمَالُكُمْ - مَاتَ الشَّابُّ الَّذِي جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ذَاكَ عَاصِمَةٌ  
 بَنُغْلَادِيش - هَذَا مَسْجِدُ الْعَاصِمَةِ - يَا رَفِيقُ! الْعَبُّ بَعْدَ الْعَضْرِ  
 وَلَا تَلْعَبُ بَعْدَ الظَّهْرِ - يَا تَلْمِيزًا! اقْرَأْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ কর অতঃপর কোন اسم টি মذكر ও কোন اسم টি مؤن্থ তা নির্ণয় কর। মুন্ঠ হলে তাতে কি আলামত বিদ্যমান তা বল।

سَلْمَانُ تَلْمِيزٌ ذَكِيٌّ - فِي يَدِهِ حَقِيبَةٌ جَدِيدَةٌ - فِي الْحَقِيبَةِ  
 كِتَابٌ وَقَلَمٌ وَكُرْسَى - تَفَتَّحَتْ وَرْدَةٌ حَمْرَاءُ فِي حَدِيقَةِ عَائِشَةَ -  
 أَنْظَرِي إِلَى الصَّخْرَاءِ الْمُتْرَامِيَّةِ وَأَنْظُرِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّزْقَاءِ وَفِكْرِي مَنْ  
 خَلَقَ هَذَا الْكُونُ؟ إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ - قَرَأَ هَذَا الْوَلَدُ مِنْ هَذَا  
 الْكِتَابِ قِصَّةَ الْهَجْرَةِ - وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ - أَنَا أُحِبُّ  
 صُحْبَةَ الصَّالِحِينَ - كَتَبَ عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ - اللَّهُمَّ إِنِّي  
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَعَذَابِهَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا

৪. উল্লেখিত বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত মুন্ঠ গুলোর মাঝে কোনটি حقیقی কোনটি لفظی কোনটি سَمَاعِي তা নির্ণয় কর।

دِغَسْتُ بِنِسْتُ - الْمُتْرَامِيَّةُ - وَرْدَةٌ حَمْرَاءُ - একটি লাল গোলাপ ফুল।  
 الْكُونُ - নিখিল বিশ্ব।

## الدرس الخامس

### المفرد والمثنى والجمع وأقسام الجمع

الْجَمْعُ وَ الْمَثْنَى، الْمَفْرَدُ : যথা। যথার্থ্যে তিন প্রকার।

المفرد : যে اسم একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বুঝায়, তাকে مُفْرَدٌ বলে। যেমন- عِنْدِي قَلَمٌ - جَاءَ تَلْمِيذٌ - يَمَن

المثنى : যে اسم দু'জন ব্যক্তি বা দু'টি বস্তুকে বুঝায়, তাকে مُثْنَى বলে। যেমন-

ذَهَبَ الْوَالِدَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ - قَرَأْتُ قِصَّتَيْنِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ

الجمع : যে اسم দু'য়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে جَمْعٌ বলে। যেমন- ذَهَبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْجِهَادِ - مَاتَ الْأَشْجَارُ

### أقسام الجمع باعتبار اللفظ

جَمْعُ التَّضْحِيحِ وَ جَمْعُ التَّكْسِيرِ : যথা। দুই প্রকার।

جمع التكسير : جمع গঠন করা হয়, তাকে جمع التكسير বলে।

رِجَالٌ থেকে رَجُلٌ এবং كُتُبٌ থেকে كِتَابٌ - يَمَن

جمع التوضيح এর কোণ নির্ধারিত ওজন নেই। আরবদের থেকে শোনার উপর তা নির্ভরশীল। তবে ইসিমটি رِبَاعِي বা خَمَاسِي হলে তা فَعَالِلٌ এর ওজনে আসে।

جَحَامِرٌ থেকে جَحْمَرَشٌ، جَعَاْفِرٌ থেকে جَعْفَرٌ - يَمَن

جمع التصحيح : جمع مفرد এর রূপ পরিবর্তন না করে যে جمع গঠন করা হয় তাকে جمع التصحيح বলে। جمع التصحيح কে جمع السالم ও বলা হয়।

جمع التصحيح দুই প্রকার। যথা:

جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ

نون و واو অক্ষুণ্ণ রেখে শেষে শেবে নون ও বা যোগ করে যে جمع গঠন করা হয়, তাকে جمع المذكر السالم বলে। যেমন-

الْمُسْلِمُونَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جمع المونث السالم : جمع مفرد এর রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে শেষে الف ও তা যোগ করে যে جمع গঠন করা হয় তাকে جمع المونث السالم বলা হয়। যেমন, تَابَتِ الْمُشْرِكَاتُ - تُصَوِّمُ الْمُسْلِمَاتُ

أقسام الجمع باعتبار العدد

جمع দুই প্রকার। যথা: جمع الكثرة و جمع القلة

جمع القلة : যে جمع দশ ও দশের কম সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়, তাকে جمع القلة বলে। جمع القلة এর চারটি ওজন।

১. أَكَلْتُ - أَشْهَرُ - যেমন- أَفْعُلُ

২. أَسَاكَ - أَقْوَالَ - যেমন- أَفْعَالُ

৩. أَعُونَةُ - أَحْذِيَةُ - যেমন- أَفْعَلَةٌ

৪. غَلْمَةٌ - إِخْوَةٌ - যেমন- فِعْلَةٌ

لام ও ألف যখন جمع المؤنث السالم ও جمع المذكر السالم মুক্ত হয় তখন তা جمع القلة হয়। আর ألف ও لام যুক্ত হলে তা جمع الكثرة হয়। যেমন-

خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْحَجْرَةِ - خَرَجَ مُسْلِمُونَ مِنَ الْحَجْرَةِ

جمع الكثرة : যে দশের উর্ধ্ব সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাকে جَمْعُ الْكَثْرَةِ বলে। যেমন- كُتِبَ - بُيُوتٌ - مَسَاجِدُ -

جمع الكثرة এর জন্য جمع القلة এর ওজন ছাড়া বাকী সব ওজনই ব্যবহৃত হয়। তবে একটি ওজনকে আরেকটির জায়গায়ও ব্যবহার করা হয়। যেমন- فِى بَنَفَلَادِيشَ أَنْهَارٌ كَثِيرَةٌ - فِى الْقَرْيَةِ ثَلَاثَةٌ مَسَاجِدَ -

## প্রশ্নমালা

১. সংখ্যা হিসাবে اسم কত প্রকার ও কি কি?
২. الجمع ও المثنى, المفرد কাকে বলে? প্রত্যেকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বর্ণনা কর।
৩. أشقاء, أصدقاء, دعا, خالد, أصدقائه শব্দটি جمع হল কিভাবে?
৪. শব্দ হিসাবে جمع কত প্রকার? جمع التفسير গঠন করার পদ্ধতি কি? رباعى বা خماسى কে কোন ওজনে جمع তাকসির বানানো হয়।
৫. جمع التصحيح এর সংজ্ঞা কি? তা কত প্রকার বর্ণনা কর।
৬. جمع المذكر السالم কাকে বলে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৭. সংখ্যা হিসাবে جمع কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও।
৮. جمع القلة এর কয়টি ওজন? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৯. الجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ এই বাক্যটিতে "ظِلِّ" এবং "سَيْفٍ" এই শব্দ দু'টি কোন প্রকারের جمع তা বর্ণনা কর।

১০. الْمُؤْمِنَاتُ এই শব্দটি جمع المذكر السالم এবং الْمُؤْمِنُونَ এই শব্দটি جمع المؤنث السالم কেন, তা বুঝিয়ে বল।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। তারপর مفرد, مثنى, جمع ও শব্দগুলোকে চিহ্নিত কর।

الْمُؤْمِنُونَ لَا يَظْلِمُونَ الْمُؤْمِنِينَ - يَدْخُلُ الْمُسْلِمُونَ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُ  
الْكَافِرُونَ النَّارَ - ذَهَبَتْ لِعِبَادَةِ مَرِيضِينَ - الصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ- إِنْ  
أَصْحَابَ الرَّسُولِ سَقَرُوا شَجَرَةَ الْإِسْلَامِ بِدِمَائِهِمْ - قَالَتِ الْأُمَمُ  
لَا تَجَالِسِ الْفُسَّاقَ أَبَدًا - اُكْتُبِ اسْمَكَ فِي الْكُرَّاسَةِ - غَسَلْتُ الْيَوْمَ  
قَمِيصًا وَقَلَنْسُوَةً وَمَنْدِيلَيْنِ - شَرِبَ الظَّمَانُ كُوَيْنًا مِنَ الْمَاءِ

২. নীচের শব্দগুলোর মثنى তৈরী করে পড় এবং কোনটি جمع القلة ও কোনটি جمع الكثرة বল।

مفرد	مثنى	جمع
نَفْسٌ		أَنْفُسٌ
كَاتِبٌ		كُتَّابَةٌ
عِنَبٌ		أَعْنَابٌ
عُلَامٌ		غِلْمَةٌ
مُسْلِمٌ		مُسْلِمُونَ

## الدرس السادس

## إعراب الاسم

جَرُّ ٥ نَضْبٌ, رَفْعٌ: يথা: তিনটি ইعرাব এৰ নাম

رَفْعٌ পাঁচ ভাবে দেয়া হয়। যথা:

১. الَصَّمَةُ اللَّفْظِيَّةُ
২. الَصَّمَةُ التَّقْدِيرِيَّةُ
৩. الَوَاوُ اللَّفْظِيَّةُ
৪. الَوَاوُ التَّقْدِيرِيَّةُ
৫. اَلِفٌ

نَضْبٌ ছয় ভাবে দেয়া হয়। যথা:

১. الَفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ
২. الَفَتْحَةُ التَّقْدِيرِيَّةُ
৩. فَتْحَةُ پُورِ يَاءِ
৪. كَسْرَةُ پُورِ يَاءِ
৫. كَسْرَةُ
৬. اَلِفٌ

جَرُّ পাঁচ ভাবে দেয়া হয়। যথা:

১. الَكْسَرَةُ اللَّفْظِيَّةُ
২. الَكْسَرَةُ التَّقْدِيرِيَّةُ
৩. فَتْحَةُ پُورِ يَاءِ
৪. كَسْرَةُ پُورِ يَاءِ
৫. فَتْحَةُ

إعراب দুই ভাবে দেয়া হয়।

১. حُرُوفٌ
২. حَرَكَاتٌ

অবস্থা ভেদে إعراب দেয়ার নিয়মানুযায়ী **إِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ** বা **إِسْمٌ مُعْرَبٌ** নামের প্রকার। এই শব্দ প্রকারকে নয় পদ্ধতিতে ইعراب দেয়া হয়।

### إِاعْرَابُ بِأَلْحَرَكَاتِ এর তিন পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি : رفع হবে **الضَّمَّةُ اللَّفْظِيَّةُ** দ্বারা, نصب হবে **الْكَسْرَةُ اللَّفْظِيَّةُ** দ্বারা। جر হবে **الْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ** দ্বারা।

এই পদ্ধতি তিন প্রকার **إِسْمٌ مُتَمَكِّنٌ** এর সাথে প্রযোজ্য।

১. **زَيْدٌ - كِتَابٌ - مَكْتُبٌ - يَمِينٌ - الْمَفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الصَّحِيحُ**

২. **ذَلُوٌ - ظَنِيٌّ - الْمَفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الْجَارِي مَجْرَى الصَّحِيحِ**

৩. **أَطْفَالٌ - رِجَالٌ - الْجَمْعُ الْمَكْسَرُ الْمُنْصَرِفُ**

جَاءَ زَيْدٌ وَ ذَلُوٌ وَ رِجَالٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا وَ ذَلُوًا وَ رِجَالًا -

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَ ذَلُوٍ وَ رِجَالٍ

দ্বিতীয় পদ্ধতি : رفع হবে **الضَّمَّةُ اللَّفْظِيَّةُ** দ্বারা, نصب ও جر হবে **الْكَسْرَةُ اللَّفْظِيَّةُ** দ্বারা।

এই পদ্ধতি শুধুমাত্র **مَوْثٌ سَالِمٌ** এর সাথে প্রযোজ্য।

هُنَّ مُسْلِمَاتٌ - رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ -

তৃতীয় পদ্ধতি : رفع হবে **الضَّمَّةُ اللَّفْظِيَّةُ** দ্বারা। نصب ও جر হবে **الْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ** দ্বারা।

এই পদ্ধতি শুধুমাত্র **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ** এর সাথে প্রযোজ্য।

جَاءَ أَحْمَدُ - رَأَيْتُ أَحْمَدَ - مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ -

## الإعراب بالحروف এর তিন পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি : الف হবে اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে الف দ্বারা। جر হবে ياء দ্বারা।

এই পদ্ধতি ছয়টি ইসমের সাথে প্রযোজ্য, যখন তা متكلم ياء ছাড়া অন্য কিছুর দিকে إضافة হবে।

ইসম ছয়টি হল, أَبٌ - أَخٌ - حَمٌّ - هَنٌ - فَوْ - ذُو،  
 جَاءَ أَبُوكَ - رَأَيْتُ أَبَاكَ - مَرَرْتُ بِأَبِيكَ،  
 যেমন,

দ্বিতীয় পদ্ধতি : جر ৩ نصب দ্বারা الْأَلْفُ اللَّفْظِيَّةُ হবে رفع হবে فَتْحَةٌ পূর্ব ياء দ্বারা।

এই পদ্ধতি তিন প্রকার اسم এর সাথে প্রযোজ্য।

قَلَمَانٍ - رَجُلَانِ - যেমন- التَّشْنِيَةُ الْحَقِيقِيَّةُ ১.

كِلَا - كِلْتَا - যথা- التَّشْنِيَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ ২.

إِثْنَانٍ - إِثْنَتَانٍ - যথা- التَّشْنِيَةُ الصُّورِيَّةُ ৩.

جَاءَ رَجُلَانٍ وَكِلَاهُمَا إِثْنَانٍ -

رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا إِثْنَيْنِ - مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا إِثْنَيْنِ

তৃতীয় পদ্ধতি : الف হবে وَاو পূর্ব ضمة দ্বারা এবং نصب ৩ جر হবে ياء পূর্ব كسرة দ্বারা।

এই পদ্ধতি তিন প্রকার اسم এর সাথে প্রযোজ্য।

مُسْلِمُونَ - مُشْرِكُونَ - যেমন- الْجَمْعُ الْحَقِيقِيُّ ১.

أَوْلُو - যথা- الْجَمْعُ الْمَعْنَوِيُّ ২.



تَسْعُونَ عَشْرُونَ - যথা। এর সাথে اَلْجَمْعُ الصَّوْرِيُّ ৩.  
 سُوْتَرًاۙ بَلَا هَبْءِ - عَشْرُونَ وَاوْلُوۙ مَالٍ وَّعَشْرُونَ  
 رَاۤءَيْتُۙ مُسْلِمِيۙنَ وَاوْلِيۙ مَالٍ وَّعَشْرِيۙنَ  
 مَرَرْتُۙ بِمُسْلِمِيۙنَ وَاوْلِيۙ مَالٍ وَّعَشْرِيۙنَ

### اَلْاِعْرَابُ بِالْحَرَكَاتِ التَّقْدِيْرِيَّةِ وَالْحُرُوْفِ التَّقْدِيْرِيَّةِ এর তিন পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি: رفع হবে اَلضَّمَّةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে اَلْفَتْحَةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। বাহ্য দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় একই রকম হবে।

এই পদ্ধতি দুই প্রকার اسم এর সাথে প্রযোজ্য।

১. سَلْمَى - مُوسَى - لَيْلَى - যেমন - اَلْاِسْمُ الْمَقْصُوْرُ ১.

২. ياء متكلم جمع ছাড়া অন্য কোন ইসম মুকরর সালম এর দিকে এযাফত হলে তার সাথে। যেমন - اَصْدِقَائِي - كِتَابِي

যে اسم এর শেষে اَلْفُ مَقْصُوْرَةٌ হয়, তাকে اَلْاِسْمُ الْمَقْصُوْرُ বলে।

سُوْتَرًاۙ بَلَا هَبْءِ - رَاۤءَيْتُۙ مُوسَى وَاوْلِيۙ مَالٍ  
 مَرَرْتُۙ بِمُوسَى وَاوْلِيۙ مَالٍ

দ্বিতীয় পদ্ধতি : رفع হবে اَلضَّمَّةُ التَّقْدِيْرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে اَلْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ দ্বারা। এই পদ্ধতি শুধুমাত্র اَلْاِسْمُ الْمَنْقُوْصُ এর সাথে প্রযোজ্য।

যে اسم এর শেষে ياء পূর্ব কসرة হয় তাকে اَلْاِسْمُ الْمَنْقُوْصُ বলে।

سُوْتَرًاۙ بَلَا هَبْءِ - رَاۤءَيْتُۙ الْقَاضِيۙ  
 مَرَرْتُۙ بِالْقَاضِيۙ

তৃতীয় পদ্ধতি : رفع হবে التَّقْدِيرِيَّةُ দ্বারা এবং نصب ও جر হবে كسرة ياءِ পূর্ব দ্বারা ।

এই পদ্ধতি جمع مذكر سالم এর সাথে প্রযোজ্য হবে, যখন তা একমুতকلم হবে। إضافة এর দিকে যাবে ।

هُولَاءِ مُسْلِمِيٍّ - رَأَيْتُ مُسْلِمِيٍّ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيٍّ, যেমন,

এখানে مُسْلِمُونَ যি আসলে مُسْلِمِيٍّ এর হুলাই মুসলিমি ছিল। إضافة এর কারণে نُونُ পড়ে মুসলিমুয়ী হয়েছে। এখন واو এবং ياءِ একত্রিত হয়ে প্রথমটি ছাফিহা হয়েছে। তাই واو কে ياءِ দ্বারা পরিবর্তন করে ياءِ কে ياءِ এর মাঝে ইদগাম করা হয়েছে। তারপর ياءِ এর মুনাছাবাতে كسرة কে كسرة দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে مُسْلِمِيٍّ হয়েছে।

এখানে মোট নয়টি পদ্ধতি বর্ণনা করা হল। এভাবে ষোল প্রকার اسم কে নয় পদ্ধতিতে إعراب দেয়া হয়।

## প্রশ্নমালা

১. رفع ও نصب, কত ভাবে দেয়া যায়? তা কি কি বর্ণনা কর।
২. الإعراب بالحركات এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতি মিছালসহ বর্ণনা কর।
৩. الإعراب بالحروف এর প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতি মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. ইসম ছয়টি কি কি? কখন এই ইসমগুলোতে الإعراب بالحروف এর প্রথম পদ্ধতির الإعراب প্রয়োগ করা যাবে?
৫. التثنية الصورية এবং التثنية المعنوية বলতে কি বুঝ?
৬. الجمع الصورى এবং الجمع المعنوى বলতে কি বুঝ?
৭. الإعراب بالحركات التقديرية والحروف التقديرية এর প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।
৮. الإعراب بالحركات التقديرية والحروف التقديرية এর তৃতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।
৯. الاسم المنقوص ও الاسم المقصور কাকে বলে?
১০. مُسْلِمِيٌّ এর هُوَلَاءُ مُسْلِمِيٌّ এর প্রকৃত রূপ কি ছিল এবং কিভাবে এরূপ ধারণ করেছে তা বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের শব্দগুলো পড় এবং কোন্ পদ্ধতিতে তার إعراب দেয়া হবে তা বর্ণনা কর।

الْمُعَلِّمُونَ - طَالِبَاتٌ - عِلْمٌ - آدَمٌ - أَسْمَاكٌ - فُوكٌ - لَيْلَى - كَلْنَا  
 بَيْتَى - ثَمَانُونَ - زَكْرِيَّا - عَائِشَةُ - فَرَسٌ - دَارَانٌ - أُولُو شَرَفٍ  
 دَوْمَالٍ - فَلَنْسُوْتَانِ - مَدِيْنَةٌ - كِتَابِي - الْقَاضِي - كِلَا الرَّجُلَيْنِ

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া শব্দগুলোতে কোন্ পদ্ধতিতে إعراب দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

ذَهَبَ صَدِيقِي إِلَى مَكَّةِ الْمُكْرَمَةِ - أَرْسَلَ اللهُ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ  
 أُولُو الْعِلْمِ يُحِبُّونَ الْعِلْمَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَالِ - جَاءَ أَخُو خَالِدٍ وَسَلَّمْ عَلَى  
 أَبِي بَكْرٍ - احْتَرَقَ ثَوْبَانِ كِلَاهُمَا - الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  
 صَادَ صَيَادٌ طَيِّبًا - تَفْتَحُ الزُّهُورُ فِي الْحَدَائِقِ - أَلْقَى نَمْرُودُ  
 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّارِ - فَأَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهَا - صُمْتُ ثَلَاثِينَ  
 يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - ذُو الْعَقْلِ يَحْتَرِمُ ذَا الْعَقْلِ - اشْتَرَى وَلَدَانِ  
 كِتَابَيْنِ بِلِزْهَمَيْنِ -

৩. বাম দিকের উপযুক্ত শব্দ দিয়ে ডান দিকের শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন্ পদ্ধতিতে إعراب দিয়েছ তা বল।

وَلَدَانِ	۱ - تَسْتَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ .....
الْمَخْلُصُونَ	۲ - هَؤُلَاءِ النَّاسُ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ .....
أَعْمَالِكُمْ	۳ - ..... مِنَّا وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللهِ
الْيَتَامَى	۴ - إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ..... مِنْ عِبَادِهِ
حَمْرَاءُ	۵ - غَضِبَ عَلَى ..... مُحَمَّدٍ
السَّعْيُ	۶ - جَلَسَتِ الْفَرَّاشَةُ عَلَى وَرْدَةٍ .....

## الدرس السابع

### إعراب الفعل المضارع

جَزَمَ" ও نَصَبٌ, رَفَعٌ" যথা: তিনটি ইعرাব এর الفعل المضارع

দেয়ার পদ্ধতি চারটি ইعرাব এর الفعل المضارع

প্রথম পদ্ধতি : رَفَعٌ হবে نُونُ الإِعْرَابِ দ্বারা। نَصَبٌ ও جَزَمَ হবে نُونُ الإِعْرَابِ হযফ করা দ্বারা।

এই পদ্ধতি نُونُ الإِعْرَابِ যুক্ত সাতটি ছিগার সাথে প্রযোজ্য।

نُونُ الإِعْرَابِ যুক্ত সাতটি ছিগা হল-

১. تثنية مذكر حاضر.
২. تثنية مؤنث غائب.
৩. تثنية مذكر حاضر.
৪. جمع مذكر حاضر.
৫. جمع مذكر غائب.
৬. تثنية مؤنث حاضر.
৭. واحد مؤنث حاضر.

يَذْهَبُونَ - لَنْ يَذْهَبُوا - لَمْ يَذْهَبُوا -

يَذْهَبَانِ - لَنْ يَذْهَبَا - لَمْ يَذْهَبَا

تَذْهَبِينَ - لَنْ تَذْهَبِي - لَمْ تَذْهَبِي

দ্বিতীয় পদ্ধতি : رَفَعٌ হবে ضَمَّة দ্বারা। نَصَبٌ হবে فَتْحَة দ্বারা। جَزَمَ হবে سُكُون দ্বারা।

এই পদ্ধতি جمع المتكلم এর চারটি ছিগা ও الصحيح المفرد এর সাথে প্রযোজ্য।

এর চারটি ছিগা হল-  
 الواحد مؤنث غائب ২. واحد مذکر غائب ১.

واحد متکلم 8. واحد مذکر حاضر ৩.

يَذْهَبُ - لَنْ يَذْهَبَ - لَمْ يَذْهَبْ, সুতরাং বলা হবে,

তৃতীয় পদ্ধতি : رفع হবে الضَّمَّةُ التَّقْدِيرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে  
 الحَذْفُ কলা কালিমা দ্বারা। جزم হবে لام কালিমা দ্বারা।  
 الْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ

এই পদ্ধতি الْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ ও الْفَتْحَةُ اللَّفْظِيَّةُ এর মফদ এর চার  
 ছিগা এবং جمع متکلم এর সাথে প্রযোজ্য।

يَغْزُو - لَنْ يَغْزُو - لَمْ يَغْزُ, সুতরাং বলা হবে,

يَزِمِي - لَنْ يَزِمِي - لَمْ يَزِمِ

চতুর্থ পদ্ধতি : رفع হবে الضَّمَّةُ التَّقْدِيرِيَّةُ দ্বারা। نصب হবে  
 الحَذْفُ কলা কালিমা দ্বারা। جزم হবে لام কালিমা দ্বারা।  
 الْفَتْحَةُ التَّقْدِيرِيَّةُ

এই পদ্ধতি الْفَتْحَةُ التَّقْدِيرِيَّةُ এর মফদ এর চার ছিগা এবং جمع متکلم  
 এর সাথে প্রযোজ্য। সুতরাং বলা হবে, لَمْ يَرْضَ - لَنْ يَرْضَى

## প্রশ্নমালা

১. فعل مضارع এর ইরার কয়টি ও কি কি? কয়টি পদ্ধতিতে  
 . দেয়া হয়।

২. نُؤْنُ الإِعْرَابِ যুক্ত সাতটি ছিগা কি কি বর্ণনা কর।

৩. مضارع فعل কে إعراب দেয়ার প্রথম পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।  
 ৪. مضارع فعل কে إعراب দেয়ার তৃতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।  
 ৫. مضارع فعل কে إعراب দেয়ার চতুর্থ পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।  
 ৬. تَذَهَّبْنَ ও يَذَهَّبْنَ এই দুটির শেষের নূন সম্পর্কে কি জান বল?

## অনুশীলনী

১. নিম্নে বর্ণিত مضارع فعل গুলোকে কোন পদ্ধতিতে إعراب দেয়া হবে

এবং نصب ও جزم অবস্থায় কেমন হবে তা বর্ণনা কর।

يَقْتُلُ - تَلْعَبَانِ - يَرْضَى - يَمْشُونَ - يَتَعَلَّمَانِ - أَحْفَظُ  
 تُصَلِّي - تَذَهَّبِينَ - تَنْسَى - تَتَلِّينَ - نُجَاهِدُ - تَبْكُونَ - أَنَادِي  
 تَنْجُو - يَقْطَعَانِ - يَرْمِي - تَعْلَمُونَ - تُلْقَى - تَفْهَمِينَ - أَخِيْطُ

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং তরজমা কর। তারপর দাগ দেয়া فعل

مضارع গুলোকে কোন পদ্ধতিতে এবং কিভাবে نصب ও جزم দেয়া

হয়েছে তা বর্ণনা কর।

لَا تَأْكُلْ وَأَنْتَ شَبْعَانُ - لَنْ يَفُوزَ الْكِسْلَانُ - لَمْ يَحْفَظْ مُحَمَّدٌ  
 دَرْسَهُ - أُرِيدُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ - أَرْجُو أَنْ تَتَعَلَّمُوا اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ -  
 يَجِبُ أَنْ تَخْشَوْا رَبَّكُمْ - لَا تُسْرِعْ فِي السَّيْرِ - مَشَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَمَّا  
 تَتَعَبُوا - يَا فَاطِمَةُ! تَوْضِئِي لِتَتَلِّي الْقُرْآنَ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
 الْمُؤْمِنُونَ - أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ - لَمْ تَرْضَ عَنْكَ أُمَّكَ -  
 إِنْ تَتَّبِعُوا سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ تَهْتَدُوا - لَمْ يَفِيضَا عَلَى الْبَلِّصِ - إِنْ تُعْرِضْ  
 عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا شَيْئًا - لَنْ أَرْحَبَ بِكَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ!

## الدرس الثامن

### عوامل الإعراب

إعراب এর عامل সমূহ দুই প্রকার ।

১. أَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ (উচ্চারিত আমেলসমূহ) ।

২. أَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ (অনুচ্চারিত আমেলসমূহ) ।

العوامل اللفظية তিন প্রকার

الْأَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ، الْأَفْعَالُ الْعَامِلَةُ، الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ

الحروف العاملة এর আলোচনা

الحروف العاملة দুই প্রকার ।

الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الْفِعْلِ، الْحُرُوفُ الْعَامِلَةُ فِي الْإِسْمِ

### الحروف العاملة في الاسم

এ আমল দানকারী হরফসমূহ পাঁচ প্রকার

প্রথম প্রকার حُرُوفُ الْجَرِّ

حروف الجر সত্তেরটি । যথাঃ

ب - ت - ك - ل - و - منذ - مذ - خلا

رب - حاشا - من - عدا - في - عن - على - حتى - إلى



ত এই তিনটি হরফ কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়। و, ب  
হরফটি শুধুমাত্র اللهُ শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

تَاللّٰهِ - بِاللّٰهِ - وَالسَّمَاءِ

مُذُ হরফ দুটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সময়কাল বা সূচনাকাল বুঝায়।

সময়কাল যেমন- أَنَا صَائِمٌ - فَمَا أَكَلْتُ وَمَا شَرِبْتُ مُذُ طُلُوعِ الْفَجْرِ

সূচনাকাল যেমন- مَا رَأَيْتَكَ يَا خَالِدُ! مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

رُبُّ এই হরফটি স্বল্পতা বা প্রচুরতা বুঝায় এবং সমস্ত جر এর মধ্যে একমাত্র رُبُّ হরফটি فعل এর সাথে متعلق হওয়া সত্ত্বেও فعل এর পূর্বে মুবতাদার শুরুতে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

رُبُّ رَجُلٍ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ - رُبُّ تَلْمِيزٍ مُّجْتَهِدٍ اِلْتَحَقَ بِالْمَدْرَسَةِ

এই হরফ গুলো اسم এর শুরুতে এসে শেষে جر দেয়।

### الدُّرُوفُ الْمَشْبَهَةُ بِالْفِعْلِ

ছয়টি। যথাঃ

إِنَّ - أَنْ - كَأَنَّ - لَيْتَ - لَكِنَّ - لَعَلَّ

এই হরফ গুলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর শুরুতে এসে মুবতাদাকে نصب দেয় এবং خبر কে رفع দেয়। তখন মুবতাদাকে সেই হরফের ইসম আর খবরকে সেই হরফের খবর বলে।

إِنَّ ও أَنْ এই হরফ দুটি পরবর্তী জুমলায় দৃঢ়তা ও তাকীদের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন- إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - إِنَّ زَيْدًا قَانِمٌ

كَأَنَّ এই হরফটি তার اسم কে খবরের সাথে তুলনা করে। যেমন-

كَأَنَّكَ عُمَرُ فِي هَذَا الزَّمَانِ - كَانَ رَاشِدًا أَسَدًا

لَيْتَ এই হরফটি পরবর্তী জুমলা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। তবে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি ঘটা সম্ভব হতে পারে, অসম্ভবও হতে পারে।

সম্ভব, যেমন- لَيْتَ رَاشِدًا رَئِيسَ الْبِلَادِ

অসম্ভব, যেমন- لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ

لَكِنُّ এই হরফটি পূর্ববর্তী জুমলা থেকে সৃষ্ট ভুল ধারণা দূর করে।  
যেমন- الْحَيَاةُ فَانِيَةٌ وَلَكِنِ الْأَعْمَالُ بَاقِيَةٌ

رَاشِدٌ غَنِيٌّ وَلَكِنِ أَخَاهُ فَقِيرٌ

لَعَلَّ এই হরফটি পরবর্তী জুমলা সম্পর্কে আশা, সম্ভাবনা বা আশঙ্কা প্রকাশ করে। যেমন- لَعَلَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ - لَعَلَّ رَاشِدًا غَانِبٌ

এই হরফ ما ولا : مَا وَلَا তৃতীয় প্রকার الْمُشَبَّهَاتَانِ بِلَيْسٍ দুইটি এর মত আমল করে। অর্থাৎ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর শুরুতে এসে কে দেয় এবং খবর কে দেয়। যেমন-

مَا زَيْدٌ قَانِيًا - لَأَرْجُلُ أَفْضَلُ مِنْكَ

মা খবর কে ما বা لا এর اسم আর ما কে مبتدأ এখানে বা لا এর خبر বলা হয়।

এই لا لِنَفْيِ الْجِنْسِ চতুর্থ প্রকার জুমলায় ইসমিয়া এর শুরুতে এসে কে مبتدأ কে দেয় এবং খবর কে দেয়, যদি مبتدأ টি হয় شِبْهٌ بِالْمُضَافِ বা مُضَافٌ

لَا طَالِبٌ عِلْمٍ خَائِبٌ - لَأَرَاكِبُ فَرَسٍ فِي الطَّرِيقِ

যেমন- شِبْهٌ بِالْمُضَافِ

لَا تَأْتِيَنَّ إِلَى اللَّهِ مُعَذِّبٌ - لَا جَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَائِبٌ

এখানে কে مبتدأ এর لالنفى الجنس কে خبر আর اسم এর لالنفى الجنس কে خبر বলা হয়।

شِبْهُ الْفِعْلِ : شِبْهُهُ بِالْمُضَافِ এর সাথে তার অর্থকে পূর্ণতা দানকারী কোন اسم সম্পৃক্ত হলে, তাকে شِبْهُهُ بِالْمُضَافِ বলে। যেমন-

يَا رَفِيقًا بِالْعِبَادِ! الطَّفِ بِنَا - يَا طَالِعًا جَبَلًا! إِحْذَرِ السَّقُوطَ

এর علامة النصب হলے نَكْرَةٌ مُفْرَدَةٌ টি اسم এর لا لى لى الجنس উপর আসম হবے। যেমন- لَأَسْرُورَ دَائِمٌ - لَأَمْجْتَهْدِينِ خَائِبُونَ -

● اسم এর لا لى لى الجنس থেকে বিচ্ছিন্ন হলে لا এর আমল বাতিল হয়ে যায় এবং আরেকটি لا কে আরেকটি اسم এর সাথে পুনরায় উল্লেখ করতে হয় এবং اسم টি مبتدأ হওয়ার কারণে

مرفوع হয়। যেমন- لَأَزِيدُ حَاضِرٌ وَلَا رَاشِدٌ - لَأَعِنْدِي كِتَابٌ وَلَا قَلَمٌ -

● اسم এর لا لى লى الجنس বাতিল হয়ে যায়। যেমন- جَاءَ التَّلْمِيذُ بِلَا كِتَابٍ -

● যদি اسم এর لا লى লى الجنس পর নক্রে مفردة হয় এবং তারপর مفردة সহ আরেকটি لا কে عطف করা হয় তবে তাকে পাঁচ ভাবে পড়া যায়।

১. উভয় لا আমল করবে। যেমন- لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

২. উভয় لا আমল করবে না। যেমন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

৩. প্রথম لا আমল করবে, দ্বিতীয় لا আমল করবে না। যেমন-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

৪. প্রথম لا আমল করবে না। দ্বিতীয় لا আমল করবে। যেমন-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

৫. প্রথম ৷ আমল করবে। দ্বিতীয় ৷ অতিরিক্ত হবে আর اسم টি প্রথম اسم এর উপর عطف হওয়ার কারণে منصوب হবে। যেমন-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- পঞ্চম প্রকার : حُرُوفُ النِّدَاءِ কাউকে ডাকার বা সম্বোধন করার জন্য

যে حرف ব্যবহার করা হয়, তাকে حُرُوفُ النِّدَاءِ বলে। আর যাকে ডাকা বা সম্বোধন করা হয় তাকে مُنَادَى বলে।

يَا - أَيَا - هَيَا - أَيُّ - أ (الهمزة المفتوحة) - যথা পাঁচটি حرف النداء

এই শব্দগুলো কে منادى দিবে, যদি মুনাদা مُضَافٌ বা شبيهٌ بالمُضَافِ বা نكرةٌ غيرُ مُعَيَّنَةٍ হয়।

يَا رَسُولَ اللَّهِ - يَا عَبْدَ اللَّهِ - যেমন مُضَافٌ

يَا لَعِبًا فِي الْمِدَانِ - يَا تَائِبًا إِلَى اللَّهِ - যেমন شبيهٌ بالمُضَافِ

يَا تَلْمِيزًا! اسْقِنِي مَاءً بَارِدًا - যেমন نكرةٌ غيرُ مُعَيَّنَةٍ

মুনাদা معرفة مفرد হলে علامة الرفع এর উপর মبنী হবে।

يَا رَاشِدُ - يَا وَلَدَانِ - يَا مُذْنِبُونَ - যেমন

মুনাদা معرفة باللام হলে তার শুরুতে أَيُّهَا ও هَيَا যোগ করতে হবে। যেমন - تَبَّ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُبَشِّرُ وَأَيُّهَا الْمُبَشِّرَةُ!

يَا ও هَيَا দূরবর্তী মুনাদার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর يَا যে কোন প্রকার মুনাদার জন্য ব্যবহৃত হয়।

- تَبَّ لَكُمْ - স্বীকৃতি প্রচারক নারী - الْمُبَشِّرَةُ - স্বীকৃতি প্রচারক পুরুষ - الْمُبَشِّرُ

তোমরা ধ্বংস হও।

## প্রশ্নমালা

১. الْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ কত প্রকার ও কি কি?
২. الحروف العاملة في الاسم কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম বর্ণনা কর।
৩. حروف الجر কয়টি ও কি কি? حروف الجر কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. الحروف المشبهة بالفعل إن এর আমল কি এবং কিসের অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৫. حرف لعل، ليت، لكن এই গুলো কিসের অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৬. شبيهه بالمضاف কাকে বলে? তার উদাহরণ দাও।
৭. لا لنفى الجنس কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৮. كখন لنى الجنس কে اسم কে পাঁচ ভাবে পড়া যায় এবং কেন পড়া যায় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৯. حرف النداء و حرف منادى কাকে বলে? حرف النداء কয়টি?
১০. منادى কখন কখন منصوب হয় এবং কখন আলামতে রফার উপর হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর الحروف العاملة এর কোন কোন হরফ ব্যবহৃত হয়েছে এবং কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।
- أُخْرِجَ مِنَ الْبَيْتِ وَازْهَبْ إِلَى الْمَطَارِ - إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ - لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا - مَا طِعْمْتُ مِنْذُ يَوْمَيْنِ  
دَعَوْتُ أَصْدِقَائِي خَلَا زَيْدٌ - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ! لَا أَتْرُكُ السِّلَاحَ حَتَّى  
الْمَوْتِ - كَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ ضِعْفَاءُ لَا قُوَّةَ لَهُمْ - لَيْتَ الطَّائِرُ يَعُودُ  
إِلَى الْقَفْصِ - عِشْ فِي الدُّنْيَا كَالْمُسَافِرِ - يَا عَبْدَ اللَّهِ! امشِ مَعِيَ  
إِلَى الْمَسْجِدِ - لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَاحِحًا - اللَّهُمَّ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا  
عَلَّمْتَنَا - قَالَ الْخَطِيبُ: يَا غَافِلًا! تُبُّ إِلَى اللَّهِ، وَلَا تَعُدُّ إِلَى الذَّنْبِ
২. নীচের বাক্যগুলোর মাঝে কোনটি কোনটি আঁর মাও لَا الْمُشَبَّهَاتِ بِلَيْسَ কোনটি কোনটি আঁর মাও لَا لِنْفِي الْجِنْسِ তা নির্ণয় কর এবং কি আমল করেছে তা বল।
- مَا هَذَا قَوْلَ الْبَشْرِ - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - مَا أَنْتَ يَا خَالِدُ! بِشَاعِرٍ  
إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا شَفَاعَةٌ - لَا دَرَهَمَ وَلَا دِينَارَ لِبَكْرِ  
لَا رَجُلٌ أَعْلَمُ مِنْكَ - لَا فَهْمَ لَهُ فِي الدِّينِ - لَا عِنْدِي زَادٌ وَلَا رَاحِلَةٌ  
لَا سَائِقَ سَيَّارَةٍ فِي الطَّرِيقِ - مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - لَا زَيْدٌ تَاجِرًا
৩. নীচের বাক্যগুলোতে কোন প্রকারের مُنَادَى ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার হুকুম কি তা বর্ণনা কর।
- يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ! يَا جَاهِلًا! اجْتَهِدْ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ - يَا يَحْيَى!  
مَا تَفْعَلُ - يَا مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ! يَا خَلِيلُ! يَا غَافِلًا عَنِ  
الدِّرَاسَةِ! يَا فَتْيَانِ! لَا تَلْعَبَا بَعْدَ الْفَجْرِ - يَا خَيْرًا مِنْ زَيْدٍ  
يَا ذَا الْمَالِ! أَنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا

## الدرس التاسع

### الحروف العاملة في الفعل

الحروف العاملة في الفعل দুই প্রকার।

الْحُرُوفُ الْجَائِزَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ ۝ الْحُرُوفُ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ  
চারটি। যথাঃ

أَنْ - لَنْ - كَيْ - إِذَنْ

أَنْ এই হরফটি مصدر فعل কে বানিয়ে দেয়। তাই তাকে  
أُرِيدُ قِيَامِي أَنْ أَقُومَ - অর্থাৎ অরুইদু ক্বায়মী অন অক্বুম্ - যেমন-  
أَنْ الْمَصْدَرِيَّةُ

أَحِبُّ تَعَلَّمِي اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ  
অর্থাৎ অহিব্ব অন অত়েল্লম লুগাতু আরবিয়া

لَنْ এই হরফটি না বাচক "فعل" কে দৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত করে।  
لَنْ يَذْهَبَ زَيْدٌ - لن অস্মে ক্বামক - যেমন-

كَيْ এই হরফটি পূর্ববর্তী فعل এর উদ্দেশ্য বা কারণ বুঝায়। যেমন-  
أَسَلَّمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ - أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَيْ أَحْصَلَ الشَّهَادَةَ

কখনো তার গুরুত্ব "ل" হরফে জরকেও উল্লেখ করা হয়। যেমন-  
أَقْرَأُ حَيْدًا لِكَيْ أَفُوزَ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى - أَسَلَّمْتُ لِكَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ

إِذَنْ এই হরফটি পূর্ববর্তী কথার প্রতি উত্তরে ব্যবহৃত হয় এবং একথা  
বুঝায় যে, পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ফলাফল। যেমন-

إِذَنْ تَحْرُسُ لِكَيْ أَسَلِّمَ لَنَا بَارِدًا - এর প্রতি উত্তরে বলা হবে

إِذَنْ أَكْرَمَكَ لِكَيْ سَأَزُورَكَ غَدًا - এর প্রতি উত্তরে বলা হবে

## أَنَّ الْمُقَدَّرَةَ

فعل مضارع (مُقَدَّر) থেকে উহ্য (مُقَدَّر) এর পর উহ্য (مُقَدَّر) থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। যথা-

حَتَّى، لَامُ التَّغْلِيلِ، لَامُ الْجُحُودِ، فَأُ السَّبَبِ، وَأَوُ الصَّرْفِ،  
أَوْ بِمَعْنَى إِلَى أَوْ إِلَّا

حَتَّى : এই হরফটি إلى এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং أَنْ বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। যেমন-

إِقْرَأْ حَتَّى تَنْجَحَ فِي الإِمْتِحَانِ

لَامُ التَّغْلِيلِ : এই হরফটি می এর মত পূর্ববর্তী فعل এর উদ্দেশ্য বা কারণ বুঝায় এবং ঐচ্ছিক ভাবে أَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। যেমন-

أَذْهَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ لِأَنِّي أَشْتَرِي كِتَابًا

لَامُ الْجُحُودِ : যে লাম সর্বদা الْكَوْنُ মাসদার থেকে নির্গত মاضী منفى এর পরে এসে মاضী এর অর্থকে জোরদার করে তাকে لَامُ الْجُحُودِ বলে।

فعل مضارع (مُقَدَّر) থেকে উহ্য (مُقَدَّر) এর পর বাধ্যতামূলক ভাবে أَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়। যেমন-

لَمَّا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ النَّاسَ - مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ

مَا كَانَ الصَّادِقُ لِيُخَوِّقَ الصَّادِقَ

দ। লম্মা كَانَ اللَّهُ فَاصِدًا لِيُعَذِّبَ النَّاسَ বা ক্যটি মূলত لَمَّا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ النَّاسَ। এমনিভাবে অন্যান্য বাক্যগুলোতেও فَاصِدًا উহ্য থাকবে।



فَاءُ السَّبَبِ : যে ফاء তার পূর্ববর্তী ফেয়েলটিকে পরবর্তী ফেয়েলের কারণ বুঝায়, তাকে فَاءُ السَّبَبِ বলে।

فعل مضارع উহ্য থেকে أَنْ এর পর বাধ্যতামূলকভাবে فاء السبب কে نصب দেয়। তবে শর্ত হল - امر - نفى - استفهام - عرض এর পরে হতে হবে।

زُرْنِي فَأُكْرِمَكَ - اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ فَتَنَالَ الشُّكْرَ - يَمْنُ

لَا تُكْذِبْ فَأُكْرِمَكَ - لَا تَلْعَبْ فَتُعَاقَبَ - يَمْنُ

لَمْ أَكْذِبْ فَأُضْرَبْ - مَا صَبَرَ فَيُنْصَرَ - يَمْنُ

هَلْ تَقْرَأُ جَيِّدًا فَتَتَجَّحَ فِي الْإِمْتِحَانِ - يَمْنُ

لَيْتَ لِي مَالًا فَأَنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - يَمْنُ

أَلَا تُسَافِرُ مَعْنَا فَتَنْصُرَكَ - يَمْنُ

وَآوُ الصَّرْفِ : যে আউ দুই বাক্যের মাঝে এসে এর অর্থ দান করে তাকে وَآوُ الصَّرْفِ বলে। কে وَآوُ الْمَعِيَّةِ আউ বলা হয়।

فعل مضارع উহ্য থেকে أَنْ এর পর বাধ্যতামূলক ভাবে وَآوُ الصرف কে نصب দেয়। এর শর্ত হল তা - امر - نفى - استفهام - عرض এর পরে আসতে হবে।

كُنْ قَاضِيًا وَتَعَدِلْ - يَمْنُ

لَا تَأْمُرْ بِالصِّدْقِ وَتَكْذِبْ - يَمْنُ

مَا أَمَرْتُ بِالصِّدْقِ وَأَكْذِبَ - যেমন- نَفَى

هَلْ تَصُومُ وَتَكْذِبُ - যেমন- اسْتَفْهَامٌ

لَيْتَنِي أَمْلِكُ مَالًا وَأَنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - যেমন- تَمْنَى

أَلَا تَقْضِي بَيْنَنَا وَتَعْدِلُ - যেমন- عَرَضٌ

إِلَى : এই ফেয়েলে মুজারে এর পূর্বে এসে  
 বা ۱ এর অর্থ দেয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে أَنْ উহ্য থেকে  
 فعل مضارع ۱ এর অর্থ দেয়।

لَا أَتْرُكُكَ أَوْ تَشْرَحَ لِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةَ - যেমন- এর অর্থ

لَا تَدْخُلُوا أَوْ أَذِّنْ لَكُمْ - যেমন- এর অর্থ

১. لَا تَدْخُلُوا أَوْ أَذِّنْ لَكُمْ এ বাক্যটি প্রকৃত রূপ হল-

لَا تَدْخُلُوا وَقْتَنَا إِلَّا وَقْتًا أَنْ أَذِّنْ لَكُمْ

## প্রশ্নমালা

১. الحروف الناصبة للفعل المضارع কয়টি ও কি কি?
২. أن কে المصدية কেন? মিছালসহ বুঝিয়ে বল।
৩. کی ও لن এই হরফ দুটি কেন ব্যবহার করা হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. إذن এই হরফটি কখন ব্যবহার করা হয় এবং কি বুঝায় উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা কর।
৫. কেউ বলল, أنا لا أدرس এর প্রতি উত্তরে তুমি কি বলবে?
৬. أن এই হরফটি কয়টি হরফের পর উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়? তা কি কি বর্ণনা কর।
৭. لام الجحود কাকে বলে? তার ব্যবহার পদ্ধতি কি মিছালসহ বর্ণনা কর।
৮. فاء السبب কাকে বলে? তার আমলের জন্য কয়টি শর্ত মিছালসহ বর্ণনা কর।
৯. واو الصرف এর অপর নাম কি? واو الصرف এর আমলের জন্য কয়টি শর্ত মিছালসহ বর্ণনা কর।
১০. أَجْتَهِدُ فِي الدِّرَاسَةِ لَيْلَ نَهَارًا أَوْ أَفُوزَ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى. এ বাক্যে أو হরফটি কিসের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কেন হয়েছে বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কেন فعل مضارع গুলোকে نصب দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে نصب দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

أُرِيدُ أَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - أَدْرُسُ بِالْمَدْرَسَةِ كَيْ أُخْدِمَ  
الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ - يَا عَائِشَةُ! أَلَا تُحِبِّينَ أَنْ تَفْهَمِي الْقُرْآنَ  
وَالْحَدِيثَ - لَنْ يَفُوزَ الْكَسْلَانُ فِي الْحَيَاةِ - إِذَنْ أَكْرَمَكَ (قَلْتَ  
جَوَابًا لِمَنْ قَالَ: سَأُزَوِّجُكَ) - أَسَلَّمْتُ كَيْ أُدْخَلَ الْجَنَّةَ - لَنْ أَذْهَبَ  
إِلَى الْأَشْرَارِ - إِذَنْ لَا تَمْرَضَ (قَلْتَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ: أَنَامُ مُبَكِّرًا بَعْدَ  
الْعِشَاءِ) - أَصْدِقَائِي لَنْ يَنْسُوا نَصِيحَةَ الْمُعَلِّمِ - أَرَادَ التَّلَامِيذُ أَنْ  
يَذْهَبُوا إِلَى الْمُتَحَفِ - لَنْ أَصْلِحَ الْأَشْرَارَ - إِذَنْ تَرْبِحَ فِي التِّجَارَةِ  
(قَلْتَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ: سَأَكُونُ أَمِينًا) - خَرَجُوا إِلَى الْمِيدَانِ لِيَلْعَبُوا

২. অথবা কী দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করে পড় এবং অর্থ বল।

১ - أَحَبُّ ..... أَسَافِرُ ২ - أَسْرَعْتُ ..... أَدْرِكُ الْقِطَارَ  
৩ - يُحْزِنُنِي ..... أَتْرُكُ وَحْدَكَ ৪ - جَلَسْتُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ... أَسْتَرِيحُ  
৫ - أَرَادَتْ فَاطِمَةُ... تَسْأَلُ أُمَّهَا ৬ - ذَهَبْتُ إِلَى الْمَرِيضِ... أَعُوذُ

৩. নীচের প্রতিটি বাক্যের প্রতি উত্তরে ইذن যোগ করে فعل مضارع দ্বারা একটি করে বাক্য তৈরী কর।

سَاهِدِي إِلَيْكَ كِتَابًا جَمِيلًا - لَا يَنَامُ هَذَا الْوَلَدُ إِلَّا قَلِيلًا - يَأْكُلُ  
خَالِدٌ كَثِيرًا - عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا التَّاجِرَ كَذُوبٌ - يَفْرَأُ سَعِيدٌ فِي الضُّوئِ  
الضَّعِيفِ - سَأُزَوِّجُ مَدِينَتَكُمْ - هَذَا الطَّالِبُ يُطِيعُ أَسَاتِذَتَهُ

তাড়াতাড়ি - মুব্বিকা - পরিদর্শন করব। - অরু - যাদুঘর। - মুতহফ

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কেন فعل مضارع গুলোতে نصب দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ لِأَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ - مَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ لِيَخُونُوا.  
لَا تَتْرُكُ الْفِرَاشَ أَوْ يَتِمَّ شِفَائِكَ - لَا تَدْخُلُوا فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يُؤْذَنَ  
لَكُمْ - هَلْ لَكَ مِنْ صَدِيقٍ فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ - كُنْ قَاضِيًا وَتَعْدِلْ وَلَا تَكُنْ  
قَاضِيًا وَتَظْلِمَ - ذَهَبْنَا إِلَى الْمَرِيضِ لِنَعُودَهُ - مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ.  
لَأَقْرَأَنَّ أَوْ تَقُولَ لِيْ صَهْ - لَنْ يَرْضَى عَنْكَ أَبُوكَ أَوْ تُطِيعَهُمَا - يَا  
بِنْتُ ! لَا تَأْكُلِي حَتَّى تَجُوعِي - يَلِيَّتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا  
لَمْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ وَبَدَمَ - خَرَجُوا لِجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - هَلْ  
تَصْلُقُ وَتَكْذِبُ - كُنْ مُتَوَاضِعًا فَيُحِبَّكَ اللَّهُ - مَا كَانَ الْمُجَاهِدُونَ  
لِيَفِرُّوا عَنِ الْمَعْرَكَةِ - لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ أَوْ يَتُوبُوا إِلَيْهِ - الْعِلْمُ  
لَا يُعْطِيكَ بَعْضُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلُّكَ

৫. বাম দিক থেকে সঠিক বাক্য নির্ণয় করে ডান দিকের বাক্যের সাথে মিলিয়ে পড় এবং অর্থ কর।

أَصْلِي مَعَ الْجَمَاعَةِ	১ - لَا تَنْهَ عَنِ مُنْكَرٍ وَ.....
يُخَالِفَ أَمْرَهُ	২ - لَمْ يَكُنِ التَّلْمِيذُ لِ.....
تُعْطِينِي حَقِّي	৩ - يُحِبُّ الْأَبَ وَوَلَدَهُ أَوْ.....
يُضَيِّعُ الْأَوْقَاتَ	৪ - لَمْ يَجْهَلِ الْوَلَدُ السَّبَاحَةَ فَ.....
تَعَلَّمَهُ أَنْتَ	৫ - ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِ.....
يَعْرِفُ فِي السَّاءِ	৬ - لَا أَتْرُكُكَ حَتَّى.....

## الدرس العاشر

### الحروف الجازمة للفعل المضارع

মোট পাঁচটি। যথাঃ

لَمْ، لَمَّا، لَامُ الْأَمْرِ، لَا النَّهْيَ، إِنَّ الشَّرْطِيَّةَ

لَمْ : এই হরফটি فعل مضارع কে জزم দেয় এবং منفي ماضى এর অর্থে রূপান্তরিত করে না বাচক অতীত বুঝায়। যেমন-

لَمْ يَذْهَبْ - لَمْ يَنْصُرْ

لَمَّا : এই হরফটি فعل مضارع কে জزم দেয় এবং منفي ماضى এর

অর্থে রূপান্তরিত করে অব্যাহত না বাচক অতীত বুঝায়। যেমন-

كَبُرَ الْوَلَدُ وَلَكِنَّهُ لَمَّا يَفْهَمُ - جَلَسْتُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَلَكِنَّكَ لَمَّا تَجْلِسُ

لَامُ الْأَمْرِ : এই হরফটি فعل مضارع কে জزم দেয় এবং امر এর

অর্থে রূপান্তরিত করে। যেমন- لِيُنْفِقُوا - لِيَذْهَبَ - لِيَنْصُرَ

لَا النَّهْيَ : এই হরফটি فعل مضارع কে জزم দেয় এবং نهى এর

অর্থে রূপান্তরিত করে। যেমন- لَا تَذْهَبْ - لَا تَنْصُرْ

إِنَّ الشَّرْطِيَّةَ : এই হরফটি দুটি বাক্যের শুরুতে এসে একথা বুঝায়

যে, প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যের জন্য শর্ত। তাই প্রথম বাক্যকে شرط ও

ছেলেটি বড় হয়েছে কিন্তু সে এখনো বুঝে না।

দ্বিতীয় বাক্যকে جَزَاءٌ বা الشَّرْطُ বলে। جَزَاءٌ ও شَرْطٌ মিলে  
الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ হয়।

إن شرطية এর অর্থ দেয়। তাই فعل ماضى এর  
শুরুতে আসলে তাকে مُسْتَقْبَلُ এর অর্থে রূপান্তরিত করে। তবে فعل  
ماضى যাবনী হওয়ার কারণে তাতে জزم হয় না। যেমন- أَنْصُرَكَ - يَمْضَى  
إن دعاء - نهى - أمر - الجملة الاسمية যদি جواب الشرط

তবে جَزَاءٌ বাক্যের শুরুতে فَاءُ الْجَزَاءِ যোগ করা আবশ্যিক। যেমন-

إِنْ تَنْصُرْنِي فَأَنْتَ كَرِيمٌ - إِنْ يَنْصُرَكَ رَاشِدٌ فَاَنْصُرْهُ

إِنْ أَهَانَكَ رَاشِدٌ فَلَا تُهِنُهُ - إِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيَّ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

## প্রশ্নমালা

১. الحروف الجازمة للفعل المضارع কি কি? ও কি কি?
২. হরফটি কি আমল করে মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।
৩. হরফটি কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. এই হরফ দুটির ব্যবহারে কি পার্থক্য আছে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৫. إن الشرطية কি আমল করে ও কিসের অর্থ প্রদান করে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৬. কোন কোন সময় جواب الشرط এর শুরুতে فَاءُ الْجَزَاءِ যোগ করা আবশ্যিক মিছালসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর فعل গুলোতে জزم হওয়ার কারণ বর্ণনা কর।

لَمْ يَرْجِعْ خَالِدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ - ذَهَبَ زَفِينُ إِلَى الْقَرْيَةِ وَلَمَّا يَرْجِعْ  
لِتُسَاعِدْ فَاطِمَةُ أُمَّهَا فِي عَمَلِ الْبَيْتِ - أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ! لَا تَشْرِكُوا  
بِاللَّهِ أَحَدًا - إِنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - إِنْ تَجْتَهَدُوا  
فِي الدِّرَاسَةِ تَنْجَحْ فِي الإِمْتِحَانِ - بَنَى الأَمِيرُ قَصْرًا جَمِيلًا  
وَلَمَّا يَسْكُنُ فِيهِ - لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ إِلَى الآنَ - قَطَفْتُ الثَّمَرَ  
وَلَمَّا يَنْضَجُ - لَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مُتَكَبِّرًا.

২. নীচের বাক্য দুটির মাঝে কী পার্থক্য তা বুঝিয়ে বর্ণনা কর।

نَزَلَ المَطَرُ وَلَمْ يَنْقَطِعْ - نَزَلَ المَطَرُ وَلَمَّا يَنْقَطِعْ

৩. নীচের কোন বাক্যে ব্যবহৃত لم কে لما দ্বারা পরিবর্তন করা যায় আর কোন বাক্যে তা করা যায় না এবং কেন করা যায় না তা বর্ণনা কর।

فَقَدْتُ قَلَمِي الْيَوْمَ وَلَمْ أَجِدْهُ - لَمْ يَذْهَبْ رَاشِدٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ أَمْسٍ -  
لَمْ يَرْجِعْ وَالْبَيْتِ مِنَ السَّفَرِ - فِي الْبَارِحَةِ لَمْ أَتَلُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর শুরুতে কেন

যোগ করা হয়েছে, তা বর্ণনা কর।

إِنْ أَمْسَكَتَ مَا لَكَ فَأَنْتَ بِخَيْلٍ وَإِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَكَ فَأَنْتَ سَخِيءٌ  
إِنْ جَاءَكَ نَبَأٌ فَلَا تُصَدِّقْهُ - إِنْ تَرَكْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَكُمْ الْخُسْرَانُ  
إِنْ قُتِلَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَنْتَ شَهِيدٌ - إِنْ أَهَانَكَ صَدِيقُكَ  
فَلَا تُهِنَّهُ - إِنْ أَمُنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْكُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَإِنْ أَشْرَكْتُمْ  
بِاللَّهِ فَعَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ - إِنْ أَتَاكَ رَاشِدٌ فَاخْرِمْهُ.



## الدرس الحادى عشر

### الأفعال العاملة

সকল فعل ই عامل তবে সকল اسم ও حرف আমেল নয়।

### الفعل المعروف

فاعل হিসাবে فعل দুই প্রকার। যথাঃ

الْفِعْلُ الْمَجْهُولُ وَ الْفِعْلُ الْمَعْرُوفُ

**الفعل المعروف** : যে فعل এর فاعل উল্লেখ থাকে, তাকে

الفعل المعروف বলে। যেমন - ذَهَبَ رَاشِدٌ - যেমন

الْفِعْلُ الْمُتَعَدِي وَ الْفِعْلُ اللَّازِمُ যথাঃ

**الفعل اللازم** : যে فعل শুধুমাত্র فاعل দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করে।

به مَفْعُولُ এর প্রয়োজন হয় না, তাকে الفعل اللازم বলে। যেমন-

نَامَ الْوَالِدُ - مَاتَتْ فَاطِمَةُ - انْكَسَرَ الْكَأْسُ

**الفعل المتعدى** : যে فعل শুধুমাত্র فاعل দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ

করতে পারে না। বরং به مَفْعُولُ এর প্রয়োজন হয়, তাকে الفعل

المتعدى বলে। যেমন - أَكَلَتْ فَاطِمَةُ فَاكِهَةً -

الفعل المعروف চাই متعدى হোক বা لازم হোক উভয় প্রকারই

فاعل কে رفع দেয় এবং ছয় প্রকার اسم কে نصب দেয়। যথাঃ

الْمَفْعُولُ الْمَطْلُوقُ، الْمَفْعُولُ فِيهِ، الْمَفْعُولُ لَهُ، الْمَفْعُولُ مَعَهُ،

الْحَالُ، التَّمْيِيزُ

তবে ফেয়েলটি متعدی হলে কেও نصب দেয়। আর  
المفعول به এর الفعل اللازم সূতরাং نصب দেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

**الفاعل** : যে اسم এর পূর্ববর্তী فعل বা شبهُ الفِعْلِ কে তার দিকে  
إِسْنَاد করা হয় এবং فعل বা شبهُ الفِعْلِ টি তার দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ  
করে, তাকে فَاعِلٌ বলে। যেমন- لَعِبَ رَاشِدٌ - যেমন

**المفعول المطلق** : যে مصدر তার পূর্ববর্তী فعل এর সমর্থবোধক  
হয়ে দৃঢ়তা, সংখ্যা, প্রকার বা ধরন বুঝায়, তাকে الْمَفْعُولُ الْمَطْلُوقُ বলে।

دৃঢ়তা, যেমন- ضَرَبْتُ رَاشِدًا ضَرْبًا - نِمْتُ الْيَوْمَ نَوْمًا -

সংখ্যা, যেমন- أَكَلَ الْوَلَدُ أَكْلَةً - تَدُورُ الْأَرْضُ فِي الْيَوْمِ دَوْرَةً -

প্রকার বা ধরন, যেমন-

لَا تَجْلِسُ جِلْسَةَ الْمُتَكَبِّرِ - عِشْ فِي الدُّنْيَا عِيشَةَ الْفُقَرَاءِ

**المفعول به** : যে اسم এর উপর فاعل এর فعل আরোপিত হয়,  
তাকে المفعول به বলে। যেমন- ضَرَبَ رَاشِدٌ خَالِدًا - شَرِبَ بَكْرٌ لَبَنًا -

**المفعول فيه** : যে اسم ফেয়েল ঘটার সময় বা স্থান বুঝায়, তাকে  
المفعول فيه বলে। المفعول فيه কে ظَرْفٌ বলা হয়।

ظَرْفُ الْمَكَانِ وَ ظَرْفُ الزَّمَانِ যথাঃ

ظرف الزمان : যে اسم ফেয়েল ঘটার সময় বুঝায়, তাকে ظرف الزمان  
বলে। যেমন- يَذْهَبُ رَاشِدٌ غَدًا - صُنْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

ظرف المكان : যে اسم ফেয়েল ঘটার স্থান বুঝায়, তাকে ظرف المكان  
বলে। যেমন- رَأَيْتُ فَوْقَ السَّقْفِ عَصْفُورًا - جَلَسْتُ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ -

ظرف المكان দুই প্রকার। যথাঃ

غَيْرُ مَحْدُودٍ (সীমাহীন) ও مَحْدُودٌ (সীমাবদ্ধ)

حرف الجر সহকারে ظرف المكان বা محدود টি ظرف المكان ব্যবহার হয় এবং مجرور হয়। যেমন-

لَعِبَ رَاشِدٌ فِي الْمَيْدَانِ - أَنَا صَلَّيْتُ الْيَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ

مفعول فيه বা সীমাহীন হলে ظرف المكان হিসাবে منصوب হয়। যেমন-

جَلَسْتُ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ - سَقَطَتِ الطَّائِرَةُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ

যে مصدر পূর্ববর্তী فعل ঘটার কারণ বুঝায়, তাকে المفعول له বা المفعول لأجله বলে। যেমন-

قَمْتُ إِكْرَامًا لِزَيْدٍ - هُوَ لَا يَنْفِقُ أَمْوَالَهُ حِرْصًا

যে ইসমকে مع এর অর্থে ব্যবহৃত বা এর পরে ব্যবহার করা হয়, তাকে المفعول معه বলে। যেমন-

جَاءَ رَاشِدٌ وَعَمَرُوا - ذَهَبَ التِّلْمِيذُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَالْكِتَابِ

যে اسم ফেয়েল ঘটীর সময় فاعل অথবা به মفعول অথবা উভয়ে যে অবস্থায় ছিল তা বুঝায় তাকে حال বলে। আর যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে ذو الحال বলে।

جَاءَ رَاشِدٌ رَاكِبًا - فاعل এর অবস্থা, যেমন-

أَضْرَبَكَ مَشْدُودًا - مفعول এর অবস্থা, যেমন-

لَقِيتُ زَيْدًا رَاكِبِينَ - فاعল ও مفعول به উভয়ের অবস্থা, যেমন-

معرفة সাধারণত নكرة হয় এবং সাধারণত ذو الحال معرفة সাধারণত নكرة হয় এবং সাধারণত ذو الحال معرفة সাধারণত নكرة হয়।

جَاءَتْ حَزِينَةٌ تَلْمِيذَةٌ - جَاءَ رَاكِبًا رَجُلٌ - যেমন

জুমলাও হতে পারে। যেমন-

خَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَضْحَكُ - خَرَجَ الرَّجُلُ يَضْحَكُ

যে পূর্ববর্তী বাক্য থেকে অথবা বাক্যের মাঝে  
বিদ্যমান সংখ্যা, ওজন, পরিমাপ ও পরিমাণ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে, তাকে  
التمييز বলে।

طَابَ الْمَكَانُ جَوًّا - فَاضَ الْقَلْبُ سُرُورًا - যেমন

رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوَكْبًا - عِنْدِي عِشْرُونَ دِرْهَمًا - যেমন

عِنْدِي رِطْلٌ زَيْتًا - فِي الصُّنْدُوقِ مِثْقَالٌ ذَهَبًا - যেমন

بَاعَ التَّاجِرُ قَفِيزَيْنِ بُرًّا - شَرَيْتُ كُوْبًا مَاءً - যেমন

مَا فِي السَّمَاءِ قَدْرٌ رَاحَةٍ سَحَابًا - - যেমন

لَأَمْلِكُ شَيْبْرًا أَرْضًا

খবর ও مبتدأ বা فاعل ও فعل সর্বদা جملة মনে রাখতে হবে যে,  
এর উল্লেখ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। উল্লেখিত منصوبات গুলোর উল্লেখের  
প্রয়োজন হয় না। তাই বলা হয় الْمَنْصُوبَاتُ فَضْلَةٌ, তবে এগুলোকে  
جملة এর অর্থে ব্যাপকতা দান করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

## প্রশ্নমালা

১. الفعل المعروف কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
২. الفعل المتعدى ও الفعل اللازم এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৩. الفعل المعروف কি আমল করে তা বর্ণনা কর।
৪. فاعل এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫. المفعول فيه কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের ছকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৬. المفعول المطلق এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৭. ذَهَبْتُ طَالِبًا لِلْعِلْمِ এ বাক্যে طَالِبًا لِلْعِلْمِ কি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে বুঝিয়ে বল।
৮. المفعول له কাকে বলে? তার অপর নাম কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৯. حال এবং الحال ذو কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
১০. قَلْبًا শব্দটি فَرِحَ رَاشِدٌ قَلْبًا এ বাক্যে قَلْبًا কিভাবে বর্ণিত হয়েছে বুঝিয়ে বল।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর দাগ দেয়া اسم গুলো

কোন প্রকার اسم منصوب তা বর্ণনা কর।

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ - جَلَسَ الْمُعَلِّمُ تَحْتَ الْمِرْوَحَةِ وَنَظَرَ يَمِينًا  
 وَشِمَالًا - وَقَفْتُ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ إِحْتِرَامًا - قَالَ الْمُعَلِّمُ: لَا تَأْكُلِ السَّطْعَامَ  
 حَارًّا - الصَّلَاةُ خَيْرٌ نَوَابًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا - فِي الْمَدْرَسَةِ حَسَنُونَ تَلْمِيزًا  
 تَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ أَكْلَاتٍ - خَلَقَ اللَّهُ لَكَ عَيْنَيْنِ تُبْصِرُ بِهِمَا - كَلَّمَ  
 اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا - فَرِحَ رَاشِدٌ قَلْبًا - مَكَثْنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ  
 شَهْرًا - عَاقَبَ الْمُعَلِّمُ تَلْمِيزَهُ تَأْدِيبًا - تَهَزُّ الرِّيَّاحُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ.  
 عَادَ الْجَيْشُ مُنْتَصِرًا - صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ خَلْفَ الْإِمَامِ - هَلْ بَخَلْتُمْ  
 أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! حَشِيَّةَ الْفَقْرِ - حَمِيدٌ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًا

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ কর। অতঃপর বল, কোন মفعول

مطلق টি কিসের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

حَفِظْتُ دَرْسَ الْيَوْمِ حِفْظًا - غَسَلَتِ الْخَادِمَةُ هَذِهِ الثِّيَابَ  
 غَسْلَاتٍ - وَقَفْتُ أَمَامَ الْبَاطِلِ وَقْفَةَ الْمُجَاهِدِ - ضَرَبَ خَالِدٌ وَلَدَهُ  
 ضَرْبَةً - نَامَتْ أُمُّ فَاطِمَةَ نَوْمًا عَمِيقًا - حَرَّتِ الْفَلَّاحُ حَفْلَهُ حَرَّتَيْنِ  
 - ضَحِكُوا فِي الْعُرْفَةِ ضِحْكًا

৩. বাম পাশের সঠিক লে মفعول টি ডান পাশের শূন্য স্থানে যোগ করে

পড় ও অর্থ বল।

- |             |  |
|-------------|--|
| خَوْفًا     | ۱. أَعَدَّ صَاحِبُ الدَّارِ الطَّعَامَ . . . . . لِلضَّيْفِ                  |
| إِبْتِغَاءً | ۲. اسْتَذَكَرَ التَّلْمِيزُ دُرُوسَهُ . . . . . فِي النَّجَاحِ               |
| إِكْرَامًا  | ۳. اخْتَفَى الْفَأْرُ فِي جُحْرِهِ . . . . . مِنَ الْقِطْرِ                  |
| حِرْصًا     | ۴. يَصُومُ الْمُسْلِمُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . . . . . لِمَرْضَاةِ اللَّهِ |

## الدرس الثانی عشر

### أقسام الفاعل

فاعل দুই প্রকার।

১. ضَرَبَ زَيْدٌ - ذَهَبَتْ فَاطِمَةُ - يَمِنُ مظهرٌ

২. ضَرَبْتُ - زَيْدٌ ضَرَبَ - يَمِنُ مضمَرٌ

এখানে ضَرَبْتُ ফেয়েল এর মাঝে বিদ্যমান ভারু ضمير তার ফায়েল আর يَمِنُ مظهرٌ এর মাঝে ضرب ফেয়েলের মধ্যে বিদ্যমান ضميرٌ مُستترٌ তার ফায়েল।

### فعل কেমন হবে?

১. ফায়েল مظهرٌ হলে فعل সর্ববস্থায় তার অনুরূপ مُفْرَدٌ হবে এবং ইসমে জাহিরিটিই তার فاعل হবে। যেমন -

سَافَرَ الرَّجُلُ - سَافَرَ الرَّجُلَانِ - سَافَرَ الرَّجَالُ

تَلَعَبُ الْبِنْتُ - تَلَعَبُ الْبِنْتَانِ - تَلَعَبُ الْبَنَاتِ

২. ফায়েল مضمَرٌ হলে فعل সর্ববস্থায় ভারু ضمير এর অনুরূপ হবে।

الرَّجُلُ سَافَرَ - الرَّجُلَانِ سَافَرَا - الرَّجَالُ سَافَرُوا

الْبِنْتُ تَلَعَبُ - الْبِنْتَانِ تَلَعَبَانِ - الْبَنَاتُ يَلْعَبْنَ

৩. তিন অবস্থায় ফেয়েল মুন্ঠ হওয়া ওয়াজিব।

❖ ফায়েল **مُؤنَّثٌ حَقِيقِيٌّ** হয়ে ও ফاعল এর মাঝে ব্যবধান না থাকলে। যেমন- **تَلَعَبُ عَائِشَةُ - تَقْرَأُ فَاطِمَةُ** - যেমন-

❖ ফায়েল **مُؤنَّثٌ حَقِيقِيٌّ** এর **ضمير** হলে। যেমন-

**فَاطِمَةُ تَقْرَأُ - عَائِشَةُ تَلَعَبُ**

❖ ফায়েল **مُؤنَّثٌ غَيْرِ حَقِيقِيٌّ** এর **ضمير** হলে। যেমন-

**الشَّمْسُ طَلَعَتْ - أَلْيَدُ انْكَسَرَتْ**

৪. তিন অবস্থায় ফেয়েল মুন্ঠ ও উভয় হতে পারে।

❖ ফায়েল **مُؤنَّثٌ حَقِيقِيٌّ** হয়ে, ও ফاعল এর মাঝে ব্যবধান হলে। যেমন- **سَافَرَتِ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ - سَافَرَ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ** - যেমন-

❖ ফায়েল **مُؤنَّثٌ غَيْرِ حَقِيقِيٌّ** এর **اسم ظاهر** হলে। যেমন-

**تَغْرَبُ الشَّمْسُ - يَغْرَبُ الشَّمْسُ**

❖ ফায়েল **جمع التكسير** হলে। যেমন-

**يَلْعَبُ الصِّبْيَانُ - تَلْعَبُ الصِّبْيَانُ**

**يَخِيْطُ الْبِنَاتُ - تَخِيْطُ الْبِنَاتُ**

## الفعل المجهول

**الفعل المجهول** : যে **فعل** এর ফায়েল উল্লেখ থাকে না বরং

**فاعل** এর স্থানে **به** **مفعول** কে **رفع** দেয়া হয় এবং **به** **مفعول** ছাড়া

অন্যান্য **مفعول** গুলোকে **نصب** দেয়া হয়, তাকে **الفعل المجهول** বলে।



نائب الفاعل কে مفعول به فعل مجهول দেয়, তাকে نائب الفاعل বলে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - قَتَلَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ - যেমন-

نائبُ الفاعِلِ এবং فِعْلٌ مَاتَمَ يُسَمُّ فَاعِلَهُ কে الفعل المجهول কে বলা হয়।

## الفعل المتعدى

الفعل المتعدى : যে ফেয়েল فاعل ও مفعول به দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে, তাকে الفعل المتعدى বলে।

الفعل المتعدى চার প্রকার।

প্রথম প্রকারঃ فعل টি এক مفعول বিশিষ্ট হবে। যেমন-

قَتَلَ رَاشِدٌ أَسَدًا - أَنَا لَا أُضْرِبُ أَحَدًا

দ্বিতীয় প্রকারঃ فعل টি দুই مفعول বিশিষ্ট হবে এবং যে কোন একটি مفعول হযফ করা যাবে। যেমন- أَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا -

এখানে أَعْطَيْتُ زَيْدًا এবং أَعْطَيْتُ دِرْهَمًا উভয় বলা যেতে পারে।

তৃতীয় প্রকারঃ فعل টি দুই مفعول বিশিষ্ট হবে এবং যে কোন একটি مفعول হযফ করা যাবে না। তবে দুটি এক সাথে হযফ করা যাবে। যেমন-

عَلِمْتُ زَيْدًا شَرِيفًا

এখানে عَلِمْتُ زَيْدًا বা عَلِمْتُ شَرِيفًا বলা যাবে না।

এই প্রকার فعل গুলোকে أفعال القلوب বলে। أفعال القلوب এটি সাতটি। যথাঃ عَلِمْتُ، ظَنَنْتُ، حَسِبْتُ، خَلْتُ، زَعَمْتُ، رَأَيْتُ، وَجَدْتُ

চতুর্থ প্রকারঃ فعل টি তিন مفعول বিশিষ্ট হবে। এ ধরনের فعل সাতটি। যথাঃ أَرَى - أُنَبِّأُ - أَخْبِرُ - خَبَّرَ - نَبَّأُ - حَدَّثَ

যেমন- أَعْلَمَ رَاشِدٌ خَالِدًا عَمْرًا شَرِيفًا অর্থঃ রাশেদ খালেদকে জানাল যে, আমর ভদ্র।

মনে রাখতে হবে যে, তৃতীয় প্রকার فعل এর দ্বিতীয় به مفعول কে এবং চতুর্থ প্রকার فعل এর তৃতীয় به مفعول কে এবং له مفعول ৩ معه مفعول কে কখনো نائب الفاعل বানানো যায় না। আর দ্বিতীয় প্রকার فعل এর প্রথম مفعول টি نائب الفاعল বানানো অধিক উত্তম। সুতরাং أُعْطِيَ دِرْهَمٌ أَعْطَى زَيْدٌ বাক্যটি এর চেয়ে অধিক উত্তম।

## প্রশ্নমালা

১. فاعل কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
২. فعل কখন সর্বাবস্থায় مفرد হয় উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৩. فعل কখন সর্বাবস্থায় ضمير এর অনুরূপ হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৪. কত অবস্থায় ফেয়েল مؤنث হওয়া ওয়াজিব? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫. কত অবস্থায় ফেয়েল مذکر ও مؤنث উভয় হতে পারে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৬. الفعل المجهول এর পরিচয় কি? তা কি আমল করে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৭. الفعل المجهول ও نائب الفاعل এর অপর নাম কি?
৮. الفعل المتعدى কাকে বলে এবং তা কত প্রকার?
৯. কোন ধরনের فعل গুলোকে أفعال القلوب বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর এবং أفعال القلوب কয়টি ও কি কি বর্ণনা কর।
১০. কোন্ কোন به مفعول কে কখনো نائب الفاعل বানানো যায় না আর কোন به مفعول কে نائب الفاعল বানানো উত্তম মিছালসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর ফاعল হিসাবে

গুলো কেমন হয়েছে তার নিয়মটি বর্ণনা কর।

الْعَمَّالُ يَسْتَرُّ بِحُونَ فِي الْمَسَاءِ - احْتَرَقَ بَيْتَانِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ  
 طَلَعَ الشَّمْسُ وَمَا أَعَدَّتْ لَنَا أَمْنًا الْفُطُورَ - مَا اغْتَسَلَ الْيَوْمَ  
 فَاطِمَةُ وَصَدِيقَاتُهَا فِي النَّهْرِ - الْخَادِمَةُ تُنْظِفُ حُجْرَتَنَا كُلَّ صَبَاحٍ  
 ذَهَبَ الْبَنَاتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَتَعَلَّمْنَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ - سَقَيْتُ الْأَشْجَارَ  
 فَطَالَ الْأَشْجَارُ فِي وَقْتِ قَلِيلٍ - انْكَسَرَ إِضْبَعُ خَالِدٍ فَذَهَبَ إِلَى  
 الطَّبِيبِ - الْبِنْتَانِ تَلْعَبَانِ بِالرُّهُورِ - تَبْتَسِمُ الْبِنْتُ فِي حِضْنِ أُمِّهَا

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং ভুল থাকলে কি ভুল হয়েছে তা বর্ণনা কর।

النِّسَاءُ تُرَبِّي أَوْلَادَهُنَّ - فَاطِمَةُ يَقْرَأُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي سَاعَةِ  
 وَاحِدَةٍ وَ عَائِشَةُ يُسَاعِدُهَا - حَضَرَتْ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْمُصَلِّي  
 إِلَى الْمَسْجِدِ - يَنْهَى الصَّلَاةَ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - النَّاسُ يَبِيعُ  
 أَشْيَاءَهُمْ فِي السُّوقِ - أَمِنَةٌ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَرَاشِدٌ اغْتَسَلَ فِي  
 النَّهْرِ - يَخْبِطُ هَوْلَاءُ الْبَنَاتُ ثِيَابَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ - خَالِدٌ وَ عَمْرٌ وَ  
 صَادَ الْيَوْمَ مِنَ الْغَابَةِ أَسَدًا - الشَّمْسُ طَلَعَ وَضَوْهَا انْتَشَرَ -

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোন ফاعল টি কোন

প্রকারের ফاعল متعدী তা বর্ণনা কর।

شَرِبَ الْمَرِيضُ لَبَنًا حَارًّا - أَطْعَمْتُ الْمَسَاكِينَ طَعَامًا شَهِيًّا  
 مَا حَفِظَ التِّلْمِيذُ دَرْسَهُ - خَبَرَ خَالِدٌ عَائِشَةَ عَمْرُوا سَارِقًا - رَأَيْتُ  
 عَمْرُوا عَاقِلًا - أَلْبَسَتْ فَاطِمَةُ هَذَا الْيَتِيمَ ثَوْبًا جَدِيدًا - حَدَّثَ  
 بَشِيرٌ مُحَمَّدًا عَائِشَةَ مُتَوَاضِعَةً - حَسِبْتُ سَلْمَى خَادِمَةً - أَدْخَلَ  
 الشَّرْطِيُّ السَّارِقَ غُرْفَةً مُظْلِمَةً - صَدَتْ الْيَوْمَ مِنَ النَّهْرِ سَمَكَةٌ

## الدرس الثالث عشر

### الأفعال الناقصة

**الفعل الناقص** : যে ফেল শুধু ফاعল দ্বারা সম্পন্ন হয় না বরং খবরেরও প্রয়োজন হয়, তাকে **الفِعْلُ النَّاقِصُ** বলে। আর যে ফেল সাধারণত ফاعল দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাকে **الفِعْلُ التَّامُ** বলে। **الفعل التام** অসংখ্য। যেমন - **كَتَبَتْ عَائِشَةُ - مَرِضْتُ - نَامَ خَالِدٌ - ضَرَبَ زَيْدٌ** - যেমন

আর **الفعل الناقص** সতেরটি। যথাঃ

১. **كَانَ** অর্থ- ছিল। যেমন- **كَانَ رَاشِدٌ تَاجِرًا**
  ২. **صَارَ** অর্থ- হয়ে গেছে। যেমন- **صَارَ رَاشِدٌ فَاقِيرًا**
  ৩. **ظَلَّ** অর্থ- দিবসে হয়েছে। যেমন- **ظَلَّ رَاشِدٌ مَرِيضًا**
  ৪. **بَاتَ** অর্থ- রাতে হয়েছে। যেমন- **بَاتَ رَاشِدٌ مُعَافًا**
  ৫. **أَضْبَحَ** অর্থ- সকালে হয়েছে। যেমন- **أَضْبَحَتِ السَّمَاءُ مُمِطْرَةً**
  ৬. **أَضْحَى** অর্থ- পূর্বাহ্নে হয়েছে। যেমন- **أَضْحَى رَاشِدٌ مُجْنُونًا**
  ৭. **أَمْسَى** অর্থ- সন্ধ্যায় হয়েছে। যেমন- **أَمْسَى الْمُسَافِرُ مُقِيمًا**
  ৮. **عَادَ**
  ৯. **أَضَّ**
  ১০. **غَادَ**
  ১১. **رَاحَ**
- অর্থ-হয়েছে যেমন-
- }

عَادَ رَاشِدٌ مَرِيضًا

أَضَّتْ فَاطِمَةُ مُتَكَبِّرَةً

غَادَ خَالِدٌ شَرِيرًا

رَاحَتْ زَيْنَبُ مُعَلِّمَةً

}

مُعَافٌ - সুস্থ। مُنِطْرَةٌ - বর্ষণমুখর।

مَا زَالَ ১২.

مَا بَرِحَ ১৩.

مَا فَتِيَ ১৪.

مَا أَنْفَكَ ১৫.

অর্থ সর্বদা রয়েছে বা  
অব্যাহত রয়েছে  
যেমন-

مَا فَتِيَ التَّاجِرُ صَادِقًا

অর্থ- ব্যবসায়ী সর্বদা  
সত্যবাদী রয়েছে।

১৬. لَا تَلْعَبُ مَا دَامَ أَبُوكَ نَائِمًا অর্থ- যতক্ষণ পর্যন্ত, যেমন-

১৭. لَيْسَ رَاشِدٌ سَارِقًا অর্থ- নয়, যেমন-

এই ফেয়েলগুলো جملۃ اسمية এর শুরুতে এসে مبتدأ কে رفع দেয়

এবং খির কে نصب দেয়। নাহব বিশারদদের পরিভাষায় এই مبتدأ বাক্যে

উল্লেখিত الفعل الناقص এর اسم এবং খির কে তার খির বলা হয়।

الفعل الناقص যদি অন্যান্য فعل এর মত শুধুমাত্র فاعل কে নিয়েই

পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তবে তাকে الفعل التام বলা হবে। যেমন-

كَانَ الْمَطْرُ অর্থ- বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

ظَلَّ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ অর্থ- তাদের মাঝে বিরোধ হয়েছে।

كان কখনো زائد বা অতিরিক্তও হয়, তখন তা কোন অর্থ দেয় না।

যেমন- كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا অর্থ- আল্লাহ প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।

এই পাঁচটি الفعل الناقص এই أَمْسَى وَ أَضْحَى، أَصْبَحَ، بَاتَ، ظَلَّ

কখনো শুধু صار এর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন,

أَضْحَى رَاشِدٌ عَلِيمًا অর্থ- রাশেদ আলেম হয়েছে।

يُضَيِّعُ خَالِدٌ مُهَنْدِسًا অর্থ- খালেদ ইঞ্জিনিয়ার হবে।

## প্রশ্নমালা

১. الفعل الناقص কাকে বলে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
২. الفعل التام কাকে বলে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৩. الفعل الناقص কয়টি ও কি কি এবং الفعل الناقص কি আমল করে তা বর্ণনা কর।
৪. صَارَ خَالِدٌ مَرِيضًا এ বাক্যে خَالِدٌ ও مَرِيضًا শব্দ দুটিকে নাহব বিশারদদের পরিভাষায় কি বলা হবে?
৫. الفعل الناقص কখন الفعل التام হতে পারে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৬. كَانَ الْبَشَرُ أَشْرَفَ الْمَخْلُوقَاتِ এখানে كَانَ ফেয়েলটি কি হবে বর্ণনা কর।
৭. কয়টি الفعل الناقص শুধু صار এর অর্থেও ব্যবহার করা হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর الفعل الناقص গুলো কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

صَارَ الثَّوْبُ وَسِيحًا - أَمْسَى ضَوْءُ الشَّمْسِ ضَعِيفًا - كَانَتْ عَائِشَةُ  
مُجْتَهِدَةً - صَارَتْ عَائِشَةُ كَسَلَانَةً - لَا يَزَالُ الْجَوُّ مُمَطَّرًا إِلَى الْمَسَاءِ  
أَصْبَحَ الْبَرْدُ شَدِيدًا - كُلُّ مَا دُمْتَ جَائِعًا - أَنَا أَدْرُسُ مَا دَامَ خَالِدٌ  
دَارِسًا - مَا زَالَ الْعَامِلُ نَشِيطًا - تَظَلَّ الشَّمْسُ مُشْتَعِلَةً فِي الصَّيْفِ  
- لَا يَنْفَكُ الصِّدْقُ سَبِيلَ النَّجَاةِ - يَبِيتُ الْقَمَرُ مُنِيرًا - أَسْكُتُ مَا دَامَ  
السُّكُوتُ نَافِعًا - مَا بَرِحَ الْمَرِيضُ نَائِمًا - تَحْتَرَمُ مَا دَامَ خُلُقُكَ  
كَرِيمًا - أَضْحَى الشَّارِعُ مُزْدَجِمًا - كُونُوا خَدَمًا لِلْبِلَادِ وَالْعِبَادِ.

২. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে এবং মধ্যে **يَكُونُ** - **صَارَ** - **بَصِيرٌ** (প্রয়োজনের পরিবর্তন সাপেক্ষে) যোগ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

الْبَيْتُ نَظِيفٌ - النِّسَاءُ مَتَوَّضِعَاتٌ - الثُّوبُ قَصِيرٌ - الْفَوَاكِهِ  
عَذْبَةٌ - رَاشِدٌ وَخَالِدٌ مَاهِرَانِ فِي اللَّعِبِ - التَّلَامِيذُ مُجْتَهِدُونَ  
مَحْمُودٌ شَجَاعٌ - التَّلْمِيذَةُ صَادِقَةٌ - الْعَدُوُّ صَدِيقٌ

৩. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে এবং মধ্যে **أَضْحَى**, **ظَلَّ**, **أَمْسَى**, **أَصْبَحَ** (মুতার সহ প্রয়োজনে পরিবর্তন সাপেক্ষে) যোগ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

خَالِدٌ مُتَكَبِّرٌ - أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مَغْلَقَةٌ - هُوَلَاءِ الرِّجَالُ أَجْدَادُ  
النِّسَاءِ أُمَّمٌ - هَذِهِ الْمَدِينَةُ عَاصِمَةٌ - التَّلْمِيذَاتُ مُعَلِّمَاتٌ - أَوْلِيكَ  
الْأَطْفَالُ حَفِيدُونَ - التَّلْمِيذَانِ مُهَنْدِسَانِ - بِلَالٌ جَدٌّ - الْعَمَالُ مُتَعَبُونَ

৪. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে ও মধ্যে **مَافَتَى**, **مَافَتْكَ**, **مَافَتْكَ**, **مَافَتْكَ** (মুতার সহ প্রয়োজনে পরিবর্তন সাপেক্ষে) যোগ করে পড় ও অর্থ বল।

السَّمْسُ مُشْرِقَةٌ - الْكِتَابُ مُفِيدٌ - أَنْتُمْ فُقَرَاءٌ - الْقَضَاءُ  
عَادِلُونَ - الْكَلْبُ حَيَوَانٌ حَرِيصٌ - الضُّعْفَاءُ مُظْلَمُونَ - الْقَانِنَاتُ  
مُحْبَوْنَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ - الْأَسَدُ سَيِّدُ الْغَابَةِ - الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

৫. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

ঘরটি পরিচ্ছন্ন ছিল। রাশেদ সকালে লজ্জিত হয়েছে। আমি অহংকারী নই। সত্যের অনুসারী সর্বদা অল্প রয়েছে। পাঠের সময় হয়ে গেছে। রাতে আয়েশার মা অসুস্থ হয়েছে। মানুষ সকালে ধনী হয় ও সন্ধ্যায় দরিদ্র হয়। সে দিবসে ভদ্রলোক হয় আর রাতে চোর হয়।



## الدرس الرابع عشر

### أفعال الرجاء والمقاربة والشروع

أَفْعَالُ الرَّجَاءِ : যে সব ফেয়েল টি اسم এর নিকটবর্তী হওয়ার আশা প্রকাশ করে, তাকে أفعال الرجاء বলে।

عَسَى - حَرَى - إِخْلَوْلَى : যথা: أفعال الرجاء

عَسَى زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ - عَسَى أَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ : যেমন:

حَرَى الْغَمَامُ أَنْ يَنْقَشِعَ - حَرَى أَنْ يَنْقَشِعَ الْغَمَامُ

إِخْلَوْلَى الْمَذْنِبُ أَنْ يَتُوبَ - إِخْلَوْلَى أَنْ يَتُوبَ الْمَذْنِبُ

أَنَّ الْمَصْدِرِيَّةُ এর পর مضارع فعل টি প্রায় সর্বদা أفعال الرجاء যুক্ত হয়।

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ : যেসব ফেয়েল টি اسم এর নিকটবর্তী হয়েছে বুঝায়, তাকে أفعال المقاربة বলে।

كَادَ - كَرَبَ - أَوْشَكَ : যথা: أفعال المقاربة

كَادَتِ الشَّمْسُ تَغِيبُ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ - যেমন:

كَرَبَ الشِّتَاءُ يَنْقُضِي كَرَبَ الشِّتَاءِ أَنْ يَنْقُضِي

أَوْشَكَ الزُّورُ أَنْ يَنْقَلِبَ

১. عسى زيد أن يخرج ও عسى أن يخرج এর অর্থ হল, যামেদ বের হওয়ার নিকটবর্তী বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ আশা করা যায়, যামেদ বের হবে।

২. كادت الشمس تغيب ও كادت الشمس تغيب এর অর্থ হল, সূর্য অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী (উপক্রম) হয়েছে।

أَنَّ الْمُضَدِّرَةَ সময় অধিকাংশ টি فعل مضارع এরপর كَرَبَ وَ كَادَ মুক্ত হয় আর أَوْشَكَ এরপর فعل مضارع টি অধিকাংশ সময় أَنْ যুক্ত হয়।

‘ : أَفْعَالُ الشُّرُوعِ : যে গুলো فعل টি خبر টি اسم এর নিকটবর্তী হয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝায়, তাকে أفعال الشروع বলে।

أَفْعَالُ الشُّرُوعِ নয়টি। যথা:

أَخَذَ - جَعَلَ - عَلَقَ - شَرَعَ - طَفِقَ - قَامَ - أَقْبَلَ - أَنْشَأَ - هَبَّ

شَرَعَ الطِّفْلُ يَبْكِي - أَخَذَتِ السَّمَاءُ تُمْطِرُ - যেমন-

أَقْبَلَ رَاشِدٌ يَقُولُ - جَعَلَتِ الْبِنْتُ تَلْعَبُ

মুক্ত হয়। أَنَّ الْمُضَدِّرَةَ টি সর্বদা فعل مضارع এরপর أَفْعَالُ الشُّرُوعِ

যখন فاعل চারটির এ أَوْشَكَ وَ إِخْلَوْلَقَ، حَرَى، عَسَى দ্বারা মাছদার হয়ে فاعল হবে তখন এই চারটি ফেয়েল أَفْعَالُ الشُّرُوعِ হবে। যেমন-

عَسَى أَنْ يَفِرَّ الْعَدُوُّ - حَرَى أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ

أَوْشَكَ أَنْ تَبِيضَ الدَّجَاجَةُ - إِخْلَوْلَقَ أَنْ تَقُومَ الصَّلَاةُ

إِخْلَوْلَقَ أَنْ يَخْرُجَ رَاشِدٌ الْآنَ مِنَ الْمَسْكَنِ الطَّلَابِيِّ

৩. أَخَذَتِ السَّمَاءُ تُمْطِرُ এর অর্থ হল, শিঙটি কাদতে শুরু করেছে।

৪. عَسَى أَنْ يَخْرُجَ رَاشِدٌ الْآنَ مِنَ الْمَسْكَنِ الطَّلَابِيِّ - ছাত্রাবাস;

## প্রশ্নমালা

১. أفعال الرجاء কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।
২. أفعال المقاربة এর পরিচয় কি? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৩. أفعال المقاربة এর ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. أفعال الشروع কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৫. أفعال الشروع এর হুকুম বর্ণনা কর।
৬. الأفعال الكسبية এই ফেয়েল চারটি কখন কখন الأفعال التامة হবে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৭. أفعال الرجاء والمقاربة والشروع এর খবরটি কি কখনো ফায়েল হতে পারে?
৮. أفعال الشروع এর خبر কি কখনো المصدرية হতে পারে?

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল এবং কোন ধরনের فعل ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা কর।

أَخَذَ الْمُجَاهِدُونَ يَسْتَعِدُّونَ لِلْجِهَادِ - كَادَ الطَّائِرُ يَطِيرُ  
 كَرِهَتْ فَاطِمَةُ تَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ - أَخَذَ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ الْيَهُودَ  
 شَرَعَ التَّلْمِيذُ يُذَاكِرُ دُرُوسَهُ - عَسَتْ رَيْحَانَةٌ أَنْ تَفُوزَ فِي الْإِمْتِحَانِ  
 يُوشِكُ الطِّفْلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ - طَفِقَ رَاشِدٌ وَخَالِدٌ بَلْعَبَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ  
 هَبَّ الْمُصَلُّونَ يُسْرِعُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوْشَكَ الْمَرِيضُ أَنْ يَمُوتَ

২. নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে **يُوشِكُ**, **أَوْشَكَ**, **يَكَادُ**, **كَادَ** ও **كَرَبَ** যোগ করে পড় ও প্রয়োজনে মذكر ছিগাকে মুন্ঠ বানাও ও **أَنَّ الْمَضْرِبَةَ** ও

ব্যবহার কর। অতঃপর অর্থ বল।

১ - ..... **الغريقُ يموتُ**

২ - ..... **الشمسُ تغيبُ**

৩ - ..... **الناسُ يفرونُ من الخوفِ**

৪ - ..... **السفينةُ تغرقُ**

৫ - ..... **الفاكهةُ تسقطُ على الأرضِ**

৬ - ..... **الحربُ**

৩. নীচের বাম পাশের সঠিক শব্দ দিয়ে ডান পাশের শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল।

أَلْحَرْبُ

১. كَادَ --- يَخْضَرُ

الْجُنُودُ

২. أَخَذَ --- يَذْهَبُونَ إِلَى أَعْمَالِهِمْ

الْعُشْبُ

৩. أَوْشَكَتَ --- أَنْ تَفْتَحَ أَبْوَابَهَا

الْجَامِعَةُ

৪. قَامَ --- يُدَافِعُونَ عَنِ الْوَطَنِ

الْعُمَّالُ

৫. تَكَادَ --- تَنْتَهِي بَعْدَ شَهْرٍ

৪. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

জাহাজটি ডুবতে শুরু করেছে। অসুস্থ লোকটি মৃত্যু বরণ করার উপক্রম হয়েছে। আশা করা যায়, রাশেদ ভালভাবে পড়বে। সূর্যটি পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হতে শুরু করেছে। দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আশা করা যায়, আজ আকাশ বর্ষণ মুখর হবে। তুমি গোমরাহীতে ডুবতে শুরু করেছো।

১ - সবুজ শ্যামল হয়। **يَخْضَرُ** - নিমজ্জিত, নিমজ্জমান। **غَرِيْقٌ** - পাথের। **زَادٌ**

২ - রক্ষা করে। **يُدَافِعُونَ**

## الدرس الخامس عشر

### أفعال المدح والذم

**فِعْلُ الْمَدْحِ** : যে ফেল দ্বারা প্রশংসার ভাব প্রকাশ করা হয়, তাকে **فِعْلُ الْمَدْحِ** বলে।

حَبَدًا وَ نِعْمًا : যথাঃ ফেল দুইটি।

**فِعْلُ الذَّمِّ** : যে ফেল দ্বারা নিন্দার ভাব প্রকাশ করা হয় তাকে **فِعْلُ الذَّمِّ** বলে।

سَاءَ وَ بئسَ : যথাঃ ফেল দুইটি।

এর ব্যবহার পদ্ধতি **سَاءَ** ও **بئسَ** - **نِعْمًا**

এই তিনটি ফেল এর **فَاعِلٍ** চার পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়।

১. **مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ** টি **فَاعِلٍ** হবে। যেমন-

نِعْمَ الْمُعَلِّمُ أَنْتَ - بئسَ الْمَصِيرُ جَهَنَّمَ

এক্ষেত্রে **مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ** ইসমটিকে **فَاعِلٍ** এবং পরবর্তী **اسْمِ** টিকে **مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ** বা **مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ** বলা হয়।

২. **مُضَافٌ إِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ** টি **فَاعِلٍ** হবে। যেমন-

نِعْمَ صَدِيقُ الْإِنْسَانِ الْكِتَابُ - بئسَ صَدِيقُ الْإِنْسَانِ الشَّيْطَانُ

এক্ষেত্রে **مُضَافٌ إِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ** ইসমটিকে **فَاعِلٍ** এবং পরবর্তী **اسْمِ** টিকে **مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ** বা **مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ** বলা হয়।

৩. هَبْ مَا الْمَوْصُولَةُ فِي فاعِلٍ - যেমন-

نِعْمَ مَا عَمِلْتَهُ إِطْعَامُ الْفُقَرَاءِ - بِئْسَ مَا تَقُولُهُ الْكَذِبُ

এক্ষেত্রে الْمَوْصُولَةُ তার صَلَّةٌ সহ ফায়েল হবে এবং পরবর্তী اسم  
টি مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ বা مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ হবে।

৪. مَرْجِعُ فاعِلٍ فِي فعلٍ এর মাঝে উহ্য যমীর হবে। কিন্তু যমীরটি  
উল্লেখ না থাকার কারণে যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হবে তা একটি ইসমে  
নাকেরাকে تَمْيِيزٌ রূপে এনে দূর করা হবে। যেমন-

نِعْمَ وَطَنًا الْمَدِينَةُ - بِئْسَ طَعَامًا الْحَرَامُ

এক্ষেত্রে تَمْيِيزٌ এবং مِمِّيزٌ মিলে فاعِلٍ হবে এবং পরবর্তী اسم  
টি مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ বা مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ হবে।

حَبْدًا এর ব্যবহার পদ্ধতি

حَبْدًا এর মধ্যে هَبْ হলُ الْمَدْحِ আর ذَا ইসমুল ইশারাটি তার  
ফায়েল এবং পরবর্তী اسم টি مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ হবে। যেমন-

حَبْدًا الصِّدْقُ فِي الْكَلَامِ - حَبْدًا الْإِخْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ

## প্রশ্নমালা

১. المدح فعل কাকে বলে এবং তা কয়টি ও কি কি?
২. الذم فعل কাকে বলে এবং তা কয়টি ও কি কি?
৩. نعم, بئس, ساء এই তিনটি فعل এর فاعل কত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়? দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতিটি মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. نَعَمَ صَدِيقًا الْكِتَابُ এখানে المدح টিকে কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা কি বুঝিয়ে বল।
৫. حَبْدًا এর ব্যবহার পদ্ধতি কি মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলোতে أفعال المدح ও أفعال الذم এর ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর ও তরজমা কর।

نَعَمَ شِعَارُ التُّجَّارِ الصِّدْقُ، نَعَمَ الْقَائِدُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، بئسَ سِلَاحًا الْوَشَايَةِ، حَبْدًا الْمَحَبَّةُ فِي اللَّهِ، سَاءَ الصَّدِيقُ أَنْتَ، نَعَمَ جَامِعَةُ الْجَامِعَةُ الشَّرْعِيَّةُ، حَبْدًا صُخْبَةُ الصَّالِحِينَ، نَعَمَ مَا تَسْعَى إِلَيْهِ كُسْبُ الْحَلَالِ، بئسَ الرَّجُلُ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى الْغَيْرِ، سَاءَ مَا تُحِبُّهُ الدُّنْيَا

২. বাম পার্শ্ব থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে ডান পার্শ্বের শূন্যস্থান পূরণ কর ও অর্থ বল।

الْعَمَلُ الصَّالِحُ

الشَّيْطَانُ

الْفَنَاءَةُ

الْخَمْرُ

تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

الْكَسَلُ

১ - بئسَ مَا يَتَّصِفُ بِهِ الْمَرْءُ . . .

২ - نَعَمَ مَصْدَرُ الرَّاحَةِ . . . . .

৩ - سَاءَ صَدِيقُ الْمُؤْمِنِ . . . . .

৪ - نَعَمَ الْخَلْقُ . . . . .

৫ - سَاءَ مَا يَشْرِيهِ الْإِنْسَانُ . . . . .

৬ - حَبْدًا . . . . .

৩. শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল।

১. نِعَمَ الْمُعَلِّمِ . . . . . ২. يَتَسَّسُ . . . . . أَلْحَسَدُ

৩. يَتَسَّسُ الصَّدِيقُ فِي الْمَدْرَسَةِ . . . . . ৪. نِعَمَ مَا . . . . . أَلصِّدْقُ

৫. سَاءَ مَا تَفَعَّلَهُ . . . . . ৬. صُحْبَةَ الْأَشْرَارِ . . . . .

৭. حَبْنًا . . . . . ৮. أَلتِّلْمِيزُ النَّشِيطُ . . . . .

৪. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আপনি কতোই না উত্তম ব্যবসায়ী! রাশেদ খালেদের কতোই না নিকৃষ্ট বন্ধু! তুমি যা কর তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল আলেমদের গালি দেয়া! হে আমের! তুমি কতোই না নিকৃষ্ট বন্ধু! রাসূলের দেশ কতোই না উত্তম দেশ। তুমি যা পাঠ কর তার সবচেয়ে উত্তম হল কুরআন তিলাওয়াত। মুত্তাকী ব্যক্তি কতোই না উত্তম শিক্ষক। তোমার নিকৃষ্ট বন্ধু হল দুনিয়া।



## الدرس السادس عشر

### فعلا التعجب

فِعْلُ التَّعَجُّبِ : যে ফِعْلٌ দ্বারা কোন গুণ বা দোষ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তাকে فِعْلُ التَّعَجُّبِ বলে।

أَفْعِلْ بِهِ وَ مَا أَفَعَلَهُ : যথাঃ فعل التعجب এর ওজন দুইটি।

এ ওজন দ্বারা تعجب প্রকাশের জন্য শর্ত হল, مصدر টি مجرد টি ثلاثی مجرد হয়ে রং বা শারীরিক দোষ প্রকাশক হতে পারবে না। যেমন—

مَا أَجْمَلَ الْقَصْرَ - أَجْمَلَ بِالْقَصْرِ  
مَا أَعَذَبَ الْمَاءَ - أَعَذَبَ بِالْمَاءِ

আর যদি مصدر টি ثلاثی مجرد না হয় বা রং ও দোষ প্রকাশক হয়, তাহলে مَا أَشَدَّهُ বা مَفْعُولٌ بِهِ এর মতো فِعْلُ التَّعَجُّبِ এর مَفْعُولٌ بِهِ বা مَجْرُورٌ বানিয়ে تعجب এর ভাব প্রকাশ করতে হবে। যেমন—

مَا أَشَدَّ بَيَاضَ الثَّوْبِ - أَشَدَّ بَيَاضِ الثَّوْبِ  
مَا أَشَدَّ عَرَجَهُ - أَشَدَّ بِعَرَجِهِ  
مَا أَكْثَرَ تَفَكُّرَ رَاشِدٍ فِي خَلْقِ اللَّهِ - أَكْثَرَ بِتَفَكُّرٍ رَاشِدٍ فِي خَلْقِ اللَّهِ

### ما أجمل القصر

এখানে ما অর্থ أَيُّ شَيْءٍ, ইহা مبتدأ আর أَجْمَلَ ফেয়েল, هو যমীর মفعول به ও فاعل - فعل مفعول به এবার مفعول به هَلْ الْقَصْرُ ও فاعل

مَا أَجْمَلَ الْقَصْرَ - বাহু প্রাসাদটি 'কী সুন্দর!'; أَعَذَبَ الْمَاءَ - অর্থ- ইস্ পানি কী মিষ্টি!

خبر ও مبتدأ পর; خبر এর مبتدأ উল্লেখিত جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে উল্লেখিত جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ মিলে الْجُمْلَةُ الْإِنشَائِيَّةُ হয়েছে।

### أَجْمَلُ بِالْقَصْرِ

এখানে أَجْمَلُ হল فِعْلُ الْأَمْرِ তবে তা الفِعْلُ الْمَاضِي এর অর্থ দিবে। হরফে যরটি زَائِدٌ বা অতিরিক্ত। সুতরাং بِالْقَصْرِ বাক্যটি فاعل তার الْقَصْرُ আর فعل হল جُمْلٌ। এর অর্থ হল جُمْلُ الْقَصْرِ অতঃপর فعل ও فاعل মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ الْإِنشَائِيَّةُ হয়েছে।

### প্রশ্নমালা

১. فعل التعجب কাকে বলে?
২. فعل التعجب এর ওজন কয়টি ও কি কি?
৩. مَا أَجْمَلَ الْقَصْرُ এ বাক্যটির শাব্দিক অর্থ কি এবং ব্যবহারিক অর্থ কি?
৪. أَعَذِبَ بِالْمَاءِ এ বাক্যটির শাব্দিক অর্থ কি এবং ব্যবহারিক অর্থ কি?
৫. أَعَذِبَ بِالْمَاءِ এখানে ب অব্যয়টি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
৬. مصدر টি مجرد ثلاثي না হলে বা রং ও দোষ প্রকাশক হলে কিভাবে প্রকাশ করতে হবে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৭. مَا أَحْسَنَ فَضْلَ الرَّبِّيعِ এ বাক্যটির তরকীব কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থ কর।

مَا أَحْسَنَ الْإِسْتِقَامَةَ! أَكْرَمَ بِالْعَرَبِ! مَا أَسْرَعَ الطَّائِرَةَ! أَجْمَلَ  
بِالسَّمَاءِ الزُّرْقَاءِ! مَا أَضْرَّ الْإِفْرَاطَ فِي الْأَحْلِ! مَا أَوْسَعَ أَمَلُ  
الْإِنْسَانِ! أَقْبَحَ بِالْبُخْلِ! مَا أَفْجَعَ أَنْ يَبِيَّتَ الْفَقِيرُ جَائِعًا! أَشَدُّ  
بِسَوَادِ اللَّيْلِ! أَنْفَعُ بِالْكِتَابِ! أَقْبَحُ بِأَلَّا تُعْتَرَفَ بِإِحْسَانِ الْمُحْسِنِ!

২. নীচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর এবং অর্থ বল।

أَعْظَمُ، الْقَاضِي، قَلْبُهُ، الزُّهْرَةُ، صَمَمٌ، أَنْفَعُ  
১- مَا..... خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ! ২- مَا..... الْكِتَابِ!

৩- أَشَدُّ بِحُمْرَةِ.....! ৪- مَا أَظْهَرَ.....!

৫- مَا أَعْدَلَ.....! ৬- أَشَدُّ بِ..... الرَّجُلِ!

৩. নীচের مصدر গুলো দিয়ে কেন সরাসরি فعل التعجب বানানো গেল না, তা বর্ণনা কর।

১- مَا أَشَدَّ سَوَادَ اللَّيْلِ! ২- أَعْظَمَ بِالتَّضْحِيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ!  
৩- مَا أَشَدَّ بِكُمْ فَاطِمَةَ! ৪- أَعْجَبَ بِإِنْصَارِ خَالِدٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ!

৪. নীচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরে, মসজিদটি কতো বড়! বাহবা, তোমার গল্পটি কতো চমৎকার।  
সত্যই, আগন্তকের সামনে তোমার হাসি কতো আনন্দদায়ক! কাকের  
শরীর কতোই না কুশী! হে রাশেদ! তোমার হৃদয় কতোই না মহান!  
আরে, তোমার কথা তো ভারী চমৎকার।

মুকতা - بِكُمْ, লালিমা - حُمْرَةُ, বাধিতা - صَمَمٌ, আরবরা - الْعَرَبُ  
আত্মোৎসর্গ করা - التَّضْحِيَةُ

## الدرس السابع عشر

### الأسماء العاملة

আমলদানকারী اسم এগারো প্রকার ।

প্রথম প্রকার : الأَسْمَاءُ الشَّرْطِيَّةُ (শর্তের অর্থ দানকারী ইসম সমূহ)

এই ইসমগুলো সর্বদা فعل مضارع কে জزم দেয় । এগুলো নয়টি । যথাঃ

১. مَنْ تَضْرِبُ أَضْرِبُ - যাকেঃ যেমন- مَنْ

২. مَا تَفْعَلُ أَفْعَلُ - যাঃ যেমন- مَا

৩. أَيْنَ تَجْلِسُ أَجْلِسُ - যেখানেঃ যেমন- أَيْنَ

৪. مَتَى تَقُمْ أَقُمْ - যখনঃ যেমন- مَتَى

৫. أَيَّ شَيْءٍ تَأْكُلُ أَكُلُ - যাঃ যেমন- أَيَّ

৬. أُنَى تَكْتُبُ أَكْتُبُ - যেখানেঃ যেমন- أُنَى

৭. إِذْمَا تُسَافِرُ أَسَافِرُ - যখনঃ যেমন- إِذْمَا

৮. حَيْثُمَا تَلْعَبُ أَلْعَبُ - যেখানেঃ যেমন- حَيْثُمَا

৯. مَهْمَا تَقْعُدُ أَقْعُدُ - যেখানেঃ যেমন- مَهْمَا

দ্বিতীয় প্রকার : الأَفْعَالُ بِمَعْنَى الْمَاضِي (এর

অর্থদানকারী ইসমে ফেয়েল) । যেমন- هَيْهَاتَ অর্থ দূর হয়ে গেছে ।

এই ইসমে ফেয়েলগুলো পরবর্তী اسم কে فاعل হিসাবে رفع দেয় ।

যেমন- هَيْهَاتَ فَلَاحُ الْمُشْرِكِينَ - মুশরিকদের সফলতা দূর

হয়ে গেছে ।

তৃতীয় প্রকার : **أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الْحَاضِرِ** (আমরে হাজেরের অর্থ দানকারী ইসমে ফেয়েল) যেমন- **رُوِيَ** অর্থ- অবকাশ দাও।

এই ইসমে ফেয়েলগুলো পরবর্তী ইসমকে **نصب** হিসাবে **مفعول به** দেয়। যেমন- **رُوِيَ زَيْدًا** অর্থ- য়ায়েদকে অবকাশ দাও।

উল্লেখ্য যে **أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ** ও আছে এবং এ ফেয়েলগুলোও অন্যান্য ফেয়েলের মত আমল করে। যেমন **آء** অর্থ আমি ব্যথিত হই। যেমন **آء مِمَّنْ لَا يَدْرُسُ أَيَّامَ الدِّرَاسَةِ** অর্থঃ পড়ার দিনগুলোতে যে পড়ে না আমি তার জন্য ব্যথিত হই।

নিম্নে মিছাল, অর্থ ও কালের বর্ণনাসহ কিছু ইসমে ফেয়েল উল্লেখ করা হল-

مثال	معناه	زمانه	اسم الفعل
سَتَانِ الْخَيْرِ مِنَ الشَّرِّ	পৃথক হয়ে গেছে	ماضٍ	سَتَانِ
سُرْعَانَ مَا حَضَرَ الْخَادِمُ وَشَكَانَ مَا وَصَلَ الْقِطَارُ إِلَى الْمَحْطَةِ	দ্রুত হয়েছে	ماضٍ	سُرْعَانَ وَشَكَانَ
أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	আমি বেচাইন হই/হচ্ছি	مضارع	أَفِ
قَطِنِي مَا أَعْطَيْتِي مِنَ الدَّرَاهِمِ	যথেষ্ট হবে	مضارع	قَطِنِي قَدْ
وَأَيَّ صِدْقِي! لَنْ أَنْسَاكَ أَبَدًا وَأَهَا لَجُرَاتِكَ عَلَيَّ وَوَيْ لَتَكَاسِلِكَ وَقَدْ قَرَّبَ الْإِمْتِحَانَ	আমি আফসোস করি/করছি আমি বিস্মিত হই/হচ্ছি	مضارع	وَأَيَّ وَأَهَا وَوَيْ
صَهْ فَقَدْ جَاءَ الْمُعَلِّمُ	চুপ কর	أمر	صَهْ
مَهْ عَمَّا تَقُولُهُ مِنَ الْكَذِبِ	বেঁচে থাক	أمر	مَهْ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	এসো	أمر	حَيَّ
هَلُمَّ إِلَيْنَا	এসো	أمر	هَلُمَّ
هَآكَ الْبُرْهَانَ عَلَى مَا أَقُولُ	ধর	أمر	هَآكَ
إِلَيْكَ عَنِ الرَّزَائِلِ	দূর হও	أمر	إِلَيْكَ
أَمَامَكَ أَيُّهَا الْجُنُبِيُّ!	অগ্রসর হও	أمر	أَمَامَكَ
دُونَكَ الْقُرْآنَ فَاقْرَأْهُ	নাও	أمر	دُونَكَ
مَكَانَكَ أَيُّهَا التِّلْمِيذُ!	স্থির থাক	أمر	مَكَانَكَ



جَاءَ الْمَقْتُولُ أَخُوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - যেমন : مَوْصُولٌ

جَاءَ رَاشِدٌ مَظْلُومًا أَبُوهُ - যেমন : ذُو الْحَالِ

أَمْضُرُوبٌ خَالِدٌ - যেমন : هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ

مَا مَقْرُوءٌ كِتَابُ خَالِدٍ - যেমন : حَرْفُ النَّفْيِ

ষষ্ঠ প্রকার - الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ : অসম্পূর্ণ মত্বের টি স্থায়ীভাবে

সম্পূর্ণ মত্বের সাথে বিদ্যমান একথা বুঝানোর জন্য لازم فعل থেকে যে اسم গঠন করা হয়, তাকে الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বলে।

الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ একটি শর্তে لازم فعل এর মত্বের সাথে কে رفع দেয়। শর্তটি হল, তার শুরুতে مُبْتَدَأٌ, مَوْصُولٌ, ذُو الْحَالِ, هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ, ও حَرْفُ النَّفْيِ হতে হবে।

السُّلْحَفَاءُ بَطِيٌّ سَيْرُهَا - যেমন : مُبْتَدَأٌ

لَقِيْتُ الرَّجُلَ الْكَثِيرَ عِلْمُهُ - যেমন : مَوْصُولٌ

اشْتَرَيْتُ الْكِتَابَ رَخِيصًا ثَمَنُهُ - যেমন : ذُو الْحَالِ

أَجْمِلْ لَوْنُ هَذَا الثَّوْبِ - যেমন : هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ

مَا قَوِيٌّ نَوْرُ هَذَا الْمِصْبَاحِ - যেমন : حَرْفُ النَّفْيِ

সপ্তম প্রকার - اسْمُ التَّفْضِيلِ : মাসদার এর অর্থটি ফاعল এর

সাথে অন্যের তুলনায় বেশী আছে, একথা বুঝানোর জন্য لازم فعل থেকে যে اسم গঠন করা হয়, তাকে اسم التفضيل বলে। اسم التفضيل তার اسم فاعل অর্থাৎ ضمير مستتر কে رفع দেয়।



اسم التفضيل কে তিন ভাবে ব্যবহার করা হয়।

১. زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ - যেমন- দ্বারা, من

২. جَاءَ زَيْدٌ الْأَفْضَلُ - যেমন- দ্বারা, لام ও الف

৩. زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ - যেমন- মضاف হয়ে, مضاف

অষ্টম প্রকার- الْمَصْدَرُ : মাসদার মطلق মفعول না হলে فعل এর

মত মত فاعل কে رفع এবং মفعول কে نصب দেয়। যেমন-

أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا - سَرَنِي إِكْرَامُ رَاشِدٍ خَالِدًا

নবম প্রকার- الْأِسْمُ الْمُضَافُ : মضاف সর্বদা إليه মضاف কে جر

দেয়। যেমন- هُوَ وَوَلَدٌ رَاشِدٍ - جَاءَ عَمَّ خَالِدٍ - যেমন-

দশম প্রকার- الْأِسْمُ التَّامُّ : যে اسم ছয়টি বিষয়ের কোন একটি

দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, তাকে إِسْمٌ تَامٌّ বলে।

التَّنْوِينُ اللَّفْظِيُّ، التَّنْوِينُ التَّقْدِيرِيُّ، نُونُ التَّشْبِيهِ، نُونُ التَّنْوِينِ اللَّفْظِيِّ،

نُونُ الْجَمْعِ، مُشَابِهَةُ نُونِ الْجَمْعِ، الْإِضَافَةُ

এই নাম সর্বদা কে তمييز দেয়।

مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ قَدْرَ رَاحَةٍ سَحَابًا - যেমন- التَّنْوِينُ اللَّفْظِيُّ

فِي الْبَيْتِ أَحَدَ عَشَرَ كُرْسِيًّا - যেমন- التَّنْوِينُ التَّقْدِيرِيُّ

عِنْدَ التَّاجِرِ قَفِيزَانِ عَدَسًا - যেমন- نُونُ التَّشْبِيهِ

هُمْ أَخْسَرُونَ أَعْمَالًا - যেমন- نُونُ الْجَمْعِ

فَوْقَ الرَّفِّ عِشْرُونَ كِتَابًا - যেমন- مُشَابِهَةُ نُونِ الْجَمْعِ

عَلَى الطَّائِلَةِ مِلْءُ الْكَأْسِ لَبِنًا - যেমন- الْإِضَافَةُ

## একাদশ প্রকারঃ أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ عَنِ الْعَدَدِ

এর দু'টি শব্দ। যথাঃ كَمَا وَ كَذًا

কম দুই প্রকার। যথাঃ كَمِ الْخَبْرِيَّةُ وَ كَمِ الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ

যেমন- কে نصب দেয়। যেমন- كَمِ الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ وَ كَذًا

كَمِ مَالًا أَنْفَقْتُ؟ كَمِ رَجُلًا عِنْدَكَ؟

عِنْدِي كَذًا قَلَمًا - فِي الْبَيْتِ كَذًا ثَوْبًا

কম মালٍ أَنْفَقْتُ, যেমন, কে جر দেয়। যেমন, كَمِ الْخَبْرِيَّةُ

কখনো الخبرية এর কَمِ এর শুরুতে অতিরিক্ত من যোগ করা হয়।

যেমন- كَمِ مِنْ دَارٍ بَنَيْتُ - كَمِ مِنْ مَالٍ أَنْفَقْتُ

## প্রশ্নমালা

১. আমল দানকারী ইসম কত প্রকার? প্রকারগুলোর নাম বর্ণনা কর।
২. الْأَسْمَاءُ الشَّرْطِيَّةُ কয়টি ও কি কি? এ ইসমগুলো কি আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৩. اسم الفاعل কয়টি শর্তে আমল করে এবং কিসের মত আমল করে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. مَا مَضْرُوبٌ أَخُو خَالِدٍ الْآنَ এখানে اسم المفعول টি কিসের আমল করেছে এবং কোন কোন শর্ত সাপেক্ষে আমল করেছে বুঝিয়ে বর্ণনা কর।
৫. الصفة المشبهة কাকে বলে? কয়টি শর্তে তা আমল করে এবং কি আমল করে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৬. هَذِهِ السَّيَّارَةُ سَرِيعٌ سَيْرُهَا এ বাক্যটির ভাব অর্থ কি? سَيْرُهَا ইসমটিতে রফা দেয়া হয়েছে কেন এবং কি শর্তে দেয়া হয়েছে বর্ণনা কর।
৭. اسم التفضيل কাকে বলে? তা কি আমল করে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৮. الاسم التام কাকে বলে? যে ছয়টি বিষয় দ্বারা তা পূর্ণতা লাভ করে মিছালসহ বর্ণনা কর।
৯. كَمْ كِتَابٍ اشْتَرَيْتُ وَ كَمْ كِتَابًا اشْتَرَيْتَ এ দুটি বাক্যের অর্থ কি ও কোন বাক্যে كَمْ টি কিসের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর উপরে দাগ দেয়া اسم গুলো কি আমল করেছে এবং কোথায় করেছে এবং আমল করার জন্য শর্ত থাকলে তা বর্ণনা কর।

مَنْ يَجْتَهِدُ فِي الدِّرَاسَةِ يَنْجَحُ فِي الْإِمْتِحَانِ - هَذَا الْكِتَابُ  
رَخِيصٌ ثَمَنُهُ ، عَظِيمٌ نَفْعُهُ - تَرَكْتُ الذَّنْبَ خَوْفًا عَذَابِ اللَّهِ - وَمَا  
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ - الصَّلَاةُ خَيْرٌ ثَوَابًا  
وَأَعْظَمُ أَجْرًا - مُكْرِمٌ خَالِدٌ رَاشِدًا أَمَامَ النَّاسِ - وَأَلَمَنْ يَكْسَلُ  
وَيَرْجُو النَّجَاحَ - رَأَيْتُ رَجُلًا مَفْقُودًا مَالَهُ فِي الطَّرِيقِ - أَنَا أَشْجَعُ  
النَّاسِ أَمَامَ الْعُدُوِّ - سُرْعَانَ مَا أَكْفَرَتِ السَّمَاءُ وَلَمَعَ الْبَرْقُ - أَيُّ  
مَيْدَانٍ تَلْعَبُ فِيهِ أَلْعَبَ مَعَكَ - رَأَيْتُ زَهْرَةً جَمِيلًا لَوْنُهَا - أَمْعَابُ  
هَذَا الْمُجْرِمِ أَمَامَ النَّاسِ - فَرِحْتُ مِنْ قَتْلِ زَيْدٍ حَيَّةً - خَالِدٌ مُعْتَكِفٌ  
أَبُوهُ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فِي رَمَضَانَ - أَيُّنَمَا تَغَيَّبُوا تَأْخُذْكُمْ الشَّرْطَةُ

২. নীচের বাক্যগুলোতে اسم الفاعل এর পরের শূন্যস্থানটি বাম দিক থেকে সঠিক শব্দ এনে পূরণ করে পড় ও অর্থ বল এবং কিভাবে ও কি আমল করেছে বর্ণনা কর।

رَبَّهُ حَمْدًا كَثِيرًا | ১ - الْعَاقِلُ تَارِكٌ ..... الْأَشْرَارَ

إِحْسَانِكَ أَبَدًا | ২ - مَا مَطِيعٌ جَاهِلٍ ..... الطَّيِّبِ

نُضْحٍ | ৩ - قَامَ الْخَطِيبُ عَلَى الْجَمْعِ حَامِدًا .....

صُحْبَةٍ | ৪ - مَا نَاسٍ أَخُو بِلَالٍ .....

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল ও বিদ্যুৎ চমকাল। - أَكْفَرَتِ السَّمَاءُ وَلَمَعَ الْبَرْقُ

৩. নীচের বাক্যগুলোতে اسم المفعول এর পরের শূন্য স্থানগুলো বাম দিক থেকে সঠিক শব্দ এনে পূরণ করে পড় ও অর্থ বল এবং কিতাবে কি আমল করেছে বর্ণনা কর।

حَقَّ	۱. مَا مُعْطَىٰ أَخُوكَ ---
دُعَاءُ	۲. هُوَ رَجُلٌ مَضْرُوبٌ ---- تَأْدِيبًا
جَائِزَةٌ	۳. الْمَظْلُومُ مُسْتَجَابٌ -----
أَوْلَادُهُ	۴. يَا رَجُلًا مَفْضُوبًا ---- ظُلْمًا

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ গুলো চিহ্নিত করে তার আমল বর্ণনা কর।

الْتِمْسَاحُ يُحِبُّ الْمَوَاطِنَ الشَّدِيدَةَ حَرَارَتُهَا - هُوَ سَرِيعٌ عَدْوًا  
 وَقَوِيٌّ ظَفْرًا وَسِنًّا - الْخُفَّاشُ طَائِرٌ عَجِيبٌ خَلَقَهُ، طَوِيلَ عُمُرِهِ،  
 يَطِيرُ بِغَيْرِ رِيشٍ وَ لَا يُبْصِرُ فِي النَّهَارِ - جَمْنَهُ نَهْرٌ مَشْهُورٌ بِعِيدِ  
 غُورًا، عَذْبٌ مَآؤُهُ، كَثِيرٌ فَيَضَانُهُ -

الْتِمْسَاحُ - কুমির। الْخُفَّاشُ - বাদুর। ظَفْرٌ - নখর। رِيشٌ - পালক।

غُورٌ - গভীরতা। فَيَضَانُ - প্লাবন।

## الدرس الثامن عشر

### العوامل المعنوية

যে عامل শাব্দিক ভাবে উল্লেখ থাকে না তবে মেনে নেয়া হয়, তাকে **عَامِلٌ مَعْنَوِيٌّ** বলে। عامل معنوي দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকার- **الإبتداء** : **مبتدأ** এবং **خبر** এর মাঝে বিদ্যমান **رفع** কে **ابتداء** বলে। এ আমেলটি **مبتدأ** এবং **خبر** কে **رفع** দেয়। যেমন **قَائِمٌ زَيْدٌ** এখানে **زيد** শব্দটি **مبتدأ** আর **قائم** শব্দটি **خبر**। উভয়টিকে **ابتداء** নামক আমেল **رفع** দিয়েছে।

**قَائِمٌ زَيْدٌ** এ ধরনের বাক্যের তরকীবে আরো দুটি মত আছে।

১. **إِبتداء** নামক আমেলটি **مبتدأ** এর মধ্যে আমল করেছে আর **مبتدأ** টি **خبر** এর মধ্যে আমল করেছে অর্থাৎ **رفع** দিয়েছে।

২. **مبتدأ** এবং **خبر** এই উভয়টির প্রত্যেকটি অপরটির মধ্যে আমল করেছে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ **خُلُوُّ الْمَضَارِعِ عَنِ الْعَامِلِ النَّاصِبِ وَالْجَارِمِ**

এ আমেলটি **مضارع** কে **رفع** দেয়। যেমন- **يَضْرِبُ زَيْدٌ**

এখানে **يَضْرِبُ** ফেয়েলটি **نَاصِبٌ** ও **عَامِلٌ جَارِمٌ** মুক্ত হয়েছে।

এই মুক্ত হওয়াটাই **يَضْرِبُ** ফেয়েলকে **رفع** দিয়েছে।

## প্রশ্নমালা

১. عامل معنوی এর পরিচয় কি? তা কত প্রকার? প্রকারগুলোর নাম বর্ণনা কর।
২. اِتِّدَاءُ কাকে বলে? এবং তা কি আমল করে বর্ণনা কর।
৩. اَلْكِتَابُ مَفْتُوحٌ এ বাক্যটি কতভাবে তরকীব করা যায়? প্রত্যেক প্রকারের তরকীব বর্ণনা কর।
8. يَلْعَبُ رَاثِدٌ فِي الْمَيْدَانِ এ বাক্যে يَلْعَبُ ফেয়েলটি কেন রফাযুক্ত হয়েছে? এবং রফাদানকারী এই আমেলটির নাম কি?

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন ইসমে 'عَامِلٌ' 'لَفْظِي' ও কোন ইসমে 'مَعْنَوِي' আমল করেছে এবং কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

رَاثِدٌ تَلْمِيذٌ ذَكِيٌّ - كَانَ رَاثِدٌ تَلْمِيذًا غَبِيًّا  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - وَلَدٌ فَاطِمَةَ كَاتِبٌ مَشْهُورٌ  
 لَيْسَتْ الْمَدْرَسَةُ مُمْغَلَقَةٌ - صَارَ خَالِدٌ عَالِمًا مُتَبَجِّرًا  
 مَا زَيْدٌ سَارِقًا وَلَكِنَّ أَخَاهُ سَارِقٌ - بِنْتُ عَائِشَةَ طَبَاخَةٌ مَاهِرَةٌ  
 أُمُّ فَاطِمَةَ سَخِيَّةٌ - اِنْتَشَرَتِ الْوَقَاحَةُ فِي الْمَدِينِ

---

رَاثِدٌ - বিজ্ঞ; তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। طَبَاخَةٌ - পাচিকা, রাঁধুনি।  
 مُتَبَجِّرٌ - নির্লজ্জতা;।  
 وَقَاحَةٌ -

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর কোন্ فعل مضارع এর মাঝে عامل لفظی এবং কোন্ فعل مضارع এর মাঝে عامل معنوی আমল করেছে এবং কি আমল করেছে তা বর্ণনা কর।

رَاشِدٌ يَدْرُسُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ - وَلَا يَدْرُسُ بَعْدَ الْعَصْرِ  
 أَنَا لَنْ أَدْرُسَ الْيَوْمَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ - قَالَ خَالِدٌ: لِمَ كَذَبْتَ  
 الْيَوْمَ يَا رَفِيقُ! فَاجَابَ رَفِيقٌ: مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ - خَرَجَ  
 الْمُجَاهِدُونَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - جَلَسَ الْعَمَّالُ تَحْتَ  
 الشَّجَرَةِ لِيَسْتَرِيحُوا قَلِيلًا - إِنْ تَطْعَمَنِي الْيَوْمَ أَطْعَمَكَ  
 غَدًا - لَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا - ضَاعَتِ الْقَلَنْسُوَةُ وَلَمْ  
 أَجِدْهَا - أَسِيرُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ - أَنَا أَضَلُّكَ دَائِمًا  
 وَلَا أَكْذِبُ أَبَدًا - نَتَعَلَّمُ فِي الْمَدَارِسِ كَيْ نَخْدِمَ الْإِسْلَامَ  
 وَالْمُسْلِمِينَ - لَا تَصْنَعِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ - لِيَنْصُرَنَّ  
 الْقَوِيُّ مِنْكُمْ الضَّعِيفَ - لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ -



## الدرس التاسع عشر

### التوابع

التَّابِعُ : যে اسم টি দ্বিতীয় পর্যায়ের হয়ে একই কারণে প্রথম اسم এর اعراب এর মত اعراب গ্রহণ করে, তাকে التَّابِعُ বলে। আর প্রথম اسم টিকে المَتَّبِعُ বলে।

التابع পাঁচ প্রকার। যথাঃ

النَّعْتُ، التَّكْبِيدُ، الْبَدَلُ، الْعَطْفُ بِالْحُرُوفِ، عَطْفُ الْبَيَانِ

النَّعْتُ : যে পূর্ববর্তী متبوع অথবা متبوع এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাঝে বিদ্যমান দোষ-গুণকে বুঝায়, তাকে النَّعْتُ বলে। যেমন-

جَاءَ رَجُلٌ شَرِيفٌ - جَاءَ رَجُلٌ شَرِيفٌ أَبُوهُ

প্রথম প্রকারকে النَّعْتُ الْحَقِيقِيَّةُ বলে আর দ্বিতীয় প্রকারকে النَّعْتُ الْمَجَازِيَّةُ বা النَّعْتُ السَّبَبِيَّةُ বলে।

النَّعْتُ الْحَقِيقِيَّةُ দশটি বিষয়ের মধ্যে হতে চারটি বিষয়ে متبوع এর অনুরূপ হয়। যথাঃ

مَعْرِفَةٌ - نِكْرَةٌ - مُذَكَّرٌ - مُؤَنَّثٌ

وَاحِدٌ - تَثْنِيَةٌ - جَمْعٌ - رَفْعٌ - نَصْبٌ - جَرٌّ

جَاءَ رَجُلٌ عَالِمٌ - جَاءَ رَجُلَانِ عَالِمَانِ - جَاءَ رِجَالٌ عَالِمُونَ -

جَاءَتْ امْرَأَةٌ عَالِمَةٌ - جَاءَتْ امْرَأَتَانِ عَالِمَتَانِ - جَاءَتْ نِسَاءٌ عَالِمَاتٌ

أَنَّ النَّعْتَ الْمَجَازِيَّ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে দুটি বিষয়ে متبوع এর অনুরূপ হয়। যথা: معرفة - نكرة - رفع - نصب - جر

جَاءَ رَجُلٌ عَالِمٌ أَبُوهُ - جَاءَ رَجُلَانِ عَالِمٌ أَبُوهُمَا - جَاءَ رَجَالٌ عَالِمٌ أَبُوهُمْ - جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ عَالِمٌ أَبُوهَا - جَاءَتْ إِمْرَأَتَانِ عَالِمٌ أَبُوهُمَا  
جَاءَتْ نِسَاءٌ عَالِمٌ أَبُوهُنَّ

مُتَّبِعٌ নাকেরা হলে جملة ও তার نعت হতে পারে। তখন অবশ্যই جملة এর মাঝে একটি ضمير থাকতে হবে যা متبوع এর দিকে ফিরবে।

جَاءَ رَجُلٌ يَرْكَبُ سَيَّارَةً - جَاءَ رَجُلٌ أَبُوهُ عَالِمٌ - যেমন-

التَّكْيِيدُ : যে تابع পূর্ববর্তী متبوع সম্পর্কে শ্রোতার ভুল ধারণা দূর করে উদ্দিষ্ট অর্থকে সুদৃঢ় করে, তাকে التَّكْيِيدُ বলে।

التَّكْيِيدُ الْمَعْنَوِيُّ وَ التَّكْيِيدُ اللَّغْظِيُّ ও تاكيد দুই প্রকার। যথা:

التَّكْيِيدُ اللَّغْظِيُّ : ইসম, ফেয়েল, হরফ বা জুমলাকে পুনরুক্ত করে যে তাكيد সৃষ্টি করা হয়, তাকে التَّكْيِيدُ اللَّغْظِيُّ বলে।

ইসমকে পুনরুক্ত করে সৃষ্টি তাকীদ যেমন- زَيْدٌ زَيْدٌ قَائِمٌ

ফেয়েলকে পুনরুক্ত করে সৃষ্টি তাকীদ যেমন- ضَرَبَ ضَرَبَ زَيْدٌ

হরফকে পুনরুক্ত করে সৃষ্টি তাকীদ যেমন- إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

জুমলাকে পুনরুক্ত করে সৃষ্টি তাকীদ যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ ضَرَبَ زَيْدٌ

كُلٌّ - كِلْتَا - كِلَا - عَيْنٌ - نَفْسٌ - : التَّكْيِيدُ الْمَعْنَوِيُّ  
أَجْمَعُ - أَكْتَعُ - أَبْتَعُ - أَبْصَعُ এই নয়টি শব্দ দ্বারা যে তাكيد সৃষ্টি করা হয়, তাকে التَّكْيِيدُ الْمَعْنَوِيُّ বলে।

● এ শব্দগুলোর মধ্য হতে نَفْسٌ - عَيْنٌ - كَلًا - كَلْنَا - كُلُّ এর সাথে مُوَكَّدٌ অনুযায়ী ضمير যুক্ত করতে হবে। যেমন-

جَاءَ رَاشِدٌ نَفْسَهُ - اِحْتَرَقَتِ الدَّارُ كُلَّهَا

● كَلًا ও كَلْنَا শুধুমাত্র তশ্বীহ এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন-

جَاءَتِ البِنْتَانِ كِلْتَاهُمَا - جَاءَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا

● مؤنث ও مذکر جمع; তশ্বীহ, واحد) عين ও نفس) ব্যবহৃত হয়। যেমন - جَاءَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ - جَاءَ الرَّجُلَانِ نَفْسَاهُمَا / أَنْفُسُهُمَا - جَاءَتِ الرَّجُلُ أَنْفُسَهُمْ - جَاءَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا - جَاءَتِ النِّسَاءُ أَنْفُسَهُنَّ

● এই তিনটি أَجْمَعُ এর অনুগামী রূপে ব্যবহার হয়। সুতরাং এগুলো أَجْمَعُ ছাড়া কিংবা أَجْمَعُ এর পূর্বে উল্লেখ করা যায় না। যেমন- جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْضَعُونَ

● الْبَدَلُ : যে বাক্যের মূখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে متبوع কে শুধুমাত্র ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়, তাকে البدل বলে। بدل মোট চার প্রকার।

بَدَلُ الْغَلَطِ وَ بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ . بَدَلُ الْبَعْضِ . بَدَلُ الْكُلِّ

● এক ও অভিন্ন বিষয়কে বুঝালে সেই بَدَلُ الْكُلِّ বলে। যেমন-

سَأَلَ الْمُعَلِّمَ التِّلْمِيذَ بِشَيْبَرًا - جَاءَنِي مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ خَالِدٌ

● بَدَلُ الْبَعْضِ এর অংশ বুঝালে তাকে بَدَلُ الْبَعْضِ বলে। যেমন- أَكَلْتُ السَّمَكَةَ رَأْسَهَا - مَضَى اللَّيْلُ يَضْفَهُ

بَدَلُ الإِشْتِمَالِ : এমিল মনে টি মিল এম সঙ্গিকিত বিময়কে বুঝালে,  
তাকে ঐশ্টিমাল বদলে । যেমন - اِخْتَرَقَ خَالِدٌ بَيْتَهُ - যেমন

بَدَلُ الْغَلَطِ : ভুল বলার পর সাথে সাথে যে লেফ বলে ভুলকে শুদ্ধ  
করা হয়, তাকে الْغَلَطِ বদলে । যেমন-

رَأَيْتُ بَقْرَةَ جَامُوسًا - تِلْكَ شَاةٌ كَبِشٌ

الْعَطْفُ بِالْحُرُوفِ : যে حرف العطف-تابع এর পর উল্লেখিত হয়ে  
عَطْفٌ بِالسُّقِ সহ বাক্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাকে الْعَطْفُ بِالْحُرُوفِ বলে । যেমন-

ذَهَبَ زَيْدٌ وَخَالِدٌ - لَعِبَتُ فَاطِمَةُ وَعَائِشَةُ

حرف العطف দশটি । যথা-

وَ - فَاءَ - ثُمَّ - حَتَّى - إِمَّا - أَوْ - أَمْ - لَّا - بَلْ - لَكِنْ

و الْعَطْفُ بِالسُّقِ কে الْعَطْفُ بِالْحُرُوفِ বলা হয় ।

الْعَطْفُ بِالْبَيَانِ : যে تابع পূর্ববর্তী শব্দের অস্পষ্টতা ও পরিচয়হীনতা  
দূর করে এবং তা বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না, তাকে الْعَطْفُ بِالْبَيَانِ বলে ।

আর عطف البيان কে متبوع বলে । البيان সাধারণত দুটি  
পরিচয় বহনকারী নামের প্রসিদ্ধ নামটি হয়ে থাকে । যেমন-

أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ - بَعَثَ اللَّهُ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

رَأَيْتُ الْفَنَانَ النَّاشِئَ بِشِيرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

## প্রশ্নমালা

১. تابع ও متبوع কাকে বলে? تابع কত প্রকার ও কি কি?
২. نعت কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?
৩. النعت الحقيقي ও النعت السببي কতটি বিষয়ের মধ্য হতে কতটি বিষয়ে متبوع এর অনুরূপ হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৪. جملة কখন نعت হতে পারে এবং তার জন্য শর্ত কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫. التاكيد المعنوى কাকে বলে? التاكيد المعنوى এর জন্য নির্দিষ্ট শব্দগুলোকে ব্যবহারের সময় কি করতে হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৬. التاكيد اللفظى কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৭. البدل কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?
৮. بدل الاشتمال এর পরিচয় বর্ণনা কর ও উদাহরণ দাও।
৯. عطف البيان কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
১০. عطف البيان ও بدل الكل এর মাঝে পার্থক্য কি বুঝিয়ে মিছালসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর উপরে দাগ দেয়া শব্দটি কোন প্রকার تابع তা বর্ণনা কর।

هَذَا كِتَابٌ قِيمٌ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ - قَرَأْتُ  
 كِتَابًا لَا مَجَلَّةَ - إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ - نَحْنُ نَتَّبِعُ مَذْهَبَ النَّعْمَانِ أَبِي  
 حَنِيفَةَ - قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ - تَلَأُ لَأَتِ السَّمَاءُ  
 نُجُومَهَا - وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ - لَا تُصَاحِبِ الْأَشْرَارَ لَكِنَّ الْأَخْيَارَ  
 فُتِحَتْ مَضْرُفِي عَهْدِ الْخَلِيفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 جَاءَ خَالِدٌ وَشَرِيفٌ - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ - تَهْدَمُ الْمَسْجِدُ  
 مِنْذَنْتَهُ - ظَهَرَ عَلَى الْأَمْوَاجِ زُرُقٌ بِلْ سَفِينَةٍ - كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ  
 الرَّسُولِ تَقِيَّةً جِدًّا - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -  
 مَشَيْتُ مِثْلًا نِصْفَهُ - عَيْنَاكَ كِلْتَاهُمَا حَادَتَانِ - تَوَلَّى الْخِلَافَةَ أَبُو  
 بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ - فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

২. বাম পাশের উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন শব্দটি কোন প্রকার بدل হয়েছে বল।

- |                  |  |
|------------------|--|
| أَمْوَاجُهُ      | ۱. جَلَسَ - - خَالِدٌ عَلَى الْمِئْبَرِ وَأَلْفَى خُطْبَةً |
| الشَّجَرَةَ      | ۲. أَعْجَبَنَا الْبَحْرُ - -                               |
| ثُلُثُهَا        | ۳. كَانَ --- الْمُنْتَبِي شَاعِرًا حَكِيمًا                |
| أَبُو الطَّيِّبِ | ۴. قَطَعْتُ --- فُرُوعَهَا                                 |
| الْخَطِيبِ       | ۵. أَكَلْتُ الْفَاكِهَةَ ---                               |

৩. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর النعت الحقيقي ও النعت السببي গুলো চিহ্নিত কর এবং نعت এর শর্তগুলো কিভাবে পাওয়া গেছে বল।

فَرَأَتْ قِصَّتَيْنِ مُفِيدَتَيْنِ - مَرَزَتْ بِالرَّجُلِ الْمَقْطُوعَةِ رِجْلَهُ  
 الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ - أَمَامَ مَدْرَسَتِنَا  
 شَجَرَةٌ بِاسِقَةٌ فُرُوعُهُ - نَعْطِرُ أَجْسَادَنَا يَوْمَ الْعِيدِ بِالْعُطُورِ الطَّيِّبَةِ  
 اشْتَرَيْتُ فَآكِهَةً لَذِيذًا طَعْمُهَا - يَثِقُ النَّاسُ بِالتُّجَّارِ الصَّادِقِ كَلَامَهُمْ  
 هَذِهِ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ - فِيهَا مَسَاجِدٌ عَالِيَةٌ مَآذِنُهَا وَمِيَادِينٌ وَاسِعَةٌ  
 أَرْجَاءُهَا وَفِي طُرُقِهَا مَصَابِيحٌ سَاطِعَةٌ - الرِّحْلَةُ الْعِلْمِيَّةُ تُفِيدُ  
 الطُّلَّابَ فَائِدَةً كَثِيرَةً

৪. বাম পাশের উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন প্রকার তাকিদ হয়েছে বল।

عَيْنَهَا	১. --- كُلُّهَا تَخْتَفِي نَهَارًا وَ تَظْهَرُ لَيْلًا
نَفْسُهُ	২. تِلْكَ الدَّارُ --- وَ لِدَتْ فِيهَا
الْهَيْلُ	৩. لَا، --- أَكْذِبُ أَبَدًا
النُّجُومُ	৪. حَضَرَ التَّلَامِيذُ --- أَجْمَعُونَ
كُلُّهُمْ	৫. كَلِمَتِي مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ ---
لَا	৬. ظَهَرَ الْهَيْلُ ---

প্রসারিত, লম্বা। মাদিন। মিনারসমূহ। আশ্রয়সমূহ, দিকসমূহ।

শিক্ষা সফর। - الرِّحْلَةُ الْعِلْمِيَّةُ। উজ্জ্বল। - سَاطِعَةٌ

## الدرس العشرون

### المنصرف و غير المنصرف

منصرف : غير المنصرف : المنصرف

বলে। যেমন - بَيْتٌ - مَنْجِدٌ - عَمْرٌو - زَيْدٌ - যেমন

। এর বৈশিষ্ট্য কَسْرَةٌ এবং تَنْوِينٌ গ্রহণ করা।

غير المنصرف : غير المنصرف এর নয় সبب এর দুই সبب অথবা

দুই সبب এর স্থলাভিষিক্ত এক সبب যুক্ত اسم কে المنصرف বলে।

عَدْلٌ - وَصْفٌ - تَانِيثٌ - مَعْرِفَةٌ - عُجْمَةٌ - - হল সبب

جَمْعٌ - تَرْكِيْبٌ - وَزْنُ الْفِعْلِ - الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ

। এর বৈশিষ্ট্য কَسْرَةٌ এবং تَنْوِينٌ গ্রহণ না করা।

العَدْلُ : ইলমুছ হ্রস্বের নিয়ম ছাড়াই কোন ইসম তার আসল রূপ

থেকে বের হয়ে অন্য রূপ ধারণ করাকে عدل বলে। যেমন-

عَرَبٌ এর আসল রূপ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ ছিল, مَرْبَعٌ ও رُبَاعٌ এর

আসল রূপ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ ছিল, عَمْرٌ এর আসল রূপ عَامِرٌ ছিল। কিন্তু এর

স্বপক্ষে ইলমুছ হ্রস্ব এর কোন নিয়ম বা কায়দা নেই। তাই এগুলোর মাঝে

عَدْلٌ পাওয়া গেছে।

الْوَصْفُ : কোন ইসম গুণবাচক অনির্দিষ্ট সত্ত্বাকে বুঝালে, তাকে

أَجْمَلٌ - أَحْمَرٌ - وَصْفٌ বলে। যেমন-

التَّانِيثُ : কোন ইসম এর مؤنث হওয়া। তার শর্ত হল ইসমটি নাম

হতে হবে। যেমন- فَاطِمَةٌ - طَلْحَةُ -



الْأَلِفُ الْمَقْصُورَةُ ۖ وَالْأَلِفُ الْمَمْدُودَةُ ۖ يَدِي التَّانِيثُ  
 তাহলে তা দুই সبب এর স্থলাভিষিক্ত। যেমন- عُلَمَاءُ - যেন-  
 زَيْنَبُ - যেন- مَعْرِفَةُ : নামের মাধ্যমে কোন ইসম معرفة হওয়া। যেমন-  
 إِبْرَاهِيمُ - যেন- الْعُجْمَةُ : কোন ইসম মূলে আরবী না হওয়া। যেমন-  
 وَ مَفَاعِلُ ۖ مَفَاعِلُ ۖ مَفَاعِلُ ۖ مَفَاعِلُ ۖ مَفَاعِلُ ۖ مَفَاعِلُ ۖ  
 এই সبب টি এই مَصَابِيحُ - مَسَاجِدُ - যেন- مَفَاعِلُ এর ওজনে হওয়া।  
 দুই সبب এর স্থলাভিষিক্ত।

الْتَرَكِيبُ : কোন ইসম مُرَكَّبٌ مِّنْعِ الصَّرْفِ হওয়া। যেমন-  
 بَعْلَبِكَ - حَضَرَ مَوْتُ

وَزْنُ الْفِعْلِ : কোন ইসম فعل এর ওজনে হওয়া। যেমন-  
 أَحْمَرُ - ضَرْبٌ - شَمْرٌ

الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ : কোন اسم অতিরিক্ত ألف ও نون বিশিষ্ট  
 হওয়া। যেমন- عِمْرَانُ - كَسْلَانُ

তাই বলা হবে-

جَاءَ إِبْرَاهِيمُ - أَنْتَ كَسْلَانُ - هَذِهِ عَصَافِيرُ - ضَرْبٌ طَلْحَةُ - هُوَ  
 عُمَرُ - زَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ - لَأَجِبُ كَسْلَانَ - صِدْتُ عَصَافِيرَ - ضَرَبْتُ  
 طَلْحَةَ - أَكْرَمْتُ عُمَرَ - نَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ - مَرَزْتُ بِكَسْلَانَ -  
 سَقَطَتِ السِّهَامُ عَلَى عَصَافِيرَ - سَلَّمَ عَلَى طَلْحَةَ - لَسْتُ بِعُمَرَ  
 কসরা হলে বা যুক্ত হলে তাতে ইসম মضاف হলে বা যুক্ত হলে তাতে কসরা হয়।

যেমন-

فِي حَدَائِقِ الْمَدِينَةِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ - فِي الْحَدَائِقِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ  
 سَلَّمْتُ عَلَى أَحْمَدِكُمْ - سَلَّمْتُ عَلَى الْكَسْلَانِ

## প্রশ্নমালা

১. مَنْصَرَفٌ কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্য বা হুকুম কি মিছালসহ বর্ণনা কর।
২. غَيْرَ الْمَنْصَرَفِ কাকে বলে?
৩. غَيْرَ الْمَنْصَرَفِ এর সبب কয়টি ও কি কি? কয়টি সبب দুই সبب এর স্থলাভিষিক্ত হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. عَدْلٌ কাকে বলে? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৫. تَانِيثٌ কাকে বলে? تَانِيثٌ এর জন্য শর্ত কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৬. কখন غَيْرَ الْمَنْصَرَفِ ইসমে كَسْرُهُ হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কোন কোন ইসমগুলো مَنْصَرَفٌ হয়েছে এবং তাতে কি কি সبب পাওয়া গেছে এবং কি আমল হয়েছে তা বর্ণনা কর।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ - كَانَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ أَشْهُرِ الْخُلَفَاءِ حَزْمًا - سَافَرْنَا إِلَى جُدَّةٍ ثُمَّ مَكَّةَ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ - لَأَفَرِّقَ بَيْنَ أَسْوَدَ  
وَأَبْيَضَ إِلَّا بِالتَّقْوَى - جَاءَ الْقَوْمُ أَحَادًا أَوْ مَوْحَدًا - فَتَحَ أَبُو عَبِيدَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَمِشْقَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ  
تَعَالَى عَنْهُ - سَارَ الْجُنْدُ ثَنَاءً أَوْ مِثْنَى - رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ.

২. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর উপরে দাগ দেয়া।

ইসমগুলো غیر المنصرف হওয়া সত্ত্বেও কেন তাতে কসرة হয়েছে

তা বর্ণনা কর।

نَزَلَتْ فِي أَفْضَلِ الْفَنَادِيقِ - مَا أَنْتَ بِأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ - كَانَ  
الْخَلِيفَةُ هَارُونُ الرَّشِيدِ يُحِبُّ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ - فَقَرَّبَ الْعُلَمَاءَ  
وَجَمَعَهُمْ لِلْبَحْثِ وَالْمُحَاوَرَةِ وَأَجْزَلَ الْعَطَاءِ لِلشُّعْرَاءِ وَمَدَحَهُمْ  
بِجَلَائِلِ الْمَدَائِحِ - فِي الْعَاصِمَةِ ذَاكَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ -  
الْإِزْدِحَامُ مِنْ أَشَدِّ الْمَصَانِبِ فِيهَا - الْعَقْلُ مَنْ أَفْضَلَ عَطَايَا اللَّهِ

৩. নীচের غیر المنصرف শব্দগুলো দিয়ে ৩টি করে বাক্য তৈরী কর।

প্রতিটি শব্দ একবার মرفوع, একবার منصوب ও একবার مجرور হবে।

يُقْطَنُ، مَصَابِيحُ، بَغْدَادُ، رَمَضَانَ، بُخْلَاءُ، أَحْمَرُ

## الدرس الحادى والعشرون

### حُرُوفٌ غَيْرُ عَامِلَةٍ

حُرُوفٌ غَيْرُ عَامِلَةٍ (আমলহীন অব্যয় সমূহ) ষোল প্রকার।

‘প্রথম প্রকার حُرُوفُ التَّنْبِيهِ : যে সব حرف দ্বারা শোতাকে সতর্ক করা হয়, সেগুলোকে التنبيه বলে।

أَلا - أَمَا - هَا - যথা তিনটি حروف التنبيه

যেমন- آلا يَا قَوْمِي! جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمَا إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا - هَا أَنَا أَخُوكَ

‘দ্বিতীয় প্রকার حُرُوفُ الْإِيجَابِ : যে সব حرف দ্বারা উত্তর দেয়া হয়, সেগুলোকে الإيجاب বলে।

نَعَمْ - بَلَى - أَجَلٌ - إِي - جَنِرٍ - إِنَّ - যথা ছয়টি حروف الإيجاب

যেমন- بَلَى، أَنْتَ مُعَلِّمُنَا - نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ -

‘তৃতীয় প্রকার حُرُوفُ التَّفْسِيرِ : যে দুটি حرف দ্বারা অস্পষ্ট কিছুর ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে التفسير বলে।

أَيُّ أَنْ : যথা এর হরফ দুইটি تفسیر

جَاءَ صَدِيقَكَ أَيُّ خَالِدٌ وَبَشِيرٌ - نَادَيْتَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ -

‘চতুর্থ প্রকার حُرُوفُ الْمَصْدَرِيَّةِ : যে সব حرف দ্বারা جملة কে পরোক্ষ ভাবে مصدر বানানো হয়, সেগুলোকে المصدريّة বলে।

مَا - أَنْ - أَنْ : যথা তিনটি حروف المصدريّة

مَا এবং أَنْ সর্বদা فعل এর শুরুতে এসে তাকে مصدر বানায়।  
 عَجِبْتُ مِمَّا رَأَيْتُ - عَجِبْتُ مِنْ أَنْ فَعَلَ زَيْدٌ - যেমন-

أَنْ সর্বদা جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর শুরুতে এসে তাকে مصدر বানায়।  
 عَلِمْتُ أَنَّكَ تَذْهَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ - যেমন-

পঞ্চম প্রকার حُرُوفُ التَّحْضِيضِ : যে সব حرف দ্বারা কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়, সেগুলোকে التحضيض বলে।

أَلَّا - هَلَّا - لَوْلَا - لَوْمًا : যথাঃ حُرُوفُ التَّحْضِيضِ

এগুলো فعل مضارع এর শুরুতে এসে উৎসাহের অর্থ দেয়। যেমন-

هَلَّا تَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - أَلَّا تَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ

এবং فعل ماضى এর শুরুতে এসে নিন্দার অর্থ দেয়। যেমন-

هَلَّا تَعَلَّمْتَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ

ষষ্ঠ প্রকার حُرُوفُ التَّوَقُّعِ : যে حرف দ্বারা আশা প্রকাশ করা হয়,

তাকে حرف التوقع বলে। অর্থাৎ مخاطب যে فعل টি ঘটায় আশায় আছে এবং শীঘ্রই তা ঘটবে তার শুরুতে حرف التوقع যোগ করা হয়।

قد - যথাঃ حرف التوقع

যেমন- কেউ যদি আমীরের আরোহনের আশায় আছে এবং শীঘ্রই আরোহন করবে, তাহলে বলা হবে قَدْ يَرْكَبُ الْأَمِيرُ

এ حرف টি فعل ماضى কে مضارع এর নিকটবর্তী করার জন্য এবং নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - যেমন- নিকটবর্তী করার জন্য,

قَدْ سُرِقَ ثَوْبُ خَالِدٍ - যেমন- নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য,

আর مضارع এর শুরুতে এসে তফলিল এর অর্থ দেয়। যেমন-

الْكَذُوبُ قَدْ يَضُدُّ - الْمَاهِرُ قَدْ يُخْطِئُ

সপ্তম প্রকার حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ : যে সব حرف দ্বারা প্রশ্ন করা হয়

সেগুলোকে الاستفهام বলে।

مَا - هَلْ - أ - (الهمزة المفتوحة) - যথা। তিনটি حروف الاستفهام

أَأَنْتَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - هَلْ تَذْهَبُ إِلَى مَكَّةَ - যেমন

অষ্টম প্রকার حُرُوفُ الرَّدْعِ : যে সব حرف দ্বারা ধমক দেয়া বা অস্বীকার

করা হয়, তাকে حرف الردع বলে।

كَأَنَّ : যথা। একটি حرف الردع

كَأَنَّ، لَا تَصَاحِبِ الْأَشْرَارَ - كَأَنَّ لَا تَذْهَبُ - كَأَنَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ - যেমন

নবম প্রকার التَّنْوِينُ : যে কلمة সাধারণত সাধারণত এর শেষ

হরকতের অনুগামী হয়, তাকে تنوين বলে।

تَنْوِينُ التَّمَكُّنِ ، تَنْوِينُ التَّنْكِيرِ : যথা। পাঁচ প্রকার تنوين  
تَنْوِينُ الْعِوَضِ ، تَنْوِينُ الْمُقَابَلَةِ ، تَنْوِينُ التَّرْتِيبِ

تَنْوِينُ التَّمَكُّنِ : তামকন এর শেষে যে تنوين হয়,

তাকে تنوين التمكن বলে। যেমন - بَيْتٌ - خَالِدٌ - رَاشِدٌ -

এর اسم فعل এর تَنْوِينُ التَّنْكِيرِ : নকর এর অর্থ দেয়ার জন্য

শেষে যে تنوين যোগ করা হয়, তাকে تنوين التذكير বলে।

যেমন- **صِهْ** এখানে **صِهْ** ইসমে ফেয়েলটি মা'রেফা।  
 বাক্যটির অর্থ, তুমি যে কথা বলছো তা থেকে চুপ থাক, অন্য কথা বল।  
 কেননা শিক্ষক এসে গেছেন। আর **صِهْ** এখানে **صِهْ** এখানে  
 ইসমে ফেয়েলটি নাকেরা। নাকেরা বানানোর জন্য **تَنْوِينٌ** যোগ করা  
 হয়েছে। বাক্যটির অর্থ, সব ধরনের কথা থেকে চুপ থাক। কেননা শিক্ষক  
 এসে গেছেন।

**تَنْوِينُ الْعِوَضِ** : মুযাফ ইলাই এর পরিবর্তে মুযাফে যে **تنوين** দেয়া  
 হয়, তাকে **تنوين العوض** বলে। যেমন **يَوْمِيذٍ - يَوْمِيذٍ**

মূলে এ শব্দ দুটি ছিল **إِذٍ كَانَ كَذَا** ও **يَوْمٍ إِذٍ كَانَ كَذَا**

এখান থেকে **إِذٍ** মুযাফের শেষে **حذف** করে **إِذٍ** মুযাফের শেষে  
**تَنْوِينُ الْعِوَضِ** যোগ করা হয়েছে। অতঃপর তা **يَوْمِيذٍ** ও **يَوْمِيذٍ** হয়েছে।

**تَنْوِينُ الْمُقَابَلَةِ** : **جمع مذكر سالم** এর **نূن** এর মোকাবেলায়  
**تنوين** হয়, তাকে **تَنْوِينُ الْمُقَابَلَةِ** বলে।  
**جمع مؤنث سالم** এর শেষে যে **تنوين** হয়, তাকে **تَنْوِينُ الْمُقَابَلَةِ** বলে।

যেমন- **مُسْلِمَاتٌ - مُشْرِكَاتٌ - مُؤْمِنَاتٌ**

**تَنْوِينُ التَّرْنَمِ** : অন্ত মিলের জন্য ছন্দের শেষে যে **تنوين** হয় তাকে  
**تنوين الترنم** বলে। যেমন-

**أَقْلَى اللّوَمِ عَاذِلَ وَالْعَتَابَيْنِ - وَقَوْلِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنِي**

ইসম, ফেয়েল ও হরফের শেষে আসে। পক্ষান্তরে

পূর্বোল্লিখিত চার প্রকার **تنوين** শুধুমাত্র **اسم** এর শেষেই আসে।

দশম প্রকার **حُرُوفُ الزِّيَادَةِ** : যে সব حرف বাক্যের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে زيادة বা অতিরিক্ত হয় সেগুলোকে الزيادة বলে।

حروف الزيادة আটটি। যথা-

إِنْ - أَنْ - مَا - لَا - مِنْ - بَ - كَاف - لَام  
لَسْتُ بِشَاعِرٍ - لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ - لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - যেমন-

একাদশ প্রকার **نون التاكيد** : যে নুনে ছাকিলা বা খফিফাকে দৃঢ়তার অর্থ প্রকাশের জন্য مضارع এর শেষে যোগ করা হয়, তাকে نون التاكيد বলে। যেমন- لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا - لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا - যেমন-

দ্বাদশ প্রকার **حُرُوفُ الشَّرْطِ** : যে সব حرف দ্বারা শর্তের ভাব প্রকাশ করা হয় সেগুলোকে حروف الشرط বলে।

إِنْ - أَمَّا - لَوْ : তিনটি। যথা:

অস্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য أَمَّا কে ব্যবহার করা হয় এবং এর জওয়াবে অবশ্যই هاء হয়। যেমন-

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ  
وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ

বাস্তবে شرط না থাকার কারণে جزاء ও বাস্তবে নেই এ কথা বুঝানোর জন্য لَوْ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ  
لَوْ اجْتَهَدْتُ فِي الدِّرَاسَةِ لَفُزْتُ فِي الْإِمْتِحَانِ



ত্রয়োদশ প্রকার **لَوْ** : বাস্তবে شرط থাকার কারণে, جزء বাস্তবায়িত হয় নাই একথা বুঝানোর জন্য لَوْ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

لَوْ لَا الشَّمْسُ لَجَمَدَتِ الْأَرْضُ - لَوْ لَا الْأُسْتَاذُ لَمَا فَهِمْتُ الدَّرْسَ

চতুর্দশ প্রকার **الْلَامُ الْمَفْتُوحَةُ لِلتَّكْوِيدِ** :

إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ - لَزَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو - যেমন-

পঞ্চদশ প্রকার **مَا بِمَعْنَى مَا دَامَ**

أَقْرَأُ بَعْدَ الْعِشَاءِ مَا يَقْرَأُ حَمِيدٌ - أَقْوَمُ مَا جَلَسَ الْأَمِيرُ - যেমন-

অর্থঃ আমীর যতক্ষণ বসে থাকবে আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব।

ষষ্ঠদশ প্রকার **حُرُوفُ الْعَطْفِ** : দুটি لفظ এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টি

করার জন্য যে حروف গুলোকে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে حروف العطف

বলে। حروف العطف দশটি। যথাঃ

وَ- أَوْ - ثُمَّ - حَتَّى - إِمَّا - أَوْ - أَمْ - لَّا - بَلْ - لَكِنَّ

دَخَلَ رَاشِدٌ لِابْنِ كَرٍّ - دَخَلَ عَمْرٍو ثُمَّ بِشِيرٍ - جَاءَ رَاشِدٌ وَ خَالِدٌ - যেমন-

## প্রশ্নমালা

১. حُرُوفٌ غَيْرٌ عَامِلَةٌ কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম বর্ণনা কর?
২. حروف الایجاب কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি মিছালসহ বর্ণনা কর।
৩. الحروف المصدرية কাকে বলে? তা কয়টি ও কি কি? মিছালসহ বর্ণনা কর।
৪. حروف التحضيض গুলো مضارع এর শুরুতে এসে কিসের অর্থ দেয় এবং ماضی এর শুরুতে এসে কিসের অর্থ দেয় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৫. حروف التوقع কাকে বলে? তা কয়টি এবং কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৬. تنوين কাকে বলে এবং তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম বর্ণনা কর।
৭. تنوين العوض কাকে বলে। মিছাল দিয়ে বুঝিয়ে বর্ণনা কর।
৮. وَ صَهْ، فَقَدْ جَاءَ أَخِي। تنوين التنكير কাকে বলে। إِذَا جَلَسَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمُنْبَرِ এ বাক্য দুটির মাঝে অর্থগত পার্থক্য কি বুঝিয়ে বর্ণনা কর।
৯. حروف الشرط কাকে বলে এবং তা ব্যবহার করার পদ্ধতি কি মিছালসহ বর্ণনা কর।
১০. لولا হরফটি কখন ব্যবহার করা হয়? মিছালসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর প্রত্যেকটি বাক্যে কোন প্রকার **حَرْفٌ غَيْرُ عَامِلٍ** ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা কর।

كَلَّا، لَا تُصَلِّحُوا الْأَشْرَارَ - ظَنَنْتُ أَنَّكَ سَافَرْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ - أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ - فَتَحَتُ الْبَابَ وَحِينَئِذٍ رَأَيْتُ خَالِدًا أَمَامَ الْبَابِ - لَوْلَا تَعَلَّمْتَ الْقُرْآنَ فِي الصَّبَا - لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - هَلْ تَلْعَيْنُ يَا فَاطِمَةُ! بَعْدَ الْعَصْرِ؟ أَمَا وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ هَذَا - تَعَجَّبْتُ مِمَّا عَلِمْتُ عَنْكَ - لَسْتُ بِمَاهِرٍ فِي هَذَا الْفَنِّ - مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَاتٍ - هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءٌ فَكَيْفَ لَا نَعْرِفُكُمْ - كَلَّا، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى - مَا خَرَجَ الْمُعَلِّمُ مِنَ الْبَيْتِ وَقَدْ يَخْرُجُ - هَلَّا تُكْرِمُ أَخَاكَ الْكَبِيرَ - أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ؟ صَهٍ فَقَدْ جَلَسَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِمْبَرِ - مَا إِنْ خَرَجَ رَاشِدٌ مِنَ الْفُضْلِ حَتَّى لَقِيَ عَمْرًا - وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ - لَسْتُ بِعَالِمٍ بِمَضَرَّةِ الْحَضَارَةِ الْغَرَبِيَّةِ -

২. নীচের **حَرْفٌ غَيْرُ عَامِلٍ** গুলো দ্বারা একটি করে বাক্য তৈরী কর।  
 هَا، لَوْلَا، قَدْ، كَلَّا، أَمَا، لَوْ، لَوْلَا، مَا بِمَعْنَى مَا دَامَ

لَا تُصَلِّحُوا - সাহচর্য অবলম্বন কর না। أَلَصَّبَا - শৈশব কাল।

الْحَضَارَةُ الْغَرَبِيَّةُ - পাশ্চাত্য সভ্যতা।

## الدرس الثانی والعشرون

### المستثنى

اسم ও তার সমার্থক কোন শব্দের পর যে اسم কে উল্লেখ করা হয়, তাকে مُسْتَثْنَى বলে ও তার পূর্ববর্তী اسم কে كَلِمَاتُ الْإِسْتِثْنَاءِ বলে। ও তার সমার্থক শব্দগুলোকে كَلِمَاتُ الْإِسْتِثْنَاءِ এগারোটি। যথা-

إِلَّا - غَيْرَ - سِوَى - سِوَاءَ - حَاشَا - خَلَا - عَدَا - مَاخَلَا  
مَا عَدَا - لَيْسَ - لَا يَكُونُ

### أقسام المستثنى

এর মধ্যে গণ্য হওয়া বা না হওয়া টি مستثنى হিসাবে দুই প্রকার। যথা: مُنْقَطِعٌ ও مُتَّصِلٌ

যে مستثنى টি مستثنى এর মধ্যে গণ্য হওয়ার পর مستثنى এর উপর আরোপিত হুকুম থেকে إِيَّا বা তার সমার্থক শব্দ দ্বারা বের করা হয়, তাকে مُتَّصِلٌ বলে। যেমন-

جَاءَ التَّلَامِيذُ إِلَّا زَيْدًا - أَكَلْتُ الْفَوَاكِهَ إِلَّا عِنَبًا

যে مستثنى টি مستثنى এর মধ্যে গণ্য নয় তবে তাকে إِيَّا বা তার সমার্থক শব্দ দ্বারা مستثنى এর উপর আরোপিত হুকুম থেকে বের করা হয়, তাকে مُنْقَطِعٌ বলে। যেমন-

جَاءَ التَّلَامِيذُ إِلَّا طَبَاخًا - جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا

দুই প্রকার। مستثنى থাকে না থাকা হিসাবে উল্লেখ থাকে।

مُفْرَعٌ ۖ غَيْرُ تَامٍّ ۖ تَامٌّ ۖ

যেমন- مستثنى থাকলে তাকে تَامٌّ বলা হয়।

حَفِظْتُ الْقُرْآنَ إِلَّا سُورَةَ الْبَقَرَةِ - قَرَأْتُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ إِلَّا سَاعَةً

غَيْرُ تَامٍّ ۖ مُفْرَعٌ ۖ مستثنى থাকলে তাকে مُفْرَعٌ বা

مَا جَاءَ إِلَّا حَامِدٌ - যেমন- বলা হয়।

غَيْرُ مُوجِبٍ ۖ مُوجِبٌ ۖ

কলাম দুই প্রকার। যথা: مستثنى থাকলে, তাকে مُوجِبٌ

جَاءَ التَّلَامِيذُ إِلَّا زَيْدًا - যেমন- বলে।

كَلَامٌ غَيْرٌ ۖ غَيْرُ مُوجِبٍ ۖ مستثنى থাকলে, তাকে

مَا جَاءَ إِلَّا خَالِدٌ - هَلْ سَأَلْتِ إِلَّا عَمْرًا - যেমন- বলে।

এর চার প্রকার।

প্রথম প্রকার : مستثنى টি চার অবস্থায় হতে পারে।

১. যদি مستثنى টি এর পর মুজিব কলাম এর মধ্যে হয়। যেমন-

جَاءَ التَّلَامِيذُ إِلَّا زَيْدًا

২. যদি مستثنى টি মুজিব কলাম এর পরে হয়। যেমন-

৩. যদি مستثنى টি এর পূর্বে উল্লেখিত হয়।

مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدًا أَحَدٌ - যেমন-

৪. যদি مستثنى টি এর পরে হয়। যেমন-

جَاءَ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا / مَا عَدَا زَيْدًا / لَا يَكُونُ زَيْدًا

www.islamijindegi.com

**দ্বিতীয় প্রকার :** مستثنى টি হিসাবে منصوب হবে এবং  
 .مستثنى টি পর হিসাবে مبدل منه এর ইعراب গ্রহণ করবে, যদি  
 এর মধ্যে হয় এবং উল্লেখিত হয়।

مَا جَاءَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ - هَلْ جَاءَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا -  
 যেমন-

**তৃতীয় প্রকার :** عامل এর দাবী হিসাবে مستثنى এর  
 যদি كَلَامٌ غَيْرٌ مُوجِبٌ এর পর ইعراب টি পর  
 এর মধ্যে হয় এবং উল্লেখিত না হয়। যেমন-

مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ - مَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا - مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ

**চতুর্থ প্রকার :** مستثنى টি مجرور হবে যদি তা  
 سواء، سوى، غير তা حاشًا এর পর হয়। যেমন-

جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ / سِوَى زَيْدٍ / سِوَاءَ زَيْدٍ / حَاشَا زَيْدٍ

### إعراب لفظ غير

إعراب এর مستثنى বাবহত **إِلَّا** ছবছ ইعراب **غير**  
 এর মতো হবে। সুতরাং বলবে-

جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ

جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ جِمَارٍ

مَا جَاءَ غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ

مَا جَاءَ أَحَدٌ غَيْرَ زَيْدٍ - غَيْرَ زَيْدٍ

مَا جَاءَ غَيْرُ زَيْدٍ - مَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ - مَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ

## প্রশ্নমালা

১. مستثنى منه ও مستثنى কাকে বলে?
২. كلمات الإستثناء কাকে বলে এবং তা কয়টি বর্ণনা কর।
৩. مستثنى متصل কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৪. مستثنى منقطع কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫. مستثنى مفرع কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৬. كلام غير موجب এর পরিচয় কি? মিছাল দিয়ে বর্ণনা কর।
৭. مستثنى এর চার প্রকারের إعراب এর প্রথম প্রকার إعراب কি এবং তা কখন কখন প্রয়োগ করা হয় মিছালসহ বর্ণনা কর।
৮. কখন مستثنى টি مستثنى হিসাবে منصوب হয় এর بدل হিসাবে مرفوع হয়? উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা কর।
৯. কখন عامل এর দাবী হিসাবে مستثنى এর إعراب হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
১০. غير শব্দটি معرب সুতরাং তার إعراب কি হবে? মিছালসহ বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী

১. নীচের বাক্যগুলো পড় ও অর্থ বল। অতঃপর مستثنى منه ও مستثنى কাকে বলে নির্ধারণ কর।

قَرَأْتُ الْكِتَابَ إِلَّا صَفْحَتَيْنِ - شَرِبْتُ الْمَشْرُوبَاتِ خَلَا عَصِيرَ الْأَنْبَجِ - فَهَمَّتُ الْمَسَائِلَ كُلَّهَا إِلَّا مَسْئَلَةً - لَمْ يُسَاعِدْنِي أَحَدٌ إِلَّا بِشِيرٍ - لَا يَفِرُّ مِنَ الْجِهَادِ أَحَدٌ إِلَّا الْجُبَّانُ - زُرْتُ مَسَاجِدَ الْمَدِينَةِ مَخْلًا وَاجِدًا - عَادَ الْمُسَافِرُونَ عَدَا أَخَاكَ

عَصِيرُ الْأَنْبَجِ - আমের রস, ম্যাংগো জুস।  
مَشْرُوبَاتُ ج مَشْرُوبَاتُ - পানীয়, শরবত।

২. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর **بِإِلَّا** এর কি **إِعْرَابٍ** হয়েছে বর্ণনা কর।

فَرَّ اللَّصُوفُ إِلَّا وَاحِدًا - لَا تَصْلِحُ إِلَّا الْأَخْيَارُ - فَهَمَّتْ الدَّرَسُ  
إِلَّا مَسْئَلَةً - لَمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ إِلَّا خَالِدٌ - مَا غَابَ أَحَدٌ  
عَنِ الْفَضْلِ إِلَّا فَرِيدًا - مَا سَلَّمْتُ عَلَى الْحَاضِرِينَ إِلَّا مُحَمَّدٌ.

৩. বাম পাশের সঠিক শব্দ দ্বারা ডান পাশের শূন্যস্থান পূরণ করে পড় ও অর্থ বল। অতঃপর কি **إِعْرَابٍ** হয়েছে এবং কেন হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

عقد عائشة		১ - لَا يَكْسِبُ نَفَقَةَ النَّاسِ إِلَّا .....
عليا		২ - سَرَقَ اللَّصُّ جَمِيعَ الْحُلِيِّ إِلَّا .....
المخلصون		৩ - هَلْ اسْتَشْهَدَ أَحَدٌ فِي الْمَعْرَكَةِ إِلَّا .....

৪. নীচের বাক্যগুলো পড় এবং অর্থ বল। অতঃপর **غَيْر** শব্দটিতে কি **إِعْرَابٍ** হয়েছে এবং কেন হয়েছে বর্ণনা কর।

حَضَرَ التَّلَامِيذُ كُلَّهُمْ غَيْرَ زُبَيْرٍ - أَكَلْتُ السَّمَكَةَ غَيْرَ رَأْسِهَا.  
مَا عَادَ الْمَرِيضُ عَائِدٌ غَيْرَ الطَّيِّبِ - لَمْ يَقْتُلِ الذِّئْبُ غَيْرَ شَاةٍ.  
مَا سَلَّمْتُ عَلَى الْقَادِمِينَ غَيْرَ سَعِيدٍ - لَا تَعْتَمِدُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ.

৫. নীচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে পড় এবং অর্থ বল।

১ - دَخَلْتُ غُرَفَ الدَّارِ إِلَّا ... النَّوْمَ ২ - صَامَ هَاشِمٌ رَمَضَانَ ... يَوْمًا  
৩ - حَفِظْتُ الدَّرُوسَ ... دَرْسًا ৪ - احْتَرَقَ أُنْتُكَ الْبَيْتَ مَا عَدَا ...  
৫ - لَا يَنْفَعُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ ... عَمَلُكَ ৬ - لَا أُرِيدُ ... الْإِصْلَاحَ ... نَوْمًا



## مراجع الكتاب

١. الطريق إلى النحو - للأستاذ أبي طاهر المصباح
٢. النحو الواضح (الأجزاء كلها) - دار المعارف بمصر
٣. قطر الندى وبل الصدى - للإمام ابن هاشم الأنصارى
٤. النحو والصرف للمرحلة الثانوية - وزارة المعارف  
المملكة العربية السعودية
٥. قواعد اللغة العربية للمرحلة المتوسطة - دار المعارف  
المملكة العربية السعودية
٦. الكافية - لابن حاجب
٧. هداية النحو - للشيخ سراج الدين عثمان
٨. ألفية ابن مالك - لابن مالك
٩. بدر منير شرح نحو مير - للمولوى عبد الرب الميراثى
١٠. شرح شذور الذهب - للإمام ابن هشام الأنصارى
١١. المعجم المفصل فى النحو العربى - للدكتورة عزيزة نوال
١٢. كتاب الأشباه والنظائر فى النحو - للعلامة جلال الدين السيوطى
١٣. شرح المفصل - للعلامة مؤفق الدين يعيش
١٤. مغنى اللبيب عن كتب الأعراب - للإمام ابن هشام الأنصارى



- ★ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলাম কখনো জাগতিক জীবনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেনি। বরং তাতে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ প্রদান করেছে।
- ★ জাগতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ ইংরেজী ভাষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। অহর্নিশি আমরা এ ভাষার মুখোমুখি হচ্ছি। কখনো লজ্জিত হচ্ছি। আবার কখনো আক্ষেপে থমকে দাঁড়াচ্ছি। শুধু কি তাই? এ ভাষা ছাড়া আজ জাগতিক জীবনে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়াও অসম্ভব।
- ★ তাই এ ভাষা আমাদের শিখতে হবে। যুগ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। যুগের ষ্ট্রিয়ারিংকে শক্ত হাতে ধরতে হবে। সমাজের রক্তে রক্তে মিশে ক্ষয়িষ্ণু এ সমাজকে মজবুত, শক্তিশালী, সজীব ও প্রাণবন্ত সমাজে পরিণত করতে হবে।
- ★ এ দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের প্রকাশ “সহজে ইংরেজী শিখব” বইটি।
- ★ বলমলে ছাপা। ১৭৬ পৃষ্ঠা। নির্ধারিত মূল্য ৯০/= (নব্বই) টাকা মাত্র।
- ★ সচিত্র নিত্য ব্যবহৃত শব্দমালা সংজোযিত করে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনীর মাধ্যমে সুসজ্জিত। শিক্ষার্থীর সৃজন শক্তিকে শাণিত ও দুর্বীর করার এক অকল্পনীয় প্রয়াসে সমৃদ্ধ। অবলীলায় ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারার এক বিস্ময়কর ক্ষমতায় সমন্বিত।
- ★ ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক রূপে হয়েছে সমাদৃত। আপনার জাগতিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে আপনিও এগিয়ে আসুন।
- ★ ডাক যোগে পেতে হলে পত্র লিখুন। ২ কপির উর্ধ্বে হলে আমরাই ডাক মাসুল বহন করি।

## সর্ব প্রকার যোগাযোগ নাসীম আরাফাত

শিক্ষক,  
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ  
ঢাকা- ১২১৭  
ফোন : ৯৩৫৮৫৫১

পরিচালক,  
আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা- ১২১৯  
ফোন : ০৬৬৬২-৬০৬৩১৮